Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/240 1-3

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

९|१८१

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varan

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
Aurobindo Series Bengali

Rs. 2-8-0

9/15 1

18

1254

Saraju Chakrabarty
From Didi.
16.12.55.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/১৫১

কে এই মা?

সরযূ চক্রবর্তী
সাহিবগঞ্জ
২৬.১২.৫৫

যজ্ঞপতি

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
থেকে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ
২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

মূল্য আড়াই টাকা

পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
প্রেসে মুদ্রিত

803/53/1000

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের নামে বইখানি মাকেই নিবেদন করি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইখানি লিখতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, শ্রীমতী লিজেল রেমোঁ, শ্রীঅনির্বাণ, শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহধর্মিণী এবং শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে। কেবল কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না। সে-কথা এখানে স্বীকার করি।

লেখক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাধনার পথ তো দেখিয়ে দিয়েছি। সংযত হয়ে শান্তভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে খুলে দাও, সে শক্তির কাজে সম্মতি দাও।... মায়ের উপর যদি প্রেম থাকে, সে যেন ভিতরের প্রেম হয়, বাহিরের নয়, বাসনা দাবির নয়।"

শ্রীঅরবিন্দের নিজের বাংলায় লেখা

"... giving up of yourself freely and simply into the hands of the Divine Mother is the only way to succeed in the Supramental Yoga. To be a Yogi, a Sannyasi, a Tapaswi is not the object here. The object is transformation, and the transformation can only be done by a force infinitely greater than your own; it can only be done by being truly like a child in the hands of the Divine Mother."

From Letters of Sri Aurobindo.

"All Nature dumbly calls to her alone
To heal with her feet the aching throb of life,
And break the seals on the dim soul of man
And kindle her fire in the closed heart of things.
All here shall be one day her sweetness's home,
All contraries prepare her harmony;
Towards her our knowledge climbs, our passion gropes,
In her miraculous rapture we shall dwell,
Her clasp will turn to ecstasy our pain."

From Sri Aurobindo's SAVITRI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sarayu Chakravarty.
Sahibganj.
16.12.55

সূচীপত্র

কে এই মা ?	...	১
জগন্মাতা কা'কে বলি ?	...	১৭
মায়ের জীবনী	...	২২
মায়ের সাধনা	.	২৪
পণ্ডিচেরীতে আগমন	...	৩৩
আশ্রম-গঠন	...	৪১
বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র গঠন	...	৫৩
মায়ের শিক্ষা	...	৬৩
মায়ের ব্যক্তিত্ব	...	৭২
মায়ের শক্তি (দুর্গারূপে)	...	৮২
মায়ের শক্তি (সাবিত্রীরূপে)	...	৯৩
মায়ের আলো	..	৯৯
মায়ের প্রেম	...	১০৫
মায়ের আশীর্বাদ	...	১১১
মায়ের কৃপা	...	১১৭
মায়ের চাকরি	...	১২৮
মায়ের বাণী	...	১৪২
মায়ের হস্তাক্ষর	...	১৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমা

Photo: Henri Cartier Bresson

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দ

Photo: Henri Cartier Bresson

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সয়ম্ভু দেবী

কে এই মা ?

এই মাকে, অর্থাৎ পণ্ডিচেরীস্থ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মাকে আমি আজও পর্যন্ত চোখে দেখিনি। অতএব যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়ার অধিকার আমার থাকে না। কিন্তু মা নিজে বলেন যে যুক্তিই সব সময় সব চেয়ে বড়ো বিচারক নয়। আর ভগবান-কেও তো কেউ কখনো চোখে দেখেনি, অথচ তাঁকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কত মানুষ কত কথাই না বলেছে এবং লিখেছে। তিনি যদি মানুষের সেই ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রে থাকেন তাহ'লে মা নিজে এবং পাঠকেরাও আমার এ ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। এই মাকে আমি আমার মা বলেই জেনেছি, কেবল সেই অধিকারে তাঁর যেটুকু পরিচয় আমি আমার সাধ্যমত সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাই আজ সাধারণের কাছে নিবেদন করছি।

আমি সাধারণের তরফের লোক। মায়ের সম্বন্ধে অতি সাধারণ-ভাবে দুটো সাধারণ কথাই বলতে পারি। কিন্তু এখনকার এই ঘোর দুর্দিনে আমাদের সকলেরই পক্ষে সেটুকুও জেনে রাখা বড়োই দরকার। মানুষ যখন কোনো দিক থেকেই কোনো রকমের আশাভরসা পাচ্ছে না, তখন যে এই মা-ই চিরন্তন আশাভরসার একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপা মূর্ত প্রতীক হয়ে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত রয়েছেন, আর নিত্যই এক সুনিশ্চিত আশার বাণী শুনিয়ে তাকে সফল ক'রে তোলবার জন্যে অক্লান্তভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছেন, আপাতত এটুকু সকলে জানতে পার-লেও তাতে যথেষ্ট কাজ হবে। মাকে ভালোভাবে জানা এবং জানানো নিতান্ত সহজ কথা নয়। আমি তার কেবল একটু গোড়াপত্তনই করতে চেয়েছি। মাকে তেমন ক'রে জানতে এবং জানাতে হলে অনেক বেশি সাধনার দরকার, অনেক বেশি জ্ঞানদীপ্তি থাকার দরকার। আছেন অবশ্য এমন অনেকে যাঁরা মায়ের সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলতে পারেন ও বলেছেন। যাঁরা এর চেয়ে আরো বেশি কিছু জানতে চাইবেন তাঁরা সেই সব মহাজনের লেখা সংগ্রহ ক'রে পড়বেন। তার আগে তাঁর প্রথম পরিচয়টা সহজ কথায় শুনে রাখাই ভালো।

কে এই মা ? এক কথায় তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলতে গেলেই হয়তো একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবো। তার চেয়ে কেমন ক'রে আমি মাকে প্রথমে জানতে পারলাম, আগে সেই ব্যক্তিগত কাহিনী থেকেই শুরু করি।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি কোনো কিছু জানতাম না। শ্রীঅরবিন্দকে অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই চিনতাম। বহুকাল থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক রকমের কথাই শুনে আসছি, একজন দেশনেতা মহাপুরুষ বলে তাঁকে বরাবরই ভক্তি ক'রে আসছি। তবে ঐ পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশি গভীরভাবে তাঁর সম্বন্ধেও কিছু ভেবে দেখবার সুযোগ হয়নি। তিনি যে এতকাল পর্যন্ত পণ্ডিচেরীতে একান্তে বসে কোন কাজে লিপ্ত আছেন তারও সন্ধান নেবার বিশেষ কৌতূহল হয়নি।

এতকাল আপন মনে নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছিলাম, জীবনের মধ্যে বিশেষ কিছুই গোলমাল ছিল না। কিন্তু এই পরিণত বয়সে কয়েক বছর আগে হঠাৎ আমার গর্ভধারিণী মা দেহরক্ষা করলেন। তারপর থেকেই আমার জীবনে নানারকম গোলমাল বাধলো। আমার শরীরে ও মনে বহু রকমের বিপত্তির সৃষ্টি হতে লাগল, প্রবল ঝড়ঝাপ্‌টার ভিতর দিয়ে আমার দিনগুলি কাটতে লাগল। যখন নিতান্তই অসহ্য হয়ে উঠেছে, শরীরও যেন ভেঙে পড়ছে আর মনও হতাশ হয়ে উঠছে, তখন একদিন ভাবলাম, যাক্‌গে আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি, ভগবানের যা খুশি তাই করুন। নিতান্ত বেকায়দায় পড়ে ভগবানের কথা এই আমার প্রথম স্মরণে এল, ভগবান সম্বন্ধে একটা নতুন রকম আগ্রহ জন্মাল।

এরপর থেকে উপর্যুপরি যেন আকস্মিক ভাবেই কয়েকটা ব্যাপার ঘটতে দেখা গেল। একদিন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এক সাধু এলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কাছে, তাঁর নিজের কাজে। তাঁকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম—"ভগবানকে কি আপনারা যথার্থই জানতে পেরেছেন ? তাঁকে ভালো ক'রে জানা সম্বন্ধে আমায় কোনো সন্ধান বলে দিতে পারেন কি ?" তিনি এর উত্তরে বললেন—"আমার বলাতে আপনার কোনো লাভ হবেনা, আমি যাই বলি তাতে আপনার মন ভরবে না। আপনি মহাপুরুষদের কাছে শুনুন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' পড়ে দেখুন, স্বামীজির 'রাজযোগ' 'ভক্তিযোগ' পড়ে দেখুন।"

তিনি কিছু বইও আমাকে দিয়ে গেলেন। তার পরে ঐ জাতীয় আরো অনেক বই সংগ্রহ ক'রে পড়লাম। তাতে আমার মন ভরল বটে, কিন্তু প্রাণ ভরল না। যে-সব সমস্যা ও অশান্তি উপস্থিত আমার নিজের প্রাণের মধ্যে জটিল হয়ে উঠেছে তার কোনো মীমাংসা ওব থেকে হলো না। আমি স্বভাবতই খুব বেশি ভক্তিপ্রবণ নই, অন্তত আগে কখনো তা ছিলাম না। যে-ধরণের কাজ নিয়ে আমি সারা জীবনটা কাটিয়ে এসেছি তাতে ঐ জিনিসটা বিশেষ উৎকর্ষলাভ করতে পারেনি। যে-কথাটি সত্য বলে বিশ্বাস করবো, তাকে আমি আগে নিজের তরফ থেকে স্পষ্টরূপে বুঝতে চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সরল ভাষাতে যে-সব চমৎকার কথা ভগবানের সম্বন্ধে বলেছেন, যে-সব জটিল বিষয় অতি সহজ উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন, জগতে তার তুলনা নেই। কিন্তু তাঁর সেই সব কথা যে অনেকের মুখে আজকাল যখনতখন শোনা যায়, তারা কি তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে ? তিনি খুব সোজা কথায় বলে দিয়েছেন, মাকে ধরো, মাকে ডাকো, দিনরাত মায়ের নাম নিয়ে কাঁদো, তিনিই তোমাকে ভগবান মিলিয়ে দেবেন। এ কথা কি কেউ এখন সত্য বলে মানছে ? আর কোথায় বা সেই মা, কাকে আমি ধরবো ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, মায়ের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, তাঁর হাতে মা খাবার পর্যন্ত খেয়ে থাকেন। তিনি অবশ্য তা সত্য বলেই জানতেন, তাঁকে যারা দেখেছে তারাও হয়তো তা বিশ্বাস করেছে, কিন্তু এখনকার দিনে কেউ কি তা বাস্তবিক সত্য বলে বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবে ? এই সব প্রশ্নই আমার মনে জাগতে থাকে। কেবল যত যুক্তির তর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণকে খুব শ্রদ্ধা করি, তাই তর্কগুলোকে জোর ক'রে দাবিয়ে রাখি। কিন্তু তাতে তো আর অন্তর খুশি হয় না। আসল কথা, আমার নিজের অন্তরই তখন প্রস্তুত হয়নি।

নিজের জীবনের কষ্টগুলোকে নিয়ে, আর একটা কেমন অশান্তি ও হতাশা নিয়ে আমি দিনের পর দিন কাটাতে থাকি। সেগুলোকে চাপা দেবার জন্যে নতুন নতুন বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক হলো। যেখানে যা-কিছু নতুন বই দেখি তাই সংগ্রহ ক'রে পড়তে থাকি। তৃপ্তি কিছুতেই পাইনা, তবু খানিকটা ভুলে থাকি।

একদিন এক বইএর দোকানে পড়বার মতো বই খুঁজতে গিয়ে নতুন একখানা বই আমার চোখে পড়ল—Letters of Sri Aurobindo (শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী), তখন এর প্রথম খণ্ডটি মাত্রই বেরিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে যে-সব চিঠি লিখতেন তারই সংকলন। ইতিপূর্বে তাঁর লেখা কোনো বই আমার নজরে পড়েনি। বইখানি দেখে আমার কৌতূহল হলো, তখনই সেটি কিনলাম।

কিন্তু গোড়া থেকে ধারাবাহিকভাবে পড়ে যাবার ধৈর্য আমার নেই। অবসরের সময় বইখানি হাতে নিয়ে মাঝখানের যে-কোনো একটা পাতা খুলে পড়তে শুরু করলাম। দু'চার লাইন মাত্রই পড়ে দেখি, আশ্চর্য কথা। যে-প্রশ্নটি আজ সকাল থেকে আমার মনে অনবরত জট পাকাচ্ছে, ঠিক তারই উত্তরটি সেখানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে, আর তা এমন অকাট্য উত্তর যে আমার সেই প্রশ্নটির তাতে সুন্দর মীমাংসা হয়ে গেল। যেন আমারই প্রশ্নের জবাবে তিনি ঐ চিঠিখানি আমাকেই লিখেছিলেন।

সেদিন মনে হলো এ নিশ্চয় একটা কাকতালীয় যোগাযোগ। প্রত্যহ তো আর তাই হবে না। কিন্তু প্রত্যহই তাই হতে থাকল। তখন প্রত্যহ সকাল থেকেই আমার মনে নানা রকমের প্রশ্ন জাগছে। পরীক্ষা করবার জন্যে প্রত্যহই দুপুরে ঐ বইএর যে-কোনো একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাতা খুলে দেখি, সেই পাতায় কিংবা তার পরের পাতায় সেদিনকার বিশেষ প্রশ্নের উত্তরটাই ঠিক মিলে যাচ্ছে। এক মাস যাবৎ প্রত্যহই এমনি চলতে থাকল, একদিনও এর ব্যতিক্রম ঘটল না। প্রশ্ন তো কেবল এক বিষয়েরই নয়, সে সব নানা বিষয়ের প্রশ্ন। মন সম্বন্ধে, দেহ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, সংসার সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে, প্রত্যহই কত এলোমেলো ধরণের কথা মনে জাগে, আর বইটি খুলে পড়লে সকল বিষয়েরই উত্তর ঠিক ঠিক মিলে যায়। প্রশ্নে আর জবাবে নিত্যই এমন মিল হয়ে যেতে থাকা, এ তো বড়ো অদ্ভুত কথা ! আর কী সুন্দর স্বচ্ছ ভাষাতে লেখা সেই সব চমৎকার চিঠিগুলি ! তার মধ্যে হেঁয়ালি বা অস্পষ্ট কিছু নেই, অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কথা কিছুই নেই, একেবারে খাঁটী মনস্তত্ত্বের কথা। মনের দোষ কেমন ক'রে মেটাতে হয়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে কেমন ক'রে শান্ত করতে হয়, দেহের কষ্টকে কেমন ক'রে জয় করতে হয়, জীবনকে কেমন ক'রে আনন্দময় করতে হয়, এই সব এখনকার যুগের উপযোগী সবই অতি দরকারী কথা।

চিঠিগুলি পড়ে খুবই ভালো লাগল। এতদিনে যেন একটু শান্তি পেলাম, একটা যেন পথ খুঁজে পেলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এই সব কথা জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে চিঠিগুলি বাংলাতে অনুবাদ করবার খুব আগ্রহ হলো। কিন্তু কোথায় থাকেন শ্রীঅরবিন্দ, আমার মতো একজন নগণ্য মানুষ কেমন ক'রে তাঁর নাগাল পেতে পারে ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার পণ্ডিচেরীতে তাঁর কাছেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বহুকাল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, তার ঠিকানাটাও জানি না। তবু আন্দাজে পণ্ডিচেরী আশ্রম বলে ঠিকানা দিয়ে তাকেই একখানি চিঠি লিখলাম। মস্ত একখানা চিঠি, তাতে আগাগোড়া সব কথাই লিখলাম। শ্রীঅরবিন্দের ছাপানো চিঠিগুলি পড়ে আমি তাঁর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছি। বিশেষত ঐ ভাবে আমার সকল প্রশ্নের সদুত্তর মিলে যাওয়াতে জীবনে অনেকটা শান্তি এসেছে, মনেও অনেক জোর এসেছে। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

তাঁকেই অবলম্বন ক'রে থাকতে চাই, তাঁর ভারো লেখা আমি পড়তে চাই। আর তাঁর এই সব চিঠির আমি অনুবাদ করতে চাই। কিন্তু আমার মতো একজন অপরিচিত লোকের আকূতি কি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবে?

আমার এই চিঠি সেখানে কিন্তু ঠিকই পৌঁছে গেল। শুধু তাই নয়, সে চিঠি স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের কাছে পর্যন্ত গিয়ে হাজির হলো। কিছুদিন পরেই আমার বন্ধুর কাছ থেকে জবাব এলো। বন্ধু লিখেছে—"তোমার চিঠি ঠিকই এসে পৌঁছেচে, এবং সে-চিঠি স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দকে পড়ে শোনানো হয়েছে। তুমি আশ্বস্ত হও, তিনি তোমাকে কৃপা করেছেন। তাঁর চিঠির অনুবাদ তুমি করতে পারো। আর এই সঙ্গে তোমাকে মায়ের আশীর্বাদী ফুল পাঠাচ্ছি, তিনিই স্বয়ং এটি পাঠিয়েছেন। মাকে তুমি চেন না বোধ হয়, তিনিই এখানকার আশ্রমের সর্বেসর্বা। তুমি ক্রমে ক্রমে তাঁকে চিনতে পারবে। আমাদের চোখে শ্রীঅরবিন্দ ও মা পৃথক নন। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি পৃথক হয় না তেমনি।"

বলা বাহুল্য অপ্রত্যাশিতভাবে এমন উত্তর পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হলো। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম অযাচিতভাবে মায়ের ঐ আশার্বাদী ফুল পেয়ে। অবশ্য নিশ্চয়ই তিনি এমন আশীর্বাদ দেবার অধিকারী, তবেই তা দিয়েছেন। কিন্তু কে এই মা ? আমি তো তাঁকে আদৌ চিনি না। তখন কেবল এইটুকুই আমার মনে হয়েছিল, তার পর ও-কথাটা একেবারেই ভুলে গেলাম।

ক্রমশ শ্রীঅরবিন্দ আমার আরো বেশি আরাধ্য হয়ে উঠলেন। তাঁর লেখা যা-কিছু বই বেরিয়েছে তাই সংগ্রহ ক'রে এনে আগ্রহের সঙ্গে পড়তে লাগলাম। আর খুবই আনন্দের সঙ্গে তাঁর চিঠিগুলির অনুবাদ করতে লাগলাম। অনেকগুলি চিঠির অনুবাদ হয়ে গেলে তা আমি পণ্ডিচেরীতে পাঠিয়ে দিলাম। বন্ধু নলিনী লিখলে যে সেগুলি অনুমোদিত হয়েছে। তার পরে সেগুলি তাঁদের 'বর্তিকা' নামক কাগজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিতও হয়ে গেল। আমি তো খুবই খুশি, আগ্রহের সঙ্গে আরো অনুবাদ করতে থাকলাম। তখন এই একটা বেশ কাজ পেয়ে গেছি।

কিন্তু তাতেই পুরোপুরি মনের শান্তি আসে না। ভগবানকে জানতে হলে কেবল বই পড়লে এবং অনুবাদ করলেই হয় না, আরো অনেক কিছু করা দরকার। অতঃপর আর কি উপায়ে এগোনো যায় ? বন্ধু নলিনী বললে, এ বিষয়ে তুমি আশ্রমের সেক্রেটারি শ্রীনলিনী গুপ্তকে চিঠি দাও। তিনি শ্রীঅরবিন্দের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, তাঁর সঙ্গে বরাবর গোড়া থেকেই পণ্ডিচেরীতে রয়েছেন, তিনি তোমাকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারবেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার নিজের তো কোনো প.রচয়ই নেই। বন্ধু নলিনী সরকারের মারফতে তাঁকে একখানি চিঠি দিলাম। তিনি তার জবাবে একেবারে যেন নিতান্ত অন্তরঙ্গ চেনা লোকের মতো এই কথাগুলি লিখলেন—"আপনার রোগের এক ওষুধ—আমার মতে তা ধন্বন্তরি। সে ওষুধ 'প্রেমে পড়া'—শেষ বার এবং চরমে। প্রশ্ন, কার সঙ্গে ? যদি বলি ভগবানের সঙ্গে, তবে সে কথা হয়তো ততটা মনে ধরবে না। তা না বলে যদি বলি, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে ? তা যদি পারেন, বেঁচে যাবেন। আমরাও এইভাবে বেঁচে গিয়েছি।"

চিঠিখানি পড়ে আবার আমি অবাক হলাম। প্রেমে তো খানিকটা পড়েইছি, নতুবা আমি এমনই বা হাঁকুপাকু করছি কেন ? কিন্তু নিজের মনে কেবল এমনি প্রেমে পড়াই কি যথেষ্ট, তাতেই কি সবকিছু এসে যাবে ? এ আবার কেমন কথা হলো ? কিন্তু তিনি ওটুকু ছাড়া আর তো কিছুই বলেন নি। শ্রীঅরবিন্দের নামের পাশেই যে তিনি ছোটো ক'রে মায়ের কথাটিও লিখেছেন, তা আমার তখন নজরেই পড়ল না। আমি ধরে নিলাম যে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আরো গভীর শ্রদ্ধা এনে তাঁকেই একমাত্র পরম আরাধ্য ভেবে তাঁকেই অনুসরণ করবার ও তাঁর লিখিত নির্দেশ মেনে চলবার কথাই তিনি বলছেন। বেশ, ভালো কথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই চেষ্টাই করা যাক। শ্রীঅরবিন্দই হবেন আমার আদর্শ ও আরাধ্য।

কিছুকাল আমার এমনি ভাবেই কাটল। তার পরেই দারুণ বজ্রাঘাত। কাগজে খবর বেরুলো যে শ্রীঅরবিন্দ অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেছেন। আমি যে-অবলম্বনটি ধরে সবেমাত্র একটু থিতিয়ে আসছি, তাই যেন কেউ আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মনে হলো আমার তাহ'লে আর কোনোই আশা নেই, এবার অসহায় তৃণখণ্ডের মতো বানের জলে ভেসে যাবো। তিনি আছেন আমার জাগন্ত জীবন্ত লক্ষ্যস্থল হয়ে, এতেই যেন আমার মনে জোর পাচ্ছিলাম, ভগবানকে খুঁজতে আর অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াবার দরকার হচ্ছিল না। কিন্তু এবার কী উপায়?

কয়েক মাস চুপচাপ কোনোমতে কাটিয়ে দিলাম। তার পরে আবার সেই বন্ধু নলিনী সরকারকে আমার এই হতাশ ভাবের কথা জানালাম। সে তার জবাবে লিখলে—"তাতে আর কি হয়েছে, মা তো রয়েছেন। কিন্তু আমার কথাটা হয়তো তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি একবারটি এখানে চলে এস ভাই, এসে একবারটি মাকে দেখ। তাহ'লেই তোমার সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। হতাশ হবার কোনোই কারণ নেই, এলেই দেখতে পাবে যে আমাদের মতো কাণাকড়ি নিয়েও মা কী খেলাই খেলছেন।"

এতেও বিশেষ কিছু কাজ হলো না। ওঁরা যাঁকে মা বলছেন তাঁকে দেখবার জন্যে আমার মতো লোকের পক্ষে কি পণ্ডিচেরীতে ছুটে যাওয়া সহজ কথা? আমার পক্ষে যাবার কোনোই যে উপায় নেই, কাজের ও কর্তব্যের বন্ধন থেকে একদিনের জন্যেও আমার ছুটি নেই। তা ছাড়া আমি দারুণ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক। নিজে আগে প্রস্তুত না হয়ে সেখানে আমার যাওয়াই উচিত নয়। আর, কাছে না যেতে পারলে দূর থেকেও কি কারো গতি হয় না? মরিয়া হয়ে অবশেষে আমি এক চিঠি দিলাম শ্রীঅনিলবরণ রায়কে। তাঁর সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয় নেই, অন্য এক বন্ধুর মারফতে তাঁর সঙ্গে দুই একবার পত্রালাপ হয়েছিল মাত্র। তাঁকে আমার নিজের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে সকল কথাই খুলে লিখলাম। শ্রীঅরবিন্দের কৃপা থেকে শুরু ক'রে সকল কথাই। তিনি তখন এই জবাব দিলেন—

"সাধনার পথে গুরুর সাহায্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন। আপনি শ্রীঅরবিন্দকে গুরু করিয়াছেন, তিনিই আপনার গুরু। তিনি এখন এই শ্রীমার মধ্যেই রহিয়াছেন, আমাদের কাছে শ্রীমা এবং শ্রীঅরবিন্দ একই। অতএব আপনি শ্রীমাকেই গুরুরূপে আশ্রয় করুন, আপনার যাহা কিছু সাহায্য প্রয়োজন হইবে তাঁহার নিকট হইতেই পাইবেন।"

আমি দেখলাম যে সকলেই এই মায়ের দিকেই ঝোঁক দিচ্ছে। যেন শ্রীঅরবিন্দ চলে যাওয়াতেও কারো কোনো অভাব হয়নি। কিন্তু এই মাকে আমি জানি না, চিনি না, কখনো তাঁর নাম পর্যন্ত শুনিনি, হঠাৎ কেমন ক'রে ধরে নিই যে শ্রীঅরবিন্দ আর তিনি দুজনেই সমান, দুজনেই এক? কেমন ক'রে মনের আদর্শ বদলাই?

শ্রীঅনিলবরণকে আমি পুনরায় লিখলাম যে আমাকে মায়ের একখানি ফটো পাঠিয়ে দিন, তাতে হয়তো আমার তাঁর সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা আসবে।

তিনি মায়ের একখানি আধুনিক ফটো পাঠালেন। ফটোখানি প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই কিন্তু আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। এ তো একজন মেমসায়েবের ছবি! এই বিচিত্রবেশিনী বিদেশিনী মহিলাকে কেমন ক'রে 'মা' বলি? মনকে তো জোর ক'রে মানানো যায় না, তার নিজের তরফের অবাধ্যতা সে ক্রমাগতই জানাতে থাকবে।

মনের কথা এখানে গোপন না করাই ভালো। মনোভাবকে চেপে রেখেই বা কি লাভ আছে? আমি আমার উপস্থিত মনোভাবের সবটুকুই খুলে লিখলাম শ্রীঅনিলবরণের কাছে। তিনি তার জবাবে এবার লিখলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

"মা জগন্মাতা কিনা, আপনি তাঁহার ফটো দেখিয়াই তাহা নির্ধারণ করিবেন, সে সামর্থ্য আপনার এখনও হয় নাই। এটা আপনার মনের পক্ষে নিতান্তই অনধিকার-চর্চা। মা জগন্মাতা কিনা সে বিচার আপনাকে করিতে হইবে না, এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রথমে চাই বিশ্বাস। বিশ্বাসকেও গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহার জন্য প্রথমেই চাই will to believe, বিশ্বাস করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা—'আমি ইহা বিশ্বাস করিব' এইরূপ সংকল্প। শ্রীঅরবিন্দের কথাই এখন প্রমাণ—পরে যখন অন্তর্দৃষ্টি খুলিবে তখন নিজেই দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন। শ্রীঅরবিন্দকে ছাড়িয়া মায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এ কথা নহে—শ্রীঅরবিন্দ ও মা একই। মায়ের নিকট সমর্পণ করিলে দুইজনের নিকটই সমর্পণ করা হয়, তবে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে অন্তরালে রাখিয়াছিলেন, তাই আমাদিগকে একান্ত-ভাবে মায়ের শরণ লইতে হইয়াছে। এখন তো শ্রীঅরবিন্দ আরো অন্তরালে যাইলেন—ইহাই তাঁহার কাজের পদ্ধতি। বাহ্যতঃ তিনি আজ বহু দূরে—কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই রহিয়াছেন এই উপলব্ধি করিতে হইবে। শ্রীমা স্বয়ং জগন্মাতা, মানবী শরীরে অবতীর্ণা, শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বপিতা মানব-শরীরে অবতীর্ণ—এই বিশ্বাস ও উপলব্ধিই আমাদের সাধনার মূল। শ্রীমা জগন্মাতা ইহা আমাদের নিজেদেরও উপলব্ধি, আর শ্রীঅরবিন্দও বার বার সে বিষয়ে অতি স্পষ্টভাবে বলিয়া-ছেন, অতএব ইহাতে কোনো সন্দেহ রাখিবেন না। মায়ের নিকট আত্মসমর্পণ অভ্যাস করুন, তাহা হইলেই সব ঠিক হইবে।"

এমনি এই একটা জোর রকমের চিঠির ধাক্কা খেয়েই মায়ের প্রথম পরিচয় জানা এবার আমার নিজের দিক থেকে শুরু হলো। এই ধাক্কাটি না খেলে হয়তো মাকে আজও তেমন ক'রে চিনতাম না।

কিন্তু এই চিঠি পড়ে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম। তার পরেই মনে পড়ে গেল শ্রীঅরবিন্দের চিঠিগুলির ভিতরকার একটা কথা। তার মধ্যে এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "বাইরের দিকটা দেখে বাইরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি দিয়ে কোনো মানুষকে কিংবা কোনো কিছুকেই বিচার করতে যেওনা, তাতে দশটার মধ্যে ন'টার বেলাতেই তুমি ভুল করবে। ধীর-ভাবে তোমার ভিতর দিক থেকে তার ভিতরের দিকটা দেখ, তবেই বিচার নির্ভুল হবে।"

তখন বুঝতে পারলাম যে কতখানি অন্যায় আমি করেছি। ছি ছি আমি মূর্খ, অবোধ, নিতান্তই অজ্ঞান। নইলে যাঁকে সবাই বলছে সাক্ষাৎ জগন্মাতা, স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই বলেছেন তাই, তাঁর একটা বাইরের চেহারার ফটো দেখেই আমি সে-সব কথা ভুলে গেলাম, বিরুদ্ধ একটা মনোভাবকে এমন ক'রে প্রশ্রয় দিলাম! শ্রীঅরবিন্দ একজন সত্যবাক্ মহাপুরুষ, এ-কথা তো আমি নিশ্চিত বলে মানি। তবুও এই ভুল! স্বয়ং তাঁকে বিশ্বাস করছি, অথচ তাঁর মুখের কথাকে অবিশ্বাস করেছি? এই তাঁর বহুবার বলা কথাটিকে কি সত্য বলে মেনে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব? এই বিরুদ্ধ মনোভাব আমায় ঘোচাতেই হবে, মাকে মা বলে মানতেই হবে। কেনই বা এ-কথা মানতে পারা যাবে না?

আচ্ছা মনে করা যাক, যিনি আদ্যাশক্তি, জগন্মাতা, যিনি আমাদের সকলকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি অনাদি অনন্ত অশরীরী হয়েও যদি একটা মানুষের মতো আকার নিয়ে আমাদের মধ্যে নেমে আসেন, তাতে অসম্ভবের কী আছে? আর তিনি যদি আজ কোনো বিচিত্র বিজাতীয় রূপেই দেখা দেন, তাতেই বা অসম্ভবের কী আছে? ভগবান কখনো এসেছেন এখানে রাজার ছেলে হয়ে, কখনো বা গয়লার ছেলে হয়ে, কখনো ছুতোরের ছেলে হয়ে। মা এসেছেন কখনো বা দনুজদলনী চণ্ডী হয়ে, কখনো বা প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা হয়ে। সে কথা তো মানতে আমাদের বাধে না। এখনকার যুগে যদি তাঁর এই খেয়ালই হয়ে থাকে যে এবার সারা জগতের সকল মানুষের মা হয়ে এইভাবেই তিনি তাঁর কাজ করতে আসবেন, তাহলেই বা সে-কথা মেনে নিতে আমাদের বাধে কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধে আমাদের মজ্জাগত সংস্কারে, আমাদের বিকৃত বুদ্ধির বিচারে। কিন্তু এই অন্ধ সংস্কারকে তো আর প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

ইদানীং কেউ কেউ মায়ের সম্বন্ধে আরো নানা রকমের কথা বলেছে শুনতে পাই। তারা বলে ইনি বিচিত্র পোষাক পরেন, মোটর চড়েন, মাঠে গিয়ে টেনিস খেলেন। এই সব তুচ্ছ বাইরের জিনিস নিয়েই কি আমরা জগন্মাতার যাচাই করতে বসবো ? এ সব জিনিস বদলে ফেলে তিনি যদি আজ গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজেন, তাহলেই কি আমরা বলব বাহবা বাহবা ? আমরা হয়ত তাই বলতে পারি, কিন্তু জগতের আর কেউ তা বলবে না। আর তাতে তাঁর নিজের কোনো কাজই হবে না। ইতিপূর্বে তিনি যখনই জগতে এসেছেন তখনই একটা সময়োপযোগী কাজ নিয়ে এসেছেন, আর তখনকার মানুষের গ্রহণের পক্ষে উপযোগী হয়েই এসেছেন। তখন এসেছেন তিনি বিশিষ্ট কোনো দেশে বিশিষ্ট কোনো সীমাবদ্ধ সমাজের উপযোগী হয়ে। আর আজ এসেছেন তিনি এই ব্যাপক বিশ্বমানবের যুগে, যখন সকল দেশের লোকের সর্বত্রই গতিবিধি, এখন তিনি তাই এসেছেন সারা জগতের সকল মানুষের সমানভাবে গ্রহণের উপযোগী হয়ে। তাঁর এই বিশেষ আগমনকে কেবল ভারতবাসীর চোখ নিয়ে দেখতে গেলে চলবে না। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় যে পাশ্চাত্ত্যেও তাঁর কাজ থাকবে আর প্রাচ্যেও কাজ থাকবে, শ্বেত আর অশ্বেত দুই জাতির মধ্যে থেকেই তিনি দুই বিভিন্ন জাতিকে একত্রে জ্ঞানদৃষ্টি দেবেন, তাঁর যদি এই অভিপ্রায় হয়ে থাকে যে বর্তমান কালের সব দেশীয় লোকেরা যে রীতিতে চলছে তিনিও সেই রীতিতেই চলবেন, জগতের এখনকার মানুষেরই মতো আচরণ করবেন, সকল জাতির বোধ্য ভাষায় কথা বলবেন—কেবল ভারতীয় রীতিতেই নয়, অথচ তারই ভিতর থেকে আমাদেরও এবং সমগ্র জগতের সকল লোককেই কোনো এক নতুন জিনিস দেবেন ও নবভাবে সচেতন করবেন, তাহলে কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে সেই ভাবেই স্বীকার ক'রে নিতে আমরা কুণ্ঠিত হবো কেন ? জগন্মাতা কি ইচ্ছা করলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেমসায়েব হতে পারেন না ? তাঁর ইচ্ছাজন্ম আর ইচ্ছাকম কি কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য ?

আমরা এমনই নিজেদের তরফের বুদ্ধি-মুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছি যে তার গণ্ডীর বাইরে যা-কিছু পড়বে তাকে আমরা সত্য বলে মানতেই পারব না, এমন কি হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকেও না। এই আমাদের বুদ্ধিগত মানুষ জাতির বর্তমান পরিণতি দাঁড়িয়েছে। অথচ বাল্যকালে যখন আমাদের স্বভাবের সঙ্গে শিক্ষা মিশে যায়নি, যখন হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধি বড়ো হয়ে ওঠেনি, সেই স্বাভাবিক অবস্থার কালে আমরা এমন ছিলাম না। হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করাই তখন ছিল আমাদের সহজাত প্রকৃতি। লোকে কালী ঠাকুরের ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়ে বলেছে এই দেখ মা কালী, ইনিই জগতের জননী, তখন তাইই চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছি। একটা পাথরের ঢিবি দেখিয়ে বলেছে এই দেখ শিব ঠাকুর, ইনিই জগতের পিতা, তখন সরল বিশ্বাসে তাঁকে তাই জেনেই প্রণাম করেছি। এ নিয়ে কোনো বাদানুবাদ বা সমালোচনা করবার কথা তখন মনেও ভাবিনি। কেবল এখনই ভাবি যে তখন ছিলাম বোকা, এখন হয়েছি বুদ্ধিমান। এখন বুদ্ধি আমাদের প্রতি কথায় তর্ক করে। তাকে বোঝাতে গেলে বড়ো তর্কের দ্বারা ছোটো তর্ককে খণ্ডন করতে হয়, বড়ো যুক্তির দ্বারা ছোটো যুক্তিকে পরাস্ত করতে হয়। যুক্তি না হলে আমাদের মন মানে না। কিন্তু বুদ্ধির তরফেও যেমন নানা রকমের যুক্তি আছে, হৃদয়ের তরফেও তেমনি একটা যুক্তি আছে, সে যুক্তি ঐ বিশ্বাস। তর্কের চেয়েও সেই বিশ্বাস বড়ো। লোকে তাই কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'।

আমার বেলাতেও পরে ক্রমে ক্রমে তাই হলো। তর্কের পালা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন এলো বিশ্বাসের পালা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে ইনিই হলেন আদ্যাশক্তি জগন্মাতা, এঁকেই শক্ত ক'রে ধরো, এঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো, তবেই ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। এই কথাই পরম সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলাম। প্রথমে একটু, তার পরে আর একটু, তার পরে আরো একটু, এইভাবে ক্রমশ আমার বিশ্বাস আপনা থেকেই বেড়ে যেতে থাকল।

বিশ্বাস হলো মানুষের মনের এক সহজাত ধর্ম। একটা ডিসিপ্লিন হিসাবে লালন করলে এর দ্বারা বুদ্ধির অতীতে গিয়ে পৌঁছান যায়। আমি দেখলাম, বুদ্ধি কোনো বাধা না দিলে বিশ্বাস জিনিসটা আপনা থেকেই বাড়তে থাকে। মনকে যদি সহজভাবে খুলে রাখতে পারা যায়, তাহ'লে একটু থেকেই অনেক বিশ্বাস জন্মায়, ক্রমে তা দৃঢ়-বিশ্বাসেও পরিণত হয়। সেই দৃঢ়বিশ্বাস একদিন সত্যের উপলব্ধিতে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটা চিরন্তন কথা। এর থেকেই আমাদের দেশে গুরুবাদের সৃষ্টি। লোকে বলত একটা বিশ্বাসকে অবলম্বন করো, গুরুর কাছে মন্ত্র নাও। গুরু যেমনই হোক আর মন্ত্র যাই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না, বিশ্বাসই সেখানে কাজ করবে। মন্ত্র নিয়ে জপ করতে করতে সেই মন্ত্রের উপরে আর গুরুর উপরে বিশ্বাস ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকত, তারই জোরে জীবনের সব কিছু সুখদুঃখকে অতি-ক্রম করে মানুষ অধ্যাত্মপথে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে যেত, কারো কারো তাই থেকে শেষ পর্যন্ত ভগবানকেও মিলে যেত।

মানুষকে উপরে উঠিয়ে নেবার পক্ষে বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবারই বলেছেন "মাকে আমি চরম কথা বলে দিয়েছি, মা তোমার কাছে আমি কোনো কিছুই চাই না, কেবল চাই শুদ্ধা ভক্তি। তোমার কাছে এমন কি মোক্ষও চাই না, মুক্তিও চাই না, কেবল দাও শুদ্ধাভক্তি"। মাকে সাক্ষাৎ পাবার পরেও অর্থাৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার পরেও এ-কথা তিনি কেন বলতেন? এর মানে আমার ভক্তি থাকলেও তা যথেষ্ট নয়, তার চেয়ে আরো বেশি দরকার। বিশ্বাস-ভক্তির যে পথে আমি চলেছি তার একেবারে চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছনো দরকার, এ-ছাড়া আমার চেতনাতে ও জীবনে অন্য কোনো কিছুই কাম্য থাকবে না। আমার বিশ্বাস যে, একমাত্র এই ভক্তির জোরেই আমি সকল কিছু কাম্যের উপরে চলে যেতে পারব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস থেকেই আসে ভক্তি। যদি ভক্তি আনতে চাও তো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে হবে। যাকে ভগবান বলে কিংবা ভগবান মিলবার উপায় বলে জানবো তার উপরে আগে ঐরূপ অটল বিশ্বাস আনতে হবে। চিন্তার দ্বারা সেই ভগবানকে পাওয়া যায় না কারণ তিনি অচিন্তনীয়, বুদ্ধির দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না কারণ তিনি অবোধগম্য, কিন্তু বিশ্বাস থাকলে তারই দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, ওরই দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি খুলতে পারে। যাকে আমরা অন্ধবিশ্বাস বলে ঠাট্টা করি, যাকে আজকাল মোটে আমল দিতে চাই না, সেই জিনিসটাই এখানে দরকার। অজ্ঞানের পার থেকে জ্ঞানের পারে যাবার এই একমাত্র সেতু। ক্রমশ আমি বুঝলাম যে এই জিনিসটাই আমার মধ্যে আসার দরকার ছিল। এ-কথা আগে বুঝতে পারছিলাম না, বিশ্বাস আসার পরে বুঝলাম। পরে বুঝলাম, এরই অভাবে আমার মধ্যে এত অস্বস্তি হচ্ছিল। শিশু যেমন খিদে পেলেও বুঝতে পারে না তার কিসের অভাব হয়েছে, খেতে দিলেও খায় না অথচ কেবল কাঁদতে থাকে, তাকে যখন তার মা জোর ক'রে ধরে খাইয়ে দেন তখন সে বুঝতে পারে তার কিসের অভাব হয়েছিল, এও যেন কতকটা সেই ব্যাপার। বিশ্বাস এলে তখন বোঝা যায় কোন্ মহামূল্য জিনিসটা আমার মধ্যে এতকাল ছিল না।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। আমার এই বিশ্বাসের হেতু দেখানো চাই। শ্রীঅরবিন্দ কেন এঁকে বলেছিলেন জগন্মাতা, সে-কথা ভালো ক'রে জানা চাই এবং সকলকে জানানো চাই।

কেবল জগন্মাতাই নয়, শ্রীঅনির্বাণের মতে শ্রীঅরবিন্দ এঁকে দেশমাতৃকারূপিণীও বলেছেন। সাধারণত আমরা জগন্মাতা ও দেশমাতাকে আলাদা ভাবে দেখি। যাঁদের আমরা জগন্মাতার আসনে বসাই (যেমন শ্রীসারদা দেবী, আনন্দময়ী মা), তাঁদের কখনো ভারতমাতা বলে ভাবি না। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে জগন্মাতা ও ভারতমাতাকে এক ক'রে দেখবার চেষ্টা করেন। এই সমন্বয়ের দ্বারা ধর্মকে ও রাষ্ট্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী ক'রে তোলা হয়। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ও তাঁর সাধনায় এই সমন্বিত সিদ্ধিলাভই ঘটেছে। আর বলতে গেলে এই মাকে তিনিই দূর থেকে আমাদের মধ্যে ঐ ভাবে টেনে এনেছেন।

এ সব কথার তাৎপর্য কী আর এর সার্থকতাই বা কোন্‌খানে? তা এখন আমাদের অনুসন্ধান ক'রে দেখা দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্মাতা কা'কে বলি ?

এক সময় শ্রীঅরবিন্দকে তিন দফায় তিনটি প্রশ্ন করা হয়।

প্রথমে প্রশ্ন করা হলো, "আমাদের মা হয়ে যিনি এখানে রয়েছেন, ইনিই কি সেই মা যাঁর সম্বন্ধে আপনার 'মা' বইখানিতে বিশেষ ব্যাখ্যান ক'রে লিখেছেন ?"

শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন "হাঁ"।

দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করা হলো, "ইনিই কি তবে ব্যষ্টিরূপিণী জগন্মাতা, অর্থাৎ স্বয়ং জগন্মাতাই কি তাঁর বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত সব-কিছু বৃহত্তর শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এই সাকার দেহ ধরে এখানে অবতীর্ণা হয়েছেন ?" শ্রীঅরবিন্দ এবারেও উত্তর দিলেন "হাঁ।"

তৃতীয় বার প্রশ্ন করা হলো, "স্বয়ং আদ্যাশক্তি জগন্মাতাই কি আমাদের উপর তাঁর অপার স্নেহের বশে এই ভ্রান্তি ও মিথ্যা ও তমিস্রা ও মৃত্যুপূর্ণ জগতে আমাদের কাছে সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন ?" এবারেও তিনি উত্তর দিলেন "হাঁ।"

তিনবার শ্রীঅরবিন্দের সেই একই উত্তর, ইনিই স্বয়ং জগন্মাতা। আর তিনি বলেছেন, পূর্ণযোগে সাফল্য পেতে হলে আমাদের একান্ত-ভাবে এই জগন্মাতার কাছেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

কিন্তু এই কথাটির প্রকৃত অর্থ কী ? জগন্মাতা আমরা কা'কে বলি ? জগৎপিতা ও জগন্মাতা কি তাহ'লে দুই স্বতন্ত্র জিনিস, স্বতন্ত্র সত্তা ? তা নয়। বিশ্বজনক ও বিশ্বমাতা, বিধাতা ও শক্তি, সৎ ও চিৎ, পুরুষ ও প্রকৃতি, নারায়ণ ও লক্ষ্মী, শিব ও শিবানী, ঈশ্বর ও ঈশ্বরী,—এই জোড়া জোড়া ভাবগুলি নামে স্বতন্ত্র শোনালেও আসলে তা একই জিনিস, দুই বিভিন্ন অংশে ভাগ ক'রে দেখানো একই সত্তা। ত্রৈলঙ্গ স্বামী যেমন বলতেন, একটি ছোলাকে ছাড়িয়ে তাকে দুই দানাতে ভাগ করাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় আবার না-করাও যায়, এও তেমনি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ভগবান মূলতঃ এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর এই জগন্মাতা-অংশের ভিতর দিয়েই নিজেকে বিশ্বে অভিব্যক্ত করেছেন, আর এই অভিব্যক্ত অংশের ভিতর দিয়েই সেই মূলের নাগাল পাওয়া যাবে।

আমরা ভাষার দিক থেকে ভগবানকে ধারণা করি যেন পুংলিঙ্গ-বাচক হিসাবে, আর জগন্মাতাকে ধারণা করি স্ত্রীলিঙ্গবাচক হিসাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবধর্মী লিঙ্গভেদের কোনো প্রশ্নই এখানে নেই। তবে গুণবৈচিত্র্য ও অভিব্যক্তির পার্থক্য হিসাবে আমাদের লিঙ্গভেদ ক'রে বলতেই হয়। ভগবানের যে অংশ সকর্মক হয়ে জগৎ প্রসব করেছেন, তিনিই জগন্মাতা, তিনিই আমাদের মা। আর যে অংশ অকর্মক সাক্ষীস্বরূপ হয়ে কেবল আনন্দে বিরাজ ক'রে জগন্মাতার ক্রিয়াকে সমর্থন করছেন, তিনি আমাদের পিতা। এই দুই অংশের গুণ বিভিন্ন হলেও আসলে তা একই সত্তা, এবং এর একটা অংশকে ধরলে তাতে দুই অংশকেই ধরা হয়। তবুও, আমাদের ধারণা ও সাধনার দিক থেকে ভগবানের উপলব্ধি পেতে হলে ঐ জগন্মাতাকে অর্থাৎ মাকেই আগে ধরতে হবে।

এর বিশেষ কারণ আছে। আগেই বলা হয়েছে যে ভগবানের ভগবান-অংশ হলো অকর্মক, আর জগন্মাতা-অংশই সকর্মক। ইনিই সব কিছু শক্তির মূলাধার, তাই এঁর নাম আদ্যাশক্তি। এঁর সেই শক্তির সাহায্য ছাড়া কোনো কিছুই হবার উপায় নেই। সম্পূর্ণরূপে এঁরই হাতে আত্মসমর্পণ করতে পারলে তখন ইনি তাঁর নানাবিধ শক্তির সাহায্যে আমাদের সত্তাকে বিশুদ্ধীকৃত ক'রে উদ্বুদ্ধ ক'রে তাকে ভগবৎ চেতনার আধারস্বরূপে সুযোগ্য ক'রে তুলবেন, তবেই এই অজ্ঞানময় পৃথিবীতে থেকেও আমরা দিব্য চেতনার অধিকারী হতে পারব, আসল সত্যকে চিনতে ও জানতে পারব। কিন্তু এ কখনই কারো নিজের সাধ্যের মধ্যে নয়। এ বিষয়ে সব কিছুই নির্ভর করে জগন্মাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপার উপর ও তাঁর শক্তির সাহায্যের উপর। তাঁর শক্তি এসে সাহায্য করবে, তবেই আমাদের জ্ঞানোদয় হবে। মূল ভগবানের আরাধনা করলেও তাতে এই জগন্মাতার শক্তির সাহায্য নিতে হবে।

কিন্তু জগন্মাতার নিজস্ব কোনো একটা বিশেষ চেহারা নেই। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, কল্পনাতীত। তিনি বহুবিচিত্র। তিনি এক হলেও তাঁর বিশ্বক্রিয়ার অভিব্যক্তি এত বিচিত্র ও বিপুল যে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে তার সামঞ্জস্য করাই অসম্ভব। তাঁকে কোনোরূপে জানা যেতে পারে কেবল তাঁর এই বিভিন্নরূপ অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে। সেই অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দ জগন্মাতার মোটামুটি চার রকম অভিব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা করেছেন। অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে কোথাও বা তিনি মহেশ্বরী, কোথাও বা মহাকালী, কোথাও বা মহালক্ষ্মী, কোথাও বা মহাসরস্বতী। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, মোটামুটি এই চার রকম ভাবেই জগন্মাতা তাঁর শক্তিরূপের প্রকাশ করেন। এর মধ্যে যিনি মহেশ্বরী তিনি হলেন জ্ঞান ও করুণাস্বরূপা, যিনি মহাকালী তিনি হলেন বলবীর্যস্বরূপা, যিনি মহালক্ষ্মী তিনি হলেন সৌন্দর্য ও সঙ্গতিস্বরূপা, যিনি মহাসরস্বতী তিনি হলেন শৃঙ্খলা ও পূর্ণসিদ্ধিস্বরূপা।

এর মধ্যে যিনি মহেশ্বরী তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠা। ইনি ত্রিজগতের রাজরাজেশ্বরী, এবং মাতৃকরুণার অফুরন্ত উৎস। এঁর বিরাট জ্ঞানচৈতন্য, অনন্ত মহিমা, অপরিসীম দাক্ষিণ্য। প্রকৃতপক্ষে ইনিই বিশ্বজননী, বিশ্বকে লালন ও পালন করে ইনিই নিয়ে চলেছেন তাকে ক্রমোত্তরণের দিকে। মানুষের মনের বুদ্ধিকে ও ইচ্ছাশক্তিকে ইনি ব্যাপক জ্ঞানের বিশালতার মধ্যে উত্তীর্ণ ক'রে দেন, আমাদের অজ্ঞানময় হৃদয়গুহার মধ্যে পরম জ্যোতির মহৈশ্বর্য এনে দেন, সেখানে অলৌকিক জ্ঞানের ভাণ্ডার ইনিই উদ্ঘাটিত ক'রে দেন। অথচ ইনি বিশ্বের সকল কিছুর উর্ধ্বে, কোনো কিছুর মধ্যেই ইনি আবদ্ধ হয়ে নেই। এঁর করুণা এঁর জ্ঞানকে কখনো অন্ধ করে না, সমুচিত ক্রিয়া থেকে কখনই এঁকে বিচ্যুত করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি মহাকালী তিনি হলেন চূড়ান্ত বল-বীর্যের আধার। তাঁর মধ্যে শক্তির তীব্র তেজ, সকল রকমের বাধাকে কাটিয়ে সিদ্ধির দিকে ছুটে চলবার দুর্দাম প্রচণ্ডতা। ইনি সকল বিষয়ে ক্ষিপ্রকরী ও আশু ফলপ্রদা। বিরোধী শক্তিদের বিরুদ্ধে ইনি রণরঙ্গিণী ও ভয়ঙ্করী, সংগ্রামরতা ও ক্ষমাশূন্যা। সামান্য মাত্র ত্রুটিও এঁর কাছে অসহ্য. মিথ্যাচার ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ইনি সর্বদা খড়্গহস্তা। দণ্ড দেবার জন্য আর অভয় দেবার জন্য ইনি একসঙ্গেই হাত বাড়িয়ে থাকেন, কারণ ইনিও হলেন মা, এঁর স্নেহ এঁর ক্রোধেরই মতো সুতীব্র। আমাদের মধ্যে যা কিছু কুটিল ও বিকৃত থাকে তাকে ইনি নির্মমহস্তে পিটিয়ে সোজা ক'রে দেন, তার পরেই অপার করুণায় আমাদের আপ্লুত ক'রে তোলেন। ইনি যদি সহায় না থাকেন তা'হলে এক দিনে যে-কাজ সম্পন্ন হতে পারত তার জন্য এক শতাব্দী সময় লেগে যায়।

যিনি মহালক্ষ্মী তিনি হলেন শাশ্বত সৌন্দর্য ও সঙ্গতি বিধানের উৎস, এঁর ক্রিয়ার অভাবে জ্ঞান ও বীর্য থাকলেও তা সম্যক পূর্ণতা লাভ করে না। এঁরই শক্তিতে সকল কিছু ক্রিয়া ছন্দে ও আনন্দে ভরে ওঠে। ভগবৎ-মাধুর্যের যে মোহিনী শ্রী তা ইনিই জগতে ছড়িয়ে রেখেছেন। মহেশ্বরীর জ্ঞান বা মহাকালীর মহাবীর্যের যারা নাগাল পায় না, তারাও এঁর সহজ আনন্দকে অনুভব ক'রে নিজেদের জীবনকে ধন্য করতে পারে। কিন্তু এই আনন্দময়ী দেবীকে প্রসন্ন রাখা সহজ কথা নয়। এঁকে খুশি করতে তোমার অন্তরে ও বাহিরে, চিন্তায় ও কর্মে একটা সঙ্গতি ও সমতা বজায় রাখা চাই, যেন ভিতরের আনন্দে ও বাহিরের জীবনে কোনো ছন্দপতন না হয়। যেখানে প্রেম ও সৌন্দর্যের অভাব সেখানে ইনি নেই। প্রেম ভক্তির সঙ্গে স্বার্থপরতা ও কামনা মিশে থাকলে সেখানেও ইনি বিমুখ হবেন। তপস্বীর রিক্ততা ও রুক্ষতা এঁর প্রীতিকর নয়। এঁর সৃষ্টিকৌশলে জীবন হয়ে ওঠে যেন এক অপরূপ শিল্পকলা, সমগ্র সত্তাটি হয়ে ওঠে এক অনির্বচনীয় আনন্দকাব্য। জ্ঞানকে ইনি অলৌকিক ক'রে তোলেন, বীর্যক্রিয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচণ্ডতার মধ্যেও আনেন এক সামঞ্জস্যের ছন্দ, আর সিদ্ধিকে মণ্ডিত ক'রে দেন এক স্বর্গীয় মাধুর্যে।

যিনি মহাসরস্বতী তিনি হলেন সর্বকনিষ্ঠা, কিন্তু ইনি হলেন জগন্মাতার শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব বিধায়িকা সবিশেষ কর্মশক্তি। সব কিছু ব্যাপারের শেষরক্ষা করেন ইনিই, সকল কিছুকে নিখুঁত ও নির্দোষ ক'রে তোলেন। মহেশ্বরী আগে বিশ্বশক্তির বৃহত্তর ধারাগুলিকে মুক্ত ক'রে দেন, মহাকালী তাতে বীর্য ও শক্তির আরোপ করেন, মহালক্ষ্মী তার মধ্যে এনে দেন ছন্দ ও মাত্রাসৌষ্ঠব, আর অবশেষে মহাসরস্বতী গড়ে তোলেন তার এক নিখুঁত পরিণতি। ইনি যার প্রতি সদয়া তার মধ্যে এনে দেন অসীম ধৈর্য ও সূক্ষ্মবোধ, সদাজাগ্রত সতর্কতা ও দৃষ্টি-শক্তির নির্ভুলতা। তার ভিতরকার সামান্য মাত্র দোষত্রুটিকেও ইনি নিপুণভাবে নির্মূল ক'রে দেন। অবহেলা ও আলস্যকে ইনি প্রশ্রয় দেন না, তাড়াতাড়ি অগোছালোভাবে কোনো কাজই সারেন না। এঁর কাজ সারা হলে তখন দেখা যায় যে তার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই, কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। মানুষের সকল দোষকে ইনি সহ্য ক'রে যান, সেই দোষ-ক্ষালনের জন্য তাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করতে থাকেন, চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও বারে বারে উৎসাহ দিতে থাকেন। অভাবে মাতা ও বিপদে বন্ধু হয়ে ইনি সকল বিষাদ ও অবসাদকে দূর ক'রে দেন, সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি পিছনে রয়েছেন সহায়স্বরূপ হয়ে, আর এই-ভাবে জগন্মাতার সকল অভীষ্টকেই ইনি শেষ পর্যন্ত সুসম্পূর্ণ ক'রে তোলেন।

জগন্মাতার আরো অনেক শক্তিরূপ আছে, কিন্তু আমাদের জগতের পক্ষে এই চারটিই প্রধান। এই চার শক্তিকে নিয়েই জগন্মাতা আমাদের মধ্যে সশরীরে অবস্থান করছেন। এখন তাঁর এই শক্তিগুলি আমাদের বাস্তবের জগতে ক্রিয়ার দিক দিয়ে কেমন আকার নিচ্ছে তাই আমাদের এবার দেখতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের জীবনী

মা নিজে তাঁর ব্যক্তিগত পূর্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করতে চান না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকেন। একবার ১৯২০ সালে মাকে কেউ প্রশ্ন করে যে তিনি ভারতে এলেন কেন, আর শ্রীঅরবিন্দকেই বা জানলেন কেমন করে? তিনি একটি পত্রে তার যা উত্তর দিয়েছিলেন তা "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সেই পত্রখানি অনুবাদ ক'রে দেওয়া হলো—

"তুমি জানতে চেয়েছিলে যে কখন কেমনভাবে এটা আমার প্রথম বোধ হলো যে, জগতে আমি বিশেষ কোনো ভগবৎ-কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি, আর কেমন ক'রে আমি শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান পেলাম? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব বলেছিলাম, তাই সংক্ষেপে তোমাকে জানাচ্ছি।

'আমার আদিষ্ট কর্ম সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান যে আমার কখন হয়েছে, এ কথা আমার নিজেরই পক্ষে বলা কঠিন। আমার মনে হয় যে এই চেতনাকে নিয়েই আমি জন্মেছিলাম, পরে মন ও মস্তিষ্কের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেই চেতনা ক্রমশ পরিস্ফুট ও পূর্ণতর হয়ে উঠল।

"এগারো থেকে তের বছরের বয়সের মধ্যে উপর্যুপরি আমার মধ্যে এমন সব আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসতে লাগল যাতে আমি কেবল যে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানলাম যে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন হওয়াও নিশ্চয়ই সম্ভব, মানুষের চেতনাতে ও কর্মে তাঁর অভিব্যক্তির পূর্ণ উপলব্ধি মেলাও সম্ভব, আর দিব্যজীবন লাভের দ্বারা জগতে তাঁকে অভিব্যক্ত করতে পারাও সম্ভব। এই অনুভূতি ও বোধ এবং কি ভাবে জগতে একে সার্থক ও কার্যকরী ক'রে তোলা যায় তারই শিক্ষা আমি পাচ্ছিলাম আমার ঘুমের অবস্থায় নানারকম গুরুর কাছ থেকে, তাঁদের কাউকে কাউকে আমি এই স্থূল জগতেও পরে দেখতে পেয়েছি। তার পরে যখন আমার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতি খানিকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তখন এঁদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠল; তখন ভারতের দর্শনতত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ধর্মশাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে আমি খুব কম কথাই জানতাম, তবু তখন থেকে আমি তাঁকে নিজেই কৃষ্ণ বলে ডাকতে শুরু করলাম, আমি মনে মনে জানতে পারলাম যে পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে একদিন আমার সাক্ষাৎ হবেই, এবং তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে আমার আদিষ্ট দিব্য কর্ম সাধন করতে হবে। ভারতবর্ষকেই আমি আমার মাতৃভূমি বলে বরাবর ভালোবেসে এসেছি—১৯১৪ সালে আমার এ দেশে এসে উপস্থিত হবার প্রথম সৌভাগ্য ঘটে।

"শ্রীঅরবিন্দকে দেখবামাত্রই আমি চিনতে পারলাম, ইনিই আমার সেই আগেকার পরিচিত বিশেষ ব্যক্তি যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডেকেছি।...এই যথেষ্ট, এতেই তুমি বুঝতে পারবে, কোথা থেকে আমার এমন দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো যে এখানে এই ভারতে ওঁর পাশেই আমার স্থান, আর ওঁর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমার যা কিছু কাজ।"

শ্রীঅরবিন্দকে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল,—"অনেকে বলে যে মা আগে ছিলেন আমাদেরই মতো মানুষ, তার পরে তিনি ক্রমশ জগন্মাতার স্বরূপ হয়ে উঠলেন, এ কথা কি ঠিক?" তাতে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে তা নয়, তিনি গোড়া থেকেই তাই। তিনি বললেন "ভগবান যখন মানুষরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মানুষের বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে এখানে থেকে তাদের দেখিয়ে দেন যে কেমন ক'রে সাধারণ মানুষ হয়েও এ পথে চলা যায়, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর 'ভগবত্তাকে' ছেড়ে আসেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভিতরকার দিব্য চেতনারই ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে, সেটা গোড়ায় মানুষ থেকে পরে ভগবানে রূপান্তরিত হওয়া নয়। মা তাঁর শৈশবকাল থেকেই ভিতরে ভিতরে ছিলেন মানুষের উপরে। সুতরাং অনেকে যা বলে সে কথা ভুল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের সাধনা

আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হলে আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান পেতে হলে সকলকেই তার জন্যে কিছু সাধনা করতে হয়, কেউই এর থেকে রেহাই পায় না। বুদ্ধদেবের সাধনার কথা সকলেই জানে, খৃষ্টের সাধনার কথাও বাইবেলে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণকেও কিছুকাল রীতিমত সাধনা করতে হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের বেলাতেও সেই কথা। কিন্তু মাকে ঠিক সেই ভাবের সাধনা করতে হয়নি। তাঁর সাধনা আপনা থেকেই শুরু হয়েছিল, বাল্যকাল থেকে তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে। অল্প বয়স থেকেই তিনি বহুক্ষণ চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকতেন, যখন তখন বসে ধ্যান করতেন। নিজের থেকেই তিনি নিজের মনে নিবিষ্ট হয়ে ধ্যান করতেন, কেউ তাঁকে এটা শিখিয়ে দেয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর জীবনের যা ব্রত হবে, জগতে যে ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হবে সে কথাও যেন তিনি আপনা থেকেই জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরেছিলেন। এ কথা শ্রীনীরদবরণ মায়ের নিজের মুখ থেকে শুনেছেন। তিনি লিখছেন—

"মা তাঁর নিজের যে সামান্য পরিচয় দিয়েছেন তা হ'তে আমরা জানতে পাই, তিনি এই পৃথিবীর মানুষ নন; শিশুকাল থেকেই এই জ্ঞান তাঁর আপন অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি অনুভব করতেন এক বিরাট চেতনাশক্তি তাঁকে সব সময় ঘিরে আছে; তাঁর মাথার উপরে এক রহস্যময় আলো বিরাজ করছে। যতই বুদ্ধি দিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইতেন, মনের পরিণতির অভাবে ততই সে চেষ্টা ব্যর্থ হতো। সাত বছর বয়স থেকে তিনি ধ্যান করতে আরম্ভ করেন, যদিও ধ্যান সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাঁর ছিল না। তাঁর মা তাঁর জন্যে একটি ছোট চেয়ার তৈরি করিয়ে দেন; সেখানে বসে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন গভীর আত্মসমাহিত অবস্থায়। তাঁর মা এই ধ্যানমগ্নতার কিছুই বুঝতেন না। তিনি ছিলেন বস্তুবাদী; তিনি চাইতেন তাঁর সন্তানেরা জগতের আদর্শ হবে, কিন্তু সে আদর্শে আধ্যাত্মিকতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনো স্থান ছিল না। তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের জন্যে তিনি মায়ের কাছে তিরস্কৃত হতেন, মা কিছুতেই বুঝতে পারতেন না, এই অল্পবয়সী অল্পভাষী মেয়ের প্রকৃতিতে কোন্ জগতের লীলা চলছে। মেয়ে যদিও মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চাইতেন, মায়ের কাছে তা প্রলাপবাক্য বলেই মনে হতো। যেমন, একদিন মা ভর্ৎসনার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই সব সময় অত গম্ভীর থাকিস কেন বলতো? যেন পৃথিবীর সব বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস।' মেয়ে তেমনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'হাঁ, সত্যিই তাই; এই পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ বইতে হচ্ছে বলেই আমার প্রকৃতি এত গম্ভীর।' মা তো ভাবলেন, নিশ্চয় মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে।"

মায়ের সাধনার কাজ শুরু হয়েছিল এক অভিনব উপায়ে। জাগরণের মধ্যে নয়, স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি তাঁর গুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যাঁকে আগে কখনো তিনি জাগ্রত চোখে দেখেননি, দেখেছিলেন অনেক পরে। সে কথা পূর্বেই তাঁর চিঠি থেকে জানা গেছে। তের বছর বয়সে তিনি পূরো এক বৎসর যাবৎ রোজই ঘুমের সময় এক স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নের কথা তিনি পরে তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন—

"যখন আমার তের বছর বয়স হয়েছে তখন প্রায় একটি বছর ধরে, প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়া মাত্রই দেখতাম যেন আমি আমার দেহ ছেড়ে সোজা উপরের দিকে উঠে চলেছি—সমস্ত বাড়িঘর ছাড়িয়ে, শহর ছাড়িয়ে আরো অনেক উপরে। সেই সঙ্গেই দেখতে পেতাম যে আমার নিজের চেয়েও অনেক বেশি লম্বা মস্ত এক সোনালি ঘাঘরা রয়েছে আমার পরণে। যতই আমি উপরে উঠে যাচ্ছি ততই আমার পোষাকটি আরো বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তার মস্ত ঘেরটা চারিদিকে গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন তা এক বিরাট ছাতার মতো সমস্ত শহরটিকে ঢেকে ফেললে। তারপরেই দেখি যে চারিদিক থেকেই আসছে কত রকমের লোক, কত ছেলেমেয়ে বুড়ো, কত রুগ্ন, ক্লিষ্ট, হতভাগ্য, নিরানন্দ মানুষ, নানা জায়গা থেকে তারা এসে সেই পোষাকটির ছাতার নিচে জড়ো হচ্ছে, সেই আশ্রয়ের নিচে এসে তারা বলছে নিজেদের যত দুঃখকষ্টের কথা, ব্যথা বেদনার কথা, সব কিছু বলে তারা কাতর হয়ে যেন কিছু সাহায্য চাইছে। তাতে সেই পোষাকটিই যেন জীবন্ত হয়ে তাদের প্রত্যেকেরই দিকে তার অভয় অঞ্চল বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর যেই তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অঞ্চলটিকে স্পর্শ করছে অমনি সকলে শান্তি ও সান্ত্বনা পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে, আগের চেয়ে অনেক বেশি সুখী হয়ে ও সবল হয়ে আবার তারা তাদের দেহের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এর চেয়ে বেশি উপভোগ্য, বেশি আনন্দের জিনিস আমার কাছে তখন আর কিছুই ছিল না ; রাত্রের এই প্রাত্যহিক ঘটনাটাই যেন আমার প্রকৃত জীবন, দিনের সব কিছু ব্যাপারই তার তুলনায় মনে হতো নীরস, প্রাণহীন। এইভাবে উপরে উঠবার সময় আমার বাঁ পাশে প্রায়ই একজন নির্বাক ও প্রশান্তমূর্তি বৃদ্ধ লোককে থাকতে দেখতাম, তিনি আমাকে তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টির দ্বারা যথেষ্টই উৎসাহিত করতেন। তাঁরও গায়ে ছিল বেগুনি রংএর এক লম্বা পোষাক, পরে জানলাম তিনিই মূর্তিমান পরম কারুণিক পুরুষ।

"এই গভীর উপলব্ধি, এই অনির্বচনীয় সত্যটি তার পর থেকে আমার মাথার মধ্যে অন্য এক রূপ নিয়েছে...আমি এখন অনুভব করি যে স্বয়ং এক দিব্য প্রেমে পরিণত হয়ে আমিই যেন সারা জগতের সকল কিছুর কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে আছি, আমার প্রসারিত বাহু দুটি আরো যেন প্রসারিত হচ্ছে, আমার এই বক্ষ যেন বিশ্বের চেয়েও অনেকখানি বড়ো, এর মধ্যে সকল প্রাণীকে জড়িয়ে অসীম স্নেহে আমি তাদের দুই বাহু দিয়ে আগলে রেখেছি।...কিন্তু হে আমার পরম প্রভু, ভাবপ্রকাশের বাক্যগুলি তো নিতান্তই অক্ষম ও দুর্বল, মন তার নিজের ভাষাতে যে অর্থটি কোনোমতে প্রকাশ করতে পারে, আসল ভাবের তুলনায় তা নিতান্তই ছেলেখেলা।"...

তের বছর বয়সে যে-স্বপ্ন তিনি প্রত্যহই দেখতেন তার অর্থ তখন ঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও সে-কথা তিনি কখনই ভোলেননি, আজও তাঁর সে-কথা মনে আছে। যে-কাজ তাঁকে পরে করতে হবে, এ তারই পূর্বাভাস, স্বপ্নের সে অর্থ তিনি কিছুকাল পরেই বুঝতে পারলেন, আর সেই ভাবেই তিনি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে লাগলেন। এই কাজের জন্যেই তাঁর যা কিছু সাধনা, জগতের ব্যথিত পীড়িত দুঃখিত লোককে আশ্রয় ও অভয় দেবার কাজ, আর এ সাধনা তাঁর অল্পবয়স থেকেই শুরু হলো। এ সাধনা চলত নানা গুরুর নির্দেশগত, তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন প্রধান। এ-কথাও তিনি বলেছেন।

একটু পরিণত বয়স থেকেই তিনি নিজের মনের কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে এক ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। একে ডায়েরি বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক নয়, ভগবানকে উদ্দেশ ক'রে নিজের দৈনন্দিন মনের কথাগুলি বলা, এর নাম দিয়েছেন তিনি Prayers and Meditations। সেই ডায়েরি বা প্রার্থনা এখন ফরাসী ভাষা থেকে তর্জমা হয়ে ইংরেজীতে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে, বাংলা ভাষাতেও অনেকে তার অনুবাদ করেছেন। সেই বইখানি পড়লেই বোঝা যায় যে মায়ের তখনকার আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা কেমন ছিল। প্রার্থনাগুলি এইভাবে লেখা যেন তিনি সাক্ষাৎ ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কথা বলছেন, ভগবান তাঁর সব কথাগুলি শুনছেন আর মাঝে মাঝে তার জবাবও দিচ্ছেন। সে জবাবগুলিও কোথাও কোথাও লিখেও রাখা হয়েছে। সেখানে লেখা আছে যে অমুক সময়ে আমি এই প্রশ্নের এই জবাব পেয়েছি, পাছে ভুলে যাই তাই তাড়াতাড়ি লিখে রাখছি। অর্থাৎ ঐ প্রার্থনার মধ্যে তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ পাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলাবলি হচ্ছে, আর সর্বদাই যে তিনি ভগবানের সান্নিধ্যে রয়েছেন এ-কথা অনেকবার স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন। অবশ্য তখনকার বয়সে এই প্রার্থনাগুলি তিনি নিজের খেয়ালেই লিপিবদ্ধ করতেন, কবে কোন্ কথাটি মন থেকে বলেছেন তা পাতা উলটে দেখলেই যাতে স্মরণ হয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই সেগুলি লেখা, তা যে কখনো ছাপা হবে এবং তিনি ছাড়া আর কেউ যে তা জানতে পারবে, এ-ধারণাও তাঁর মনে কোনোদিন স্থান পায়নি।

তাঁর সেই অদ্ভুত প্রার্থনাগুলি থেকে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, তার থেকে পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন যে মায়ের সাধনা কখন কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে আর কখন চেতনার কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলছেন—

নভেম্বর ২, ১৯১২

"ওগো আমার প্রভু, যদিও আমার মনের দিক থেকে আমার সমস্ত সত্তাটাই তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত, আর আমি এও নিশ্চয় জানি যে, সব কিছুর ভিতরকার প্রাণও তুমি, জ্যোতিও তুমি, প্রেমও তুমি, কিন্তু তবু কাজের দিক দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ ভাবটিকে সার্থক ক'রে তোলা এখনও আমার পক্ষে সহজ হয়নি। এইটুকু মাত্র বুঝতেই আমার কয়েক সপ্তাহ লেগে গেল যে এই সব প্রার্থনা ও ধ্যানের কথা লিখে রাখবার একটা প্রয়োজন আছে, সে-প্রয়োজন আর কিছুই না, এতে তোমাকে উদ্দেশ করে যেন চিঠি লেখার মতো হবে আর তা তোমাকেই নিবেদন করা হবে। তোমার সঙ্গে প্রায়ই আমার যে-সব কথাবার্তা হয় তার কিছুটা অন্তত এইভাবে লেখা হয়েও থাকবে ; আর এতে আমার মনের কথাগুলো যতখানি সম্ভব তোমার কাছে খুলে জানাতে পারব, তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমি জানিয়ে দিলে তবেই তুমি জানবে—যেহেতু তুমিই তো সব কিছু, কিন্তু আমরা বাইরের দিক থেকে কৃত্রিমভাবে যেমন দেখি ও বুঝি তা হয়তো তোমার কাছে স্বাভাবিক নয়, তা তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তথাপি, এইভাবে তোমার দিকে ফিরতে পারলে, অর্থাৎ যখন এই সব কথা নিয়ে ভাবছি বা লিখছি সেই সময়টাতে তোমার জ্যোতির মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে রাখতে পারলে, তখন আমি নিজের দিক থেকে অল্পে অল্পে এই সব জিনিসের প্রকৃত স্বরূপটি অনেকখানি দেখতে পেয়ে যাবো,—তার পরে যখন এমন দিন আসবে যে আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে মিলে গেছি, তখন আর তোমাকে এ সব কিছু বলবারই থাকবে না, কারণ তখন আমিই হয়ে গেছি তুমি। এই চরম লক্ষ্যে গিয়েই আমি শেষ পর্যন্ত পৌঁছবো ; আমার সব কিছু প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর এই ধরণের জয়লাভের দিকেই নিযুক্ত হতে থাকবে। আমি সেই দিনটির অপেক্ষায় রয়েছি যেদিন আমি আর নিজেকে 'আমি' বলে ডাকব না, আমি হয়ে যাবো 'তুমি'।

"এখনও দিনের মধ্যে কতবারই আমি এমন সব কাজ ক'রে ফেলি যা তোমার কাছে নিবেদন করা নয় ; তখনই কিন্তু তা আমি জানতে পেরে যাই, বুকের ভিতরটা তখন ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রে ওঠে, শরীরের মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। কাজটিকে তখন নিজের থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে আমি আমার চোখের সামনে ধরি, তখন বুঝতে পারি যে হয় তা বোকামির কাজ বা ছেলেমানুষির কাজ বা অন্যায় কাজই হয়েছে ; আমি তার জন্যে আক্ষেপ করতে থাকি, কিছুক্ষণের জন্যে বিমর্ষ হয়ে পড়ি, তার পরে আবার তোমারই মধ্যে ডুবে যাই, শিশুর মতো সরল বিশ্বাসে তোমার মধ্যে তলিয়ে যাই। কবে তুমি তোমার প্রেরণা ও শক্তি দিয়ে আমার এই ভুলগুলি সংশোধন ক'রে দেবে তারই জন্য অপেক্ষা করতে থাকি—ভিতরেও দোষ রয়েছে, বাইরেও দোষ রয়েছে, কিন্তু এ দুইই তো সেই একই জিনিস ; এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এক বিশ্বব্যাপী ঐক্য সকল রকমেরই ক্রিয়ার মধ্যে অচেছদ্য এক যোগাযোগ রেখে দিয়েছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেক তারিখেই ডায়েরিতে লেখা রয়েছে এমনি ভাবের সব কথা, আর সব কথাই ভগবানের সঙ্গে, যেন তিনি অনেক কালের পরিচিত। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাবার কথাও বলা হয়েছে, আবার অকপটে নিজের দোষত্রুটির কথাও বলা হয়েছে, আর তাঁরই উপরে সব কিছুর সংশোধনের ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁর উপরেই সব কিছুতে একান্ত নির্ভরতা। ভগবানের সঙ্গে যে ওঁর নিত্য সাক্ষাৎকার হয় সে বিষয়ে নিজের মনেও কোনো সন্দেহ নেই। পরের লেখায় এ কথা স্পষ্টই বলছেন—

নভেম্বর ১৯, ১৯১২

"ঐ যে ইংরেজ যুবকটি এসেছিল, যে নিতান্ত আন্তরিক ভাবেই তোমাকে খোঁজে, তোমাকে চায়, তার কাছে আমি কাল স্পষ্টই বলে ফেললাম যে আমি তোমাকে নিশ্চয় করেই পেয়ে গেছি, তোমার সঙ্গে আমার মিলন এখন নিরবচ্ছিন্ন। আর প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেও তো সে কথা জানি যে আমার এখনকার অবস্থাটা ঠিক ঐ রকমই। আমার যা কিছু চিন্তা তা কেবল তোমাকেই নিয়ে, যা কিছু কাজ করি তা তোমাকেই নিবেদিত; তোমার উপস্থিতি আমার কাছে এক অতি নিঃসংশয় বাস্তব ও অখণ্ড সত্য, তোমারই শান্তি আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিরাজ করছে। তবুও আমি জানি যে আজকের এই মিলনের অবস্থাটি আবার কালকের মিলনের তুলনায় খুবই তুচ্ছ ও ভঙ্গুর হয়ে যাবে, কারণ কাল এ উপলব্ধি আজকের চেয়ে আরো অনেকখানি বেড়ে যাবে; এখনও যেন আমি তবু দূরেই রয়েছি, সত্যই অনেকখানি দূরে রয়েছি। এখনও আমার 'আমি' ভাবটি একেবারে মুছে যায়নি, নিজের কথা বলবার সময় এখনও 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করছি; কিন্তু ঐ কথাটি বলতে গিয়ে প্রতিবারেই আমার বাধো বাধো ঠেকে, মনে হয় যে-চিন্তাটি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে তার পক্ষে যোগ্য শব্দ ওটি নয়। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করবার বেলায় প্রয়োজন হিসাবে ওটা অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করছে এই 'আমি' কেমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে তারই উপরে। এখনই কতবার এমন হয়েছে যে যখন আমি ঐ শব্দটা ব্যবহার করছি তখন কিন্তু তুমিই আমার ভিতর থেকে সে কথা বলছ, কারণ আমার-তোমার পার্থক্যবোধটা এখন যেন আর নেই।

"কিন্তু এ সব জিনিস এখনও রয়েছে নিতান্ত মুকুলের অবস্থায়, এর পরে এগুলি আরো পরিণত হয়ে সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠবে। এই তো তোমার মহিমা, তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সর্বশক্তিমত্তার উপর এ অটুট বিশ্বাসটুকু আমার মধ্যে যে কতখানি নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা এনে দেয়।

"তুমিই তো সব। সর্বত্রই তুমি, সব কিছুর মধ্যেই তুমি। এই যে দেহ কাজ করছে এও তোমার নিজের দেহ, ঐ যে পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ড বিশ্ব, ও-ও যেমন তোমারই দেহ, এও ঠিক তাই ; এর মধ্যে তুমিই শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, তুমিই চিন্তা করছ, তুমিই ভালোবাসছ—এর সবটাই তো তুমি, তাই এ একেবারে হয়ে থাকতে চায় তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্যের মতো।"

ভগবানের সঙ্গে মিলনের অনুভূতিটা এখানে একেবারেই বাস্তব, এবং তা অল্প কিছুক্ষণের জন্যে নয়, নিরন্তরের। এ কথা অপর লোকের কাছে মুখে বলতেও ওঁর বাধেনি। কিন্তু এ তো গেল ওঁর নিজের ব্যক্তিগত অবস্থার কথা। এর পরে দেখা যাবে ওঁর আসল কাজের কথা বলছেন, যে কাজের জন্য ওঁর আসা—

জুন ১৭, ১৯১৩

"ওগো প্রভু, আগুন যেমন দেয় আলো আর উত্তাপ, মানুষের তৃষ্ণা দূর করতে ঝর্ণা যেমন হয় নিত্য প্রবাহিত, পথিককে ছায়া দিতে আর আশ্রয় দিতে গাছেরা যেমন নিত্য একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, আমিও যেন তাদেরই মতো হই।...জগতের মানুষরা বড়ই দুঃখী, বড়ই অজ্ঞান, এমনি সাহায্য পাওয়া তাদের নিতান্তই দরকার।

তোমার উপরেই আমার একমাত্র বিশ্বাস, আমার অন্তরের সেই নিশ্চয়তা দিন দিন আরো বেড়েই চলেছে ; আর দিন দিন তোমার প্রেম আমার হৃদয়ের মধ্যে আরো জীবন্ত হয়ে উঠছে, তোমার জ্যোতি আরো উজ্জ্বলতর ও মধুরতর হয়ে উঠছে ; আমার জীবন থেকে তোমার কর্মকে, আমার ব্যক্তিত্ব থেকে সমগ্র পৃথিবীকে ক্রমেই যেন আর স্বতন্ত্র বলে দেখতে পাচ্ছি না।

ওগো ভগবান, ওগো প্রভু, অনন্ত তোমার মহিমা, অপূর্ব তোমার সত্য ; তোমার সর্বজয়ী প্রেমই এই পৃথিবীকে সকল দিক থেকে রক্ষা করবে।"

এই ভাবে ভগবানের কাছে মায়ের সাধনা, মায়ের প্রার্থনা চলেছে দিনের পর দিন। এর মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, কোনো ব্যতিক্রম নেই, কোনো অন্য কথা নেই। এই ভাবে দৈনন্দিন রোজনামচা লিখে যাওয়া বা ভগবানের উদ্দেশ্যে একতরফা চিঠি লিখে যাওয়া, একে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ দৃষ্টিতে কেউ কেউ মনে করতে পারে অতিশয়োক্তি, কিংবা এক ধরণের কল্পিত কাব্যবিলাস। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এমন ভাবে একটানা কাব্যবিলাস কেউ কখনো করতেই পারে না। নিজের মনের কথা লিখতে গেলেই তার মধ্যে নিজের পার্থিব জীবনের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা কিছু না কিছু এসে পড়বেই, কেবল ভগবানের প্রতি প্রেম আর পৃথিবীর লোকের জন্যে ভাবনা এ ছাড়া অন্য বিষয় কিছুই থাকবে, না এমন কখনো হতে পারে না। কিন্তু এর মধ্যে তেমন অহংভাবের কোনো কথার ছিটে ফোঁটাও নেই। বছরের পর বছর, দিনের পর দিন তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল এই বিষয় নিয়েই নানা ভাবে লিখে যাচেছ্ন, এই একই ধরণের প্রার্থনা ভগবানের কাছে জানিয়ে যাচেছ্ন। এখানে বাহুল্যের ভয়ে মাত্র কয়েকটি প্রার্থনার কথা লিখেই ক্ষান্ত হলাম, কিন্তু বইখানির আগাগোড়া রয়েছে কেবল এই একই ধরণের কথা। কেবল নিজেকে একান্তভাবে ভগবানের কাছে নিবেদন ক'রে দেওয়া, নিজের অস্তিত্ববোধ পর্যন্ত ঘুচিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাওয়া। তিনিই সব কিছু, তাঁকে ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব নয়, অথচ পৃথিবীর লোকেরা এমন অন্ধ ও অজ্ঞান, তারা দেখতে পাচেছ্ না কোথায় তাদের নিষ্কৃতি ও শান্তি, এই অন্ধতার দোষে তারা কত রকমের কত কষ্টই পাচেছ্,—হে ভগবান, আমাকে সেই শক্তি দাও যেন আমি তাদের সব কিছু ভুল, সব কিছু কষ্ট দূর করে দিতে পারি, আমাকে সেই আলো দাও যেন আমি তাদের চোখ ফুটিয়ে দিতে পারি, সেই শান্তিসম্পদ দাও যাতে আমি তাদের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারি।

আগাগোড়া মায়ের এমনি সাধনা, এমনি প্রার্থনা। নিজের মনে নিজের ঘরের কোণে টেবিলটির কাছে বসে ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন তিনি নীরবে তাঁর এই সাধনা ক'রে চলেছেন, কারো কাছে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ নেবার জন্যে ছুটে যাচেছ্ন না, কেউ তাঁকে কোনো-রকমের ইঙ্গিত বা আশাভরসা ও কিছু দিচেছ্ না। অথচ তাঁর মনে কোনো সংশয় নেই, কোনো অনিশ্চয়তা নেই, তিনি নিশ্চিত জানেন যে তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বিরল কোণটি থেকে উত্থিত এ প্রার্থনা সবই ভগবানের কানে গিয়ে পৌঁছচ্চে, তিনি সবই শুনছেন আর একদিন তার এ প্রার্থনা পূরণ হবেই। ভগবান যথাসময়ে তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। নিশ্চিত প্রত্যাশা নিয়ে তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তারই অপেক্ষায় আছেন।

কিছুকাল পরে তাঁর ঐ নিভৃত ঘরের কোণটি ছেড়ে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসবার সময় হলো। এবার তাঁকে পণ্ডিচেরীর উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে। যেদিন তিনি প্যারিস ছেড়ে চলে আসবেন, সেই তারিখের প্রার্থনাতে লিখেছেন—

মার্চ ৪, ১৯১৪

"আজ শেষ দিন। এরপর আবার কবে যে তোমার উপস্থিতির সৌরভে সিক্ত এই নির্জন ঘরটিতে এই টেবিলের সামনে প্রার্থনার কথা লিখতে বসবো তা জানিনা, হয়তো আবার এখানে ফিরে আসতে অনেক কালই কেটে যাবে। আপাতত তিনটি দিন আমি কিছু লিখতেই পারব না।...খাতাখানির এই পৃষ্ঠার দিকে চেয়ে গভীর এক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আমি অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি। এখানকার এই সদ্য লেখা পাতাটি তখন যেন দূর অতীতের স্বপ্নে কোথায় মিলিয়ে গেছে, এর পরের খালি পাতাগুলি কত কি সম্ভাব্য ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরে উঠেছে...কিন্তু তোমার কালাতীত চিরন্তনের আলোতে দেখলে এ সব কথা নিতান্ত ছেলেমানুষি, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। গভীর প্রেম ও আনন্দের সঙ্গে কেবল তোমারই আদেশ মেনে চলা, এই হচ্ছে একমাত্র কথা। হে প্রভু, আমরা সবাই যেন তোমাকে ভালোবেসে তোমার সব কিছু নির্দেশকে খুশির সঙ্গে মেনে চলি। শান্তি, শান্তি, সকলেই যেন তোমার শান্তিলাভ করে।"

এর পরে যাত্রাপথেও তাঁর অনেকগুলি প্রার্থনা লেখা হয়েছে, কিন্তু বাহুল্য হবে বলে সেগুলি আর এখানে উদ্ধৃত করা হলো না। তার মধ্যেও দেখা যায় এমনি ভগবৎ প্রেমের আনন্দ, একটা উপলব্ধির আনন্দ, নিশ্চিত কিছু সাফল্যের আশা, অনিশ্চয়তা বা উদ্বিগ্নতা কোথাও নেই। পড়লেই বোঝা যায় যে সাধনার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভগবৎ উপলব্ধি তাঁর আরো সম্পূর্ণতর হয়ে উঠেছে, যে কাজ তাঁর পক্ষে উদ্দিষ্ট সেই কাজের জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে অনেকটা প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিচেরীতে আগমন

প্রথম বারে ১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে মা পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করেন ও শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তাঁকে দেখে প্রথম দিনেই মায়ের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সে-কথা পরের দিনই তিনি তাঁর প্রার্থনার মধ্যে লিখেছেন—

মার্চ ৩০, ১৯১৪

"...ধীরে ধীরে সুদূর দিগন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, চলবার পথের রেখা এবার স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি নিশ্চয় থেকে আরো বেশি নিশ্চয়তার দিকে।

শত শত প্রাণী এখনও যদি অতি গাঢ় অজ্ঞানতার নিগূঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, তাতেও এখন আর বিশেষ কিছু যায় আসে না। কাল আমরা যাঁকে দেখলাম তিনি তো এই পৃথিবীতেই বাস্তবরূপে অবস্থান করছেন; তাঁর এই উপস্থিতিটাই এ-কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে এমন একদিন আসছে যখন এই নিগূঢ় অন্ধকার উজ্জ্বল আলোতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তোমার স্বর্গরাজ্য একদিন সত্যসত্যই এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

হে পরম প্রভু, তুমিই এই পরম আশ্চর্যের বিরাট স্রষ্টা, এই কথাটি স্মরণ করেই আমার হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ছাপিয়ে উঠেছে, আমার অন্তরের আশা সীমা অতিক্রম ক'রে চলে যাচ্ছে।

তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের ভক্তি সমস্ত বাক্যসীমাকে ছাড়িয়ে গেল, আর কোনো কিছু না বলেই নিঃশব্দে আমি তোমার কাছে আমার প্রণাম জানাই।"

এর পরে দুই চার দিনের মধ্যেই তিনি আরো ভালো ক'রে সব কিছু বুঝলেন, শ্রীঅরবিন্দকেও বুঝলেন আর নিজেকেও বুঝলেন। কয়েকদিন পরেই তিনি আর একরকম ভাবে তাঁর প্রার্থনার মধ্যে লিখছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এপ্রিল ৩, ১৯১৪

"মনে হচ্ছে আমি যেন অন্য এক নতুন জীবন নিয়ে এবার জন্মগ্রহণ করছি, আগেকার জীবনের কোনো ব্যবস্থা আর আগেকার কোনো অভ্যস্ত পন্থাই এখন আমার কাজে লাগবে না। আগে যাকে মনে করতাম পরিণতি বলে, এখন দেখছি তা প্রস্তুতি মাত্র। আজ পর্যন্ত যেন আমি করবার মতো কিছুই করিনি, আধ্যাত্মিক জীবনে আমার মোটে প্রবেশ করাই হয়নি, সবে তার দরজার প্রবেশপথে পা দিয়েছিলাম মাত্র; এখন মনে হচ্ছে আমি কিছুই জানি না, কিছুই প্রকাশ করতে পারি না, সকল অনুভূতি আবার আমাকে নতুন ক'রে শুরু করতে হবে। অতীতের সবটাই এবার খসে পড়ল, আমার যা-কিছু ভুলভ্রান্তি আর যা-কিছু সিদ্ধিলাভও একসঙ্গেই কোথায় তলিয়ে গেল,—এবার সমস্তই ঘুচে গিয়ে তার জায়গাতে দেখা দেবে এক নবজাত সত্তা, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বটাই নতুন ক'রে গড়ে উঠবে, তার কিছুমাত্র কর্মবন্ধন থাকবে না, প্রয়োজনে লাগবার মতো কোনো অভিজ্ঞতাও তার থাকবে না, আবার এমন কিছু ভুলভ্রান্তিও তার থাকবে না যাকে শুধরে নেবার দরকার হবে। আমার যা-কিছু জ্ঞান হয়েছিল আর মনে মনে যা সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছিল তাও এখন ঘুচে গেছে, যা-কিছু আমার চিন্তাধারা তাও এখন ঘুচে গেছে, এই মস্তিষ্ক এখন একেবারেই শূন্য। এই শূন্য অবস্থার স্রোতে গা ভাসিয়ে নিজেকে যদি আমি অবাধে ছেড়ে দিতে পারি, কোনো কিছুই জানবার কিংবা বোঝবার চেষ্টামাত্র না করি, অবোধ অবলা শিশুর মতো একেবারেই যদি সরল হয়ে যেতে পারি, তাহ'লে এক নতুন রকমের সম্ভাবনার রাস্তা আমার সামনে খুলে যাবে। ওগো প্রভু, এবার আমি জানলাম যে একেবারে অলিখিত সাদা পাতাটার মতো হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই তোমার হাতে তুলে দিতে হবে, তবেই তোমার নিজের বলবার কথা, নিজের ইচ্ছার কথা তার উপরে সুস্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে লেখা হতে পারবে।

"আমার হৃদয়ে ভরে উঠল এক বিপুল কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য, আমি এখন বুঝতে পারছি "যে এতকাল ধরে আমি যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এবার তারই দ্বার দেশে এসে পৌঁছে গেছি।

"ওগো প্রভু, এই করো যেন আমি একেবারে বিশুদ্ধ থাকি, সম্পূর্ণ অহংশূন্য হয়ে থাকি, তোমার দিব্য প্রেমে ভরপুর হয়ে থাকি, যাতে আমি নিরাপদে এই দুয়ার অতিক্রম ক'রে ভিতরে ঢুকতে পারি।

"নিঃসংশয়ে নিঃশেষে আমি যেন সম্পূর্ণ তোমার হয়ে যাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা বাহুল্য এগুলি মায়ের দীনভাবের কথা। আধ্যাত্মিক উন্নতি তাঁর আগের থেকে যথেষ্টই হয়েছিল, সে-কথা শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টই বলেছেন। তবু সে সম্বন্ধে মায়ের নিজের কোনো অহংকার নেই, তিনি মনে করছেন যে তাঁর এখনও কিছুই হয়নি। এই দীন ভাব প্রত্যেক সাধকের মধ্যেই থাকা উচিত, এমন কি যিনি স্বয়ং অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর মধ্যেও তা থাকবে। তাঁরা বাক্যেও হবেন দীন আর মনেও হবেন দীন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এমনি দীনভাব চিরদিনই ছিল।

এর পর মা শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় দীক্ষিতা হলেন এবং পণ্ডিচেরীতে থাকাই মনস্থ করলেন। উনি এবং ওঁর স্বামী দুজনেই শ্রীঅরবিন্দের কাজের ভার গ্রহণ করলেন। এঁদের নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'আর্য' পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ইংরেজী ও ফরাসী উভয় ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকা-সম্পাদনায় শ্রীঅরবিন্দকে সাহায্যের ভার নিলেন। কিছুকাল এইভাবে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকল।

কিন্তু কয়েকমাস পরেই ইউরোপে মহাসমর বেধে উঠল। তখন নানা কারণে মায়ের পণ্ডিচেরীতে থাকা আর সম্ভব হলো না। এক বছর মাত্র থাকার পরেই নিতান্ত বাধ্য হয়ে তাঁকে এ-দেশ ছেড়ে আবার প্যারিসে ফিরে যেতে হলো। বলা বাহুল্য, তখনকার মনের অবস্থা তাঁর খুবই খারাপ। তখনও ভালো ক'রে কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি, তাঁর মনের মতো কাজগুলি করা শুরুই হয়নি, কিন্তু তবুও সব-কিছু ছেড়ে হঠাৎ চলে যেতে হলো। ইউরোপযাত্রী জাহাজে বসে প্রার্থনার মধ্যে তিনি লিখছেন—

মার্চ ৩, ১৯১৫

"নিঃসঙ্গতা, অতি তীব্র রকমের এই নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা, যেন অন্ধকারের এক নরককুণ্ডের মধ্যে কেউ আমাকে হঠাৎ ঘাড়ে ধরে ঠেলে ফেলে দিলে।...হে প্রভু, কী দোষ করলাম যে এই দুর্ভেদ্য রাত্রির ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমাকে এমন ক'রে নিক্ষেপ করলে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তবুও মনের এই বিচলিত অবস্থা সাময়িক মাত্র, কিছুকালের মধ্যেই মা আবার তাঁর শান্তি ফিরে পেলেন, পরম ধৈর্যের সঙ্গে আবার আগেকার মতো ভগবৎ সাধনা শুরু ক'রে দিলেন। এর মাত্র চার দিন পরেই তিনি প্রার্থনার মধ্যে লিখছেন—

মার্চ ৭, ১৯১৫

"আমি তোমার কাছে করুণাও চাইব না। যেমন ব্যবস্থা তুমি আমার জন্যে ক'রে রেখেছ, আমার নিজের ইচ্ছাও তারই সঙ্গে সায় দিয়ে তারই অনুবর্তন ক'রে চলবে। আমার সকল শক্তি কেবল অগ্রসরই হতে চায়, ধাপে ধাপে উত্তরোত্তর সে এগিয়ে চলতে চায়, অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, পথের বাধা যতই দুঃসহ হোক; যাই কেন ঘটুক প্রভু, আমার ভালোবাসা কখনো তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না, অবিচল প্রেমের সঙ্গে তোমারই ইচ্ছাকে আমি মেনে নেবো। তুমি যদি মনে করো যে এই যন্ত্রটি তোমার কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত, তবু এ তো আর তার নিজের জিনিস নয়, এ কেবল তোমারই জিনিস...একে তুমি নষ্ট ক'রে ফেলতেও পারো, আবার কাজের মতো ক'রে বাড়িয়েও নিতে পারো; নিজের টিঁকে থাকবার হেতুতে এর কোনো অস্তিত্বই নেই, নিজের জন্যে ওর কিছুমাত্র কামনা নেই, তোমাকে ছেড়ে নিজের জন্যে ওর কিছু করবারও নেই।"

এখন থেকে তাঁর করবার মতো কাজ আর কিছুই রইল না। এই সময়টি মায়ের পক্ষে সব চেয়ে বেশি দুঃসময়। যারা কাজের লোক এবং বিশেষ একটা কাজকে জীবনের ব্রত করেছে তাদের পক্ষে কাজ হারিয়ে বসে থাকা বড়ই মর্মান্তিক। এর পরের কয়েকটি বছর চুপচাপ থেকে নানা দিক দিয়ে মাকে যে কতই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আর কতই সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে তার কোনো ইতিহাস নেই। সে-সব তিনি নীরবেই সহ্য করেছেন, কাউকে কখনো কিছু বলেননি, এমন কি প্রার্থনার মধ্যেও সে-বিষয় নিয়ে কোনো কথা লেখেননি। তিনি লিখে গেছেন কেবল তাঁর অন্তরের প্রার্থনারই কথা। কিন্তু তার মধ্যে একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ঐ কর্মহীন দুঃখের সময়ের মধ্যেই ভিতরের দিক থেকে তাঁর প্রস্তুতির কাজ অবিশ্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে এগিয়ে চলেছে, অনুভূতির পরে অনুভূতি আর উপলব্ধির পরে উপলব্ধি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, পঞ্চাশ বছরের সাধনার পথ তিনি ঐ পাঁচটি বছরের মধ্যে অতিক্রম ক'রে গেছেন। প্রার্থনাগুলি পরে পরে পড়ে দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এক বছরের মধ্যেই তিনি প্যারিস থেকে জাপান চলে যান। আড়াই বছর পরে তিনি জাপান থেকেই লিখছেন—

ডিসেম্বর ৫, ১৯১৬

"হে প্রভু, তোমার যে নিস্তরঙ্গ নিথর স্থিরতা আমার অন্তরের মধ্যে এনে দিলে তাতে আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের গণ্ডীটুকু একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল, এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমি রয়েছি সব কিছুরই মধ্যে, আর তার চেয়ে আরো স্পষ্ট ক'রে দেখছি যে সব কিছুই রয়েছে এই আমার মধ্যে। কিন্তু মন আমার এই দিব্য আনন্দের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজেকে সমুচিতভাবে প্রকাশ করবার কোনো আর শক্তিই খুঁজে পায় না।

(এর পরেই এলো এক অনুভূতি)

"ঐ অবিরাম একাত্মবোধের নীরবতার মধ্যে আমি তোমার সেই দিব্য আদেশবাণীটি শুনলাম, তুমি আমাকে ডেকে বলছ, 'পৃথিবীর দিকে ফিরে চাও। সর্বত্র ও সবের মধ্যে যে অদ্বিতীয়কে তুমি দেখতে পাচ্ছ, সেই সব-কিছুর ভিতর দিয়েই ভগবানের সঙ্গে তোমার এই একাত্মবোধের চেতনাটি বিকশিত হয়ে উঠবে। দেখ এবার চোখ চেয়ে'...

"আমি দেখতে পাচ্ছি, জাপানের এক প্রশস্ত রাজপথ, রংবেরংএর আলোক-মালায় চারিদিক ঝলমল করছে, সব কিছুই যেন ছবির মতো সাজানো। এই পথ দিয়ে যা-কিছুই সচেতন ভাবে আসাযাওয়া করছে তার প্রত্যেকের মধ্যে এবং সবের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ভগবানকে। সামান্য একটা বাড়ি রয়েছে, তার ভিতরটা স্বচ্ছ হয়ে উঠল, দেখা গেল একটি মেয়ে সোনার জরি দেওয়া গাঢ় বেগুনি রংএর কিমোনো পরে' এক আসনের উপর বসে আছে। মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দর, বয়স হবে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। সোনালি রংএর কি একটা বাদ্যযন্ত্র সে বাজাচ্ছে, তার পায়ের কাছে রয়েছে একটি ছোটো ছেলে। এই মেয়েটির মধ্যেও দেখা গেল স্বয়ং ভগবানকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রার্থনাটি পড়লেই বোঝা যায় যে ভগবৎ-সিদ্ধির কোন্ উচ্চ স্তরে গিয়ে তিনি পৌঁছেছেন। তিনি আপন অনুভূতির দ্বারা সকলের মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করছেন। কেবল এই একটিমাত্র দিনের প্রার্থনাতেই নয়, উপর্যুপরি তাঁর চলেছে এই অনুভূতি, তা এর পরে পরে লেখা অনেকগুলি প্রার্থনা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। এখানে এর পরের আরো একটি প্রার্থনা উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হলো—

ডিসেম্বর ৮, ১৯১৬

"হে প্রভু, তোমার সঙ্গে আজ সকালে আমার এই কথাবার্তা হলো—তোমার প্রেরণার জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে আমার প্রাণসত্তাকে ডেকে তুমি বললে, 'এবার ওঠো জেগে, সংকল্পের ধনুকের দড়িটা খুব টান ক'রে বেঁধে ফেল, তোমার কাজ করবার সময় এবার এলো বলে।' জ্বলন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমার প্রাণসত্তা তখনই সাড়া দিয়ে উঠল, 'আমি এখনই প্রস্তুত, আমার কাছে তুমি কেমন কাজ চাও প্রভু?'... তোমার কাছ থেকে জবাব এলো, 'সে কাজ ঠিক কেমন হবে তা বুঝবে যখন কাজটি নিজেই তোমার সামনে এসে হাজির হবে। আমি তোমাকে কেবল আগের থেকে জানিয়ে দিচ্ছি, যাতে প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারো। এর সময় তখনও আসেনি, তুমিও তখন প্রস্তুত হওনি, তাই দীর্ঘকাল তোমার মধ্যে এ চেতনা ছিল না। এখন তোমাকে জাগতে হবে এই চেতনাতে।...অনন্ত কালের ভিতর থেকে আমি তোমায় বেছে নিয়েছি পৃথিবীতে আমার বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে, প্রচ্ছন্নভাবে নয়, প্রকাশ্যে, সকল লোকের স্থূলদৃষ্টির সামনে। তোমাকে যে জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাই এবার তোমাকে হতে হবে'।"

রীতিমত কাজে লেগে যাবার অনেক আগের থেকেই মা এইভাবে ভগবানের প্রেরণা পাচ্ছেন, তাঁর আদেশ শুনছেন, নিজেকে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছেন। অথচ এর ভিতর দিয়েই নিরন্তর ভগবৎ-দর্শন চলেছে, সব-কিছুর মধ্যেই নিজেকে একাত্ম ক'রে দেখছেন। এর চার মাস পরে লিখছেন—

এপ্রিল ৭, ১৯১৭

"গভীর নিবিষ্টতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দেখি যে একটি বিশিষ্ট চেরী ফুলের সঙ্গে আমি এক হয়ে গেছি, তার পর তার থেকে শুরু ক'রে সমস্ত ফুলগুলির সঙ্গেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন চেতনার আরো গভীরে নেমে গেলাম একটি নীলাভ শক্তির ধারাকে অনুসরণ ক'রে, তার পর হঠাৎ দেখি যে আমি সেই চেরী গাছটাই হয়ে গেছি, অসংখ্য ডালপালায় ভরা ফুলের পরিপূর্ণ অঞ্জলি নিয়ে আমি যেন আকাশের দিকে আমার অসংখ্য হাত উঁচু ক'রে তুলে ধরেছি। তখন স্পষ্ট শুনতে পেলাম সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে তোমার বাণী :

'চেরী গাছগুলির আত্মার সঙ্গে যখন নিজেকে তুমি এক ক'রে ফেললে তখন বলি শোনো এটা কি হচ্ছে ; এ স্বয়ং ভগবানই, তিনিই আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে এই ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করছেন।'

এইটুকু লেখবার পরেই সব মিলিয়ে গেল ; কিন্তু এখন আমার শিরায় শিরায় ঐ চেরী গাছের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তার সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে এক অতুলনীয় শান্তি ও শক্তি। মানুষের দেহে আর গাছের দেহে তফাৎ কোথায় ? কোনোই তফাৎ নেই, যে-চেতনা এই দুইএর মধ্যে, সে-চেতনা তো একই।

চেরী গাছ তখন আমার কানে কানে বললে—'বসন্ত কালের সব কিছু রোগের ওষুধ রয়েছে আমার এই চেরী ফুলের মধ্যে'।"

এ-সব হলো দিব্য অনুভূতির কথা, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে গেলে ভুল হবে। এর রহস্য কেবল তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে নিজেরা এই ধরণের অনুভূতি লাভ করেছেন। কিন্তু এ কথাটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মা তখন আপন অন্তরের মধ্যে এক রকমের নীরবতা লাভ করেছেন যার ফলে তিনি ভগবানের সঙ্গে ও বিশ্বজগতের সব-কিছুর সঙ্গে একাত্মবোধের একটা আভ্যন্তরিক অনুভূতি পাচ্ছেন। আর তারই জোরে তিনি সব রকমের অবস্থার জন্যে আর সকল প্রকার কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন। তিনি এ কথা নিজের মধ্যে বোধ করতেও পারছেন যে এইবার তিনি এমন কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পাবেন যা স্বয়ং বিধাতার অভিপ্রেত আর সেই কাজ করবার জন্যেই তিনি জন্ম নিয়েছেন।

পণ্ডিচেরী থেকে চলে যাবার প্রায় পাঁচ বছর পরে আবার তিনি পণ্ডিচেরীতে ফিরে এলেন ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে। তার দুই মাসের মধ্যেই ভগবানের কাছে প্রার্থনাতে তিনি লিখছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জুন ২২, ১৯২০

হে আমার পরম প্রভু, ভাষা দিয়ে বর্ণনার অতীত আনন্দ তুমি আমাকে দান করলে, কিন্তু তার পরেই আমার কাছে পাঠালে এই সংগ্রাম, এই দারুণ অগ্নিপরীক্ষা। কিন্তু তোমার আনন্দের দূতকে দেখেও যেমন আমি খুশি হয়ে হেসেছি, এইগুলিকে আসতে দেখেও তেমনি খুশি হয়ে হাসছি। আগেকার দিনে হলে এমন সংগ্রামের সম্ভাবনামাত্র দেখে আমি ভয় পেতাম, কারণ ওতে আমার নিজের ভিতরকার সযত্ন-রক্ষিত সঙ্গতি ও শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু এখন এ-সব জিনিসকে আমি আনন্দের সঙ্গেই অভ্যর্থনা করছি; এও তোমারই কাজ, তোমারই কাজের এক ধারা, নইলে একে এমনভাবে সামনে এনে ফেলাই যেতো না। এর মধ্যে রয়েছে অনেক দুরূহতা, অনেক রকম শক্তির খেলা। একদিকে যেমন দেখছি যে তুমিই এ সংগ্রামকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছ, অন্যদিকে তেমনি আবার দেখছি যে তুমিই কেমন ক'রে এর ঘটনাবলীর জট ছাড়িয়ে দিচ্ছ, যা কিছু তোমার আলো আর শক্তিকে আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে তাকে পরাস্ত ক'রে সংগ্রামজয়ের সাফল্য তুমিই এনে দিচ্ছ; এমনি ক'রে এই সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তোমারই মহিমা আরো বেশি ক'রে প্রকাশ পাবে।"

তখন থেকেই মা আশ্রমের সব কিছুর ভার আপন হাতে গ্রহণ করতে লাগলেন। তাতে প্রথম প্রথম অনেক বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছাড়া অনেক রকম অসুবিধার ভিতর দিয়েও কিছুকাল অতিক্রম করতে হয়েছিল, কিন্তু মা সে-সব কষ্ট হাসিমুখেই সহ্য করলেন। মনের মতো কাজ পেয়ে এবং কাজের ক্ষেত্র পেয়ে তিনি পরমানন্দেই থাকতেন। কিন্তু এর পর থেকে তাঁর ডায়েরি বা প্রার্থনা লেখা ফুরিয়ে গেল, তিনি এবার রীতিমতভাবে কাজেরই মধ্যে ঝাঁপ দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-গঠন

বিয়াল্লিশ বছর বয়স থেকে মা পণ্ডিচেরীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। তখন আশ্রম বলতে কিছুই ছিল না, একটি মাত্র বাড়িতে থাকতেন শ্রীঅরবিন্দ, তারই উপরতলার একটি ঘরে মায়ের থাকবার স্থান হলো। মাত্র আট দশ জন সহচরদের নিয়ে (বেশীর ভাগ বাঙালী) শ্রীঅরবিন্দ সেখানে তাঁর সাধনা করতেন ও লেখাপড়ার কাজ করতেন। অবস্থাও খুব সচ্ছল নয়, শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই তেমন যত্ন হয় না। দেখবার শোনবার মতো বিশেষ কেউ নেই।

মা সেখানে থেকে প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা শুরু করলেন। সকল সময় তিনি নিজের ঘরের মধ্যেই থাকেন, কেবল দুবেলা খাবার সময়টিতে আর বিকেলে যখন সকলে শ্রীঅরবিন্দের কাছে বসে কথোপ-কথন করে সেই সময়টিতে তাঁকে দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে সকলে বসে চেয়ারে, কিন্তু ইনি বসেন শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে, মাটির উপর একটি আসন পেতে। পরণে তাঁর দেশী শাড়ী ও ব্লাউজ, আবাল্য অনভ্যস্ত হ'লেও তিনি তাই পরেই আছেন। শোনা যায় অনেক-কাল পরে শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁকে নিজে আদেশ করলেন তখনই তিনি আবার ইউরোপীয় বেশভূষা পরতে শুরু করেছিলেন। আশ্রমের সকলেই খেতো মাছ মাংস, এমন কি শ্রীঅরবিন্দ নিজেও তাই খেতেন, কিন্তু মা খেতেন শুদ্ধ নিরামিষ শাকপাতার তরকারি।

এইভাবেই আরো ছয় বছর কাটল। ইতিমধ্যে মায়ের এখান-কার সাধনাও সম্পূর্ণ হয়েছে আর তিনি নিজের হাতে আশ্রম পরিচাল-নার ভারও অনেকটা নিয়েছেন। ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন। ঐ দিন থেকে আশ্রমের সব-কিছুর ভার এবং আশ্রমবাসীদের আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত দায়িত্ব মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বাহ্যজগতের সঙ্গে সকল সংস্রব ছেড়ে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে রইলেন। ঐ দিন থেকেই মা হলেন আশ্রমের 'শ্রীমা'। তখন থেকে ওঁরা দুজনে দুই রকমের কাজের পন্থা গ্রহণ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভার নিলেন কেবল ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করার, আর মা ভার নিলেন যত মানুষদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার। শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করে এখন আরো অন্তরালে গেছেন, কিন্তু সেখানেও সম্ভবত তাঁর ঐ কাজের বিরাম হয়নি। আর মায়ের কাজও আজ পর্যন্ত সেই এক ভাবেই চলেছে, এই তেত্রিশ বছর যাবৎ তিনি পণ্ডিচেরীতে থেকে নীরবে তাঁর কাজ ক'রে যাচেছন, এক দিনের জন্যেও সেখান থেকে কোথাও নড়েননি। মায়ের বয়সও বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজও বাড়ছে।

যাই হোক, ১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ সকল দিক থেকে সরে দাঁড়াবার পরে মাকে প্রথম প্রথম নানারকম অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। আশ্রমের লোকসংখ্যা অনেক বাড়ল, সেখানে আর স্থানসংকুলান হয় না। কিন্তু তিনি শীঘ্রই তার একটা সুমীমাংসা ক'রে ফেললেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অনেক অর্থ লাভ করেছিলেন। তার পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে কেউ জানে না, সেই অর্থ দিয়ে আশে পাশে কিছু কিছু বাড়ি কিনে তিনি আশ্রমটিকে ক্রমে ক্রমে অনেকখানি বাড়িয়ে ফেললেন। তা ছাড়া আরো নানাভাবে আশ্রমে অর্থ এসে পড়তে লাগল। তখন শ্রীঅরবিন্দ এই নিয়ম করে দিলেন যে আশ্রমে যারা এসে থাকবে তারা তাদের সব-কিছুই মাকে সমর্পণ করে দেবে, তা সামান্যই হোক আর যথেষ্টই হোক, আর মা তাদের ভরণপোষণ প্রভৃতি সকল কিছুর ভার নিয়ে নেবেন। সেই নিয়ম এখনও পর্যন্ত চলছে।

এইভাবে মা ক্রমে ক্রমে বেশ বড়ো ক'রেই গড়ে তুললেন এই 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম'। মা নিজের প্রাণ ঢেলে এই আশ্রমটিকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুললেন, আর যারা এখানে আশ্রয়প্রার্থী তাদের সকলকেই ভালোভাবে আশ্রয় দিতে লাগলেন। কিন্তু মানুষকে তিনি যত সহজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিলেন, মানুষ তাঁকে তত সহজে নেয়নি। তাঁকে প্রথম প্রথম অনেকেই সহজে মানতে চায়নি। মাকে সেজন্যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথমত মা বললেন যে এই আশ্রমে বসে বসে কেবল ধ্যান করলেই চলবে না। ধ্যান করছ করো, কিন্তু তা ছাড়াও সকলকে এখানকার কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। অন্য কোনো কাজ নয়, এই আশ্রমেরই পরিচালনার কাজ। এই আশ্রমটিকে সকলে মিলে স্বসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর ক'রে তুলতে হবে। সে-কাজও ভগবানের কাজ, তাঁকে স্মরণ করে নিঃস্বার্থ ও নিরাসক্তভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সে কাজ করতে থাকলে তাতেও ভগবানকে সাধনা করা হবে। কেবল জ্ঞানযোগই যোগ নয়, কর্মযোগও যোগ। শ্রীঅরবিন্দও ঠিক এই কথাই বলেছেন, তাঁর পূর্ণাঙ্গ-যোগে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম কোনোটাকেই বাদ দিলে চলবে না। অতএব সবাইকে নিয়মিতভাবে কিছু কাজ করতে হবে, যে যেমন পারে। এর জন্যে তিনি আশ্রমে কয়েকটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে দিলেন, যেমন খাদ্য বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষি বিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীরা কাজ করবে মায়ের নির্দেশ অনুসারে। শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে সকলের জন্যেই একটা সাধারণ নিয়ম ক'রে দিলেন যে মা যাকে যেমন নির্দেশ দেবেন সেই অনুসারে সকলকে চলতে হবে। মা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে প্রত্যেককে ঠিক ভাবেই নির্দেশ দেবেন।

এতেই কেউ কেউ বিরূপ হয়ে উঠলেন। এইভাবে একজন বিদেশিনী মহিলাকে সর্বেসর্বা বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া সকলের পক্ষে সহজ কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং বললেও তা সহজে কেউ মেনে নিতে রাজি হয় না। কিন্তু মায়ের নিজের ধৈর্যও অসাধারণ, অন্যান্য গুণও অসাধারণ। অনেক দিনের সাধনার ফলে ভগবানের কাছে তিনি এই শক্তি লাভ করেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর সেই দৈবীশক্তির জোরে সকলকেই বশ করলেন। আশ্রমের কাজ সুশৃঙ্খলে চলতে থাকল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর পরে মা আশ্রমে আবার এক নতুন রকমের নিয়ম করলেন, তিনি সকলের শরীরচর্চার দিকে খুব ঝোঁক দিলেন। বললেন যে কাজ-করা ছাড়াও সকলকেই কিছু না কিছু শরীরচর্চায় নিযুক্ত হতে হবে, অবশ্য আপন আপন পছন্দমত।

এমন নিয়ম করবার তিনি যথেষ্ট কারণ দেখালেন। তিনি বললেন যে মানুষের জগতে এখনো এমন দিন আসেনি যখন আনন্দে থাকা ও স্বাস্থ্যবান থাকা সকলের পক্ষে আপনা থেকেই স্বাভাবিক হবে, দুঃখ ও অসুস্থতা আপনা থেকেই তফাৎ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং ঐগুলিকে তফাতে রাখবার জন্যে আমাদের নিত্যই সাবধান থাকা দরকার, যাতে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখা যায় তার বাস্তব চেষ্টা করা দরকার। শরীর-চর্চা দোষের নয়, এটা দরকারী, একজন যোগীর পক্ষেও দরকারী। একে নিতান্ত স্থূল ব্যাপার মনে করা উচিত নয়, এর নাম শারীর সাধনা, এও যোগেরই একটা অঙ্গ। দৈহিক শ্রমকেও দিব্য ভাবাপন্ন ক'রে তোলা যায়, দেহের পরিশ্রম দিয়েও ভগবানের বা গুরুর সেবা করা যায়। প্রাচীনকালে এই জিনিসেরই নাম ছিল 'গুরুসেবা', তখন গুরুকে স্মরণ ক'রে কোনোরকম পরিশ্রমেই সাধকেরা বিমুখ হতো না। শস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা প্রভৃতি নানারূপ শরীর সাধনা সকলকেই করতে হতো। এখানেও সকলকে তাই করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দও মুক্ত কণ্ঠেই এতে সায় দিলেন। তিনি বললেন যে আমরা তো কুস্তিগীর পালোয়ান কিংবা কসরৎগীর ভীমভবানী হওয়া চাইছি না, আমরা চাইছি যে সুস্থ ও সাবলীল ক'রে আপন আপন দেহকে গড়ে তোলো। সাধনা কেবল মনের দিক দিয়েই নয়, প্রাণের দিক দিয়েই নয়, দেহের দিক দিয়েও চাই সাধনা, তবেই তা হবে পূর্ণাঙ্গ যোগ। এ বিষয়ে কারো উপরে অবশ্য কোনো বাধ্যতা থাকবে না, যে যেমনভাবে পারবে শরীরচর্চায় যোগ দেবে। খেলাধুলাও মাঠে একরকম শরীরচর্চা।

অনেকেই এতে খুশি হয়ে সায় দিলে, কিন্তু কেউ কেউ দারুণ বিদ্রোহ ক'রে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা জয় করলেন সকলকেই। জয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন তিনি শাসনের দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা নয়, অভয়ের দ্বারা। দেখিয়ে দিলেন তিনি সবাইকে যে সত্যিকার মা হওয়া কা'কে বলে।

এ বিষয়ে শ্রীদিলীপকুমার তাঁর নবপ্রকাশিত Sri Aurobindo came to me নামক পুস্তকে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে একটি চমৎকার কাহিনী বলেছেন, সেটি এখানে অনুবাদ ক'রে উদ্ধৃত ক'রে দেবার লোভ সম্বরণ করা গেলনা, আশা করি তিনি এর জন্যে ক্ষমাই করবেন—

"একবার কি একটা কারণে আমার মনে এক বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো যে মা আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবিচার করছেন। অমনি আমার বেজায় রাগ হয়ে গেল, আমি মাকে সোজা বলে পাঠালাম যে আমি আর তাঁর কাছে যেতে চাইনা, তাঁর সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকেও বেশ লম্বা একখানি চিঠি দিলাম, তাতে লিখলাম যে আমি কেবল তাঁর মুখ চেয়েই এই আশ্রমে এসেছিলাম, কিন্তু তাই বলে মায়ের এ সব অবিচার আমি মানতে রাজি নই, তার চেয়ে বরং আমার পক্ষে আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। আরো আমি এটা খুলে লিখে দিলাম যে মায়ের চেয়ে শ্রীঅরবিন্দকেই আমি বেশি ভালোবাসি, সেইজন্যেই আমার উপরে মায়ের এত আক্রোশ। কিন্তু তার তো আর কোনো উপায় নেই, ভালোবাসাকে যার দিকে খুশি মোড় ফেরানো যায় না। শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলেছিলেন বলে তাঁর কথাতেই আমি মাকে এ পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নিয়ে চলছিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পরে স্বয়ং মাকেও আবার লিখে পাঠালাম— 'শ্রীঅরবিন্দকে তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসি বলেই যদি তুমি আমার উপর নারাজ হয়ে থাকো, তাহ'লে তাতে আমার কিছুই করবার নেই। আসল সত্যি কথাটাই তাই যে তাঁর জন্যেই আমি এখানে এসেছিলাম, তাঁর কথাতেই তোমাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলাম। আমি জানি যে তিনি আমার এ-ভাব পছন্দ করবেন না, কিন্তু আমার প্রকৃত মনোভাব হলো এই। এখন তুমি যা খুশি তাই করতে পারো; আজ সন্ধ্যাতেই আমি এখান থেকে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি: কিন্তু তিনি নিজে আমাকে যেতে বলুন, তবেই আমি যাবো, তোমার হুকুমে নয়।'

এর পরে আমি গুম্ হয়ে বসে আছি, শ্রীনলিনী গুপ্ত এসে খবর দিলেন যে মা তোমাকে ডাকছেন। আমি চটে উঠে বললাম—'আমি তাঁর চোখ রাঙানীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধার ধারি না, ডাকলেও আমি যাবো না। কেবল গুরুদেবের চিঠির জন্যে বসে আছি, তাঁর কাছ থেকে চিঠি এলেই আমি এখান থেকে চলে যাবো।'

শ্রীনলিনী গুপ্ত বললেন—'মা কোনো অনুযোগ করতে তোমাকে ডাকছেন না। তিনি বললেন যে তুমি ভুল বুঝেছ। যাই হোক, তিনি যখন সব কথা বুঝিয়ে বলবার জন্যেই তোমায় ডাকছেন তখন না গেলে সেটা তোমার অভদ্রতা করা হবে।'

অগত্যা মুখ ভার ক'রে আমি মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

মা আমার দিকে চেয়ে কেবল একটু হাসলেন, কিন্তু সে এমন হাসি যা মা ছাড়া আর কেউ হাসতেই পারবে না। আমি তো সেই হাসি দেখে অবাক! এই অপ্রত্যাশিত রকমের হাসি দেখেই আমার মনে একটা আশা জাগলো যে তাহ'লে একেবারে হতাশ হবার মতো কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গেলাম যে ওঁর ঐ হাসিটুকুর উপরে আমার তাহ'লে কতটাই নির্ভর ছিল, যদিও মুখে বলছিলাম যে ওঁকে আমি গ্রাহ্যই করি না। ঐটুকু ছাড়া কেই বা এমন নির্বান্ধব জায়গাতে এমনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করতে পারতো ? আর আমি তো অনেকবার নিজের চোখেই দেখেছি যে কতখানি ওঁর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা করবার শক্তি। মায়ের ঐ হাসিটুকু দেখেই আমার মনের মধ্যে অনেক কথা একসঙ্গে জেগে উঠল, আমি তাঁর সামনেই মেঝের উপর বসে পড়লাম। মা তখন নিজের মাথার সুন্দর চুলগুলি আলুলায়িত ক'রে একটা ছোটো টুলের উপর বসেছিলেন। তিনি আমার কাঁধের উপর হাত রেখে স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অতি কষ্টে আমি আমার উদ্যত অশ্রুকে দমন ক'রে নিলাম।

মায়ের চোখ দিয়ে তখন এক অপূর্ব রকমের আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, তার মধ্যে ক্ষমতা, মমতা ও দীনতা যেন একসঙ্গে মাখামাখি। বেশ সহজভাবে তিনি আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমিই বলো দেখি, শ্রীঅরবিন্দকে এতটাই যে জন ভালোবাসে, আমি কি তার উপরে কখনো একটুও রাগ করতে পারি ? আমার নিজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যে কতখানি তোমাকে স্নেহ করেন সে তো তোমার অজানা নেই। তাহ'লে তিনি নিজেই যার উপর এত সদয় আমি কেমন ক'রে তার উপর রাগতে পারবো ? সে কি আমার পক্ষে সম্ভব ? আমার সমস্ত কিছু দিয়ে তাঁকে খুশি করবার জন্যেই তো আমার এখানে থাকা— আর তোমরাও যারা তাঁর প্রিয় ভক্ত, তোমরাও তো সব কিছু ছেড়ে সেইজন্যে এখানে এসে রয়েছ!'

মা হয়তো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার চোখ থেকে জল বইতে শুরু করেছে দেখে তিনি থেমে গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই দিন আমি এক নতুন দৃষ্টিতে প্রথম দেখতে পেলাম যে খাঁটী আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা থাকলে তাতে মানুষকে কতখানি নম্র ক'রে দিতে পারে। সেইদিন থেকেই মাকে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত মা বলে মেনে নিলাম। সেইদিন হলো আমার আসল দীক্ষা।

মন বিগড়ে গেলে কতবার আমি মায়ের তীব্র সমালোচনা করেছি—অনেক সময় তা হয়তো বিনা কারণেই, আর অনেক সময় ভুল বুঝে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তিনি আমার কাছে নিজে এসে তাঁর দিকের যুক্তিটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি যে তাঁর কত অপমান করেছি সেদিকে মোটে ভ্রূক্ষেপই করেননি, অথচ সত্যের কখনো অপলাপ হতে দেননি। সেইখানেই আমাদের হলো সব চেয়ে মুশকিল। সত্যকে তিনি জোর করেই আঁকড়ে থাকতেন, কিছুতে তার থেকে এক পা নড়তেন না। এটাকে আমরা ভাবতাম কঠোরতা, কিন্তু এই ভাবে সত্যকে ভিত্তিস্বরূপ না করলে কখনই তিনি এতটা বড়ো হতে পারতেন না।...অপরাধীকে তিনি প্রতি বারেই ক্ষমা করতেন, তাকে শোধরাবার স্থযোগ দিতেন, কিন্তু তাঁকে কখনো ঠকানো যেতো না, কারণ সাধনার গুণে তিনি এমন এক অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছিলেন যাতে সব-কিছুই জেনে ফেলতেন।”...

এমনি বহুবিধ উপায়েই মা সকলকে জয় করেছেন। তিনি জানতেন যে মা হতে গেলে তাঁকে স্নেহশীলাও হতে হবে, ক্ষমাশালাও হতে হবে, আবার কঠিনাও হতে হবে। ছেলেদের মানুষ করতে গেলে মানুষের মাকেও ঠিক তাই হতে হয়।

যাই হোক মায়ের কার্যকুশলতার গুণে সেই আশ্রম এখন ছোটো একটি শহরের মতো এক বিরাট আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ন'শো লোক সেখানকার প্রায় দু'শোখানা বাড়িতে বাস করে, তা ছাড়া সাতশো জন শ্রমিক সেখানে নানা বিভাগে নিত্য কাজ করে। ওর মধ্যে ‘গোলকুণ্ডা’ নামে এক অপূর্ব আধুনিক ধরণের বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে, যার তুলনা নাকি সমগ্র এশিয়ার মধ্যে আর কোথাও নেই। বহু অতিথি অভ্যাগত সেখানে স্থান পেতে পারে। সেখানকার নতুন ধরণের ইট কাঠ সরঞ্জাম প্রভৃতি সব-কিছু আশ্রমেই তৈরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে যারা থাকে তারা সকলেই সন্তুষ্ট, সকলেই সুখী। খাবার পরবার কোনো ভাবনা তাদের কাউকেই ভাবতে হয়না। সব-কিছু ভাবনা মায়ের, সব-কিছুর ভার মায়ের। যার যা প্রয়োজন তা মায়ের কাছে জানালেই হলো। তবে সকলকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। এখানকার একটা বিশেষত্ব এই যে স্ত্রী পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই, পরিচিত বা অপরিচিত স্ত্রী ও পুরুষে একত্রে মিলে সবাই আপন আপন কাজ ক'রে যায়, তাতে কারো কিছু বাধে না। আর ছোটো কাজ ও বড়ো কাজের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। সব কাজই সমান, যাকে মা যে কাজের ভার দেবেন সে অম্লানবদনে তাই করতে থাকবে। এখানে পদমর্যাদা বা আত্মাভিমানের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা, সব কাজই মায়ের কাজ। বাসন মাজতেও কারো দ্বিধা নেই। এই ভাবে আশ্রমের সব কিছু কাজ আশ্রমবাসীরা নিজেরাই ক'রে থাকে। এমন কি বাইরের থেকে যারা সেখানে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে আসে তারাও ইচ্ছাপূর্বক ঐ সকল কাজে যোগদান করে মায়ের অনুমতি নিয়ে। সকলের সঙ্গে তারাও খাটে, নিঃস্বার্থ কর্ম হিসাবে সেটাকে তারা সৌভাগ্য এবং সাধনারই অন্তর্গত বলে মনে করে।

আশ্রমের কাজের সুব্যবস্থার জন্যে বহু রকমের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ আছে।

বাড়ি তৈরি ও বাড়ি মেরামতের জন্যে এক স্বতন্ত্র পূর্ত বিভাগ আছে, তার মধ্যে তদুপযোগী নানা রকমের কারখানা আছে। এছাড়া আছে তার পৌর স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ, জল সরবরাহ বিভাগ, ইলেকট্রিক বিভাগ। আর আছে কাঠের দরজা জানলা ও ফার্নিচার প্রভৃতি প্রস্তুতের বিভাগ।

খাদ্য বিভাগে বহু লোকই নিযুক্ত থাকে, কারণ আটশো লোকের প্রত্যহ তিন বারের খাদ্যের ব্যবস্থা সেখানেই হয়ে থাকে। কখনো কখনো খাবার লোক হাজারেরও অধিক হয়ে যায়। এর জন্যে একটি সাধারণ পাকশালা ও সাধারণ খাবার জায়গা আছে, অধিকাংশ লোকেই সেখানে গিয়ে খায়। কিন্তু অনেকে আবার আপন আপন ঘরে খাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা ক'রে নেয়, তাদের জন্যে ঠেলা গাড়ি ক'রে স্বতন্ত্রভাবে টিফিন কেরিয়ারে খাদ্যগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আশ্রমের সকল খাদ্যই নিরামিষ এবং ঝাল মশলা প্রভৃতি বর্জিত। অথচ সবই পুষ্টিকর খাদ্য। সকালে দেওয়া হয় পাঁউরুটি, দুধ ও কলা। দুপুরে ভাত, তরকারি, লেবু, দই, কলা। রাত্রে রুটি, তরকারি, দুধ। এরই মধ্যে নানারূপ অদলবদল অবশ্য করা হয়।

খাদ্য-উৎপাদনের জন্যে রয়েছে কৃষি বিভাগ। আশ্রমের জমিতে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া ফল মূল ও সবজির বাগান আছে। সেখানে তরি তরকারি যা উৎপন্ন হয় তাতেই প্রায় সারা বছর চলে যায়। নারিকেল ও কলা সেখান থেকে যথেষ্টই আসে।

তার পরে আছে প্রকাণ্ড ডেয়ারী বা গোশালা। পশ্চিম দেশের বহুসংখ্যক বাছা বাছা স্বাস্থ্যবান গরু এনে সেখানে রাখা হয়েছে, ন'শো লোকের প্রত্যেকেরই জন্যে খাঁটি দুধ সেখান থেকে প্রত্যহ দুবেলা সরবরাহ করা হয়।

এ ছাড়া পোল্ট্রি আছে, সেখানে প্রচুর মুর্গি আছে ডিমের জন্যে—রোগী ও ছোটোদের প্রয়োজনে।

আশ্রমের মধ্যে স্বতন্ত্র এক নিজস্ব বেকারী আছে, সেখানে যেমন উৎকৃষ্ট পাঁউরুটি প্রস্তুত হয়, অনেকে বলে ইউরোপের অনেক দেশেই তেমন মেলে না।

আশ্রমের জন্যে স্বতন্ত্র ময়দার কল ও তেলের কল আছে, আশ্রমের ব্যবহার্য ময়দা ও তেল প্রত্যহ সেখান থেকেই আসে। কয়লা বিভাগ স্বতন্ত্র, যারা নিজেরা রাঁধতে চায় বা অন্য কোনো কাজের জন্যে উনন ব্যবহার করতে চায় তাদের জন্যে সেখান থেকেই কয়লা সরবরাহ করা হয়।

এ ছাড়া দর্জি বিভাগ আছে। এখানে নূতন জামাকাপড় তৈরি ও পুরাতন রিপু করা হয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই জন্যে সেখান থেকে প্যান্ট জামা ব্লাউজ প্রভৃতি প্রয়োজনমতো প্রস্তুত ক'রে দেওয়া হয়। কাপড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধোলাই বিভাগ স্বতন্ত্র, সেখানে আধুনিক রীতিতে কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করা হয়, সপ্তাহে পাঁচখানি কাপড়জামা প্রত্যেকেই সেখানে দিতে পারে। জুতা প্রস্তুত বিভাগ স্বতন্ত্র, সেখান থেকে প্রত্যেকে বছরে এক জোড়া করে স্যাণ্ডেল জুতা, খেলার জুতা পেয়ে থাকে, তাছাড়া সকলেরই জুতা সেখানে মেরামত করা হয়।

খাওয়া পরার অতিরিক্ত আরো যা-কিছু যার দরকার তা সময় থাকতে লিখে পাঠাতে হয়, আশ্রমের ক্রয়বিভাগ সেগুলি কিনে সংগ্রহ ক'রে রাখে। প্রতি মাসের প্রথম দিনে সকলে যখন মায়ের আশীর্বাদ নিতে যায় তখন প্রত্যেকের চাহিদা অনুসারে জিনিসগুলি তাদের হাতে হাতে দেওয়া হয়।

আশ্রমে কুটির শিল্প বিভাগও একটি আছে, সেখানে মেয়েরা নানারূপ বোনার কাজ করে ও পাপোষ থেকে শুরু ক'রে অনেক কিছুই টুকিটাকি জিনিস বানায়।

আশ্রমে একটি বেশ বড়ো রকমের ছাপাখানা আছে, সেখানে চারটি আধুনিক মনোটাইপ মেসিন আছে। সেখানে প্রায় দশ রকম ভাষাতে বই ও সাময়িক পত্র ছাপা হয়। ভালো ভালো ছবির ব্লকও সেখানে ছাপা হয়ে থাকে। তার মধ্যেই স্বতন্ত্র এক বাঁধাই বিভাগ আছে এবং তার জন্যে নানা রকমের মেসিনও আছে।

টুকরো টাকরা কাগজপত্র ও ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি কোনো কিছুই ফেলা যায় না। সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে নানারকম কার্ডবোর্ড প্রস্তুত করা হয়, মোটা কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এরূপ কাগজ প্রস্তুত করবার একটি কলও সেখানে স্থাপিত হয়েছে।

এ ছাড়াও নানাবিধ মেরামতি কাজের জন্যে দুটি বড়ো বড়ো কারখানা আছে। সেখানে মোটরগাড়ি ও নানারকমের যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়, তৈজসপত্র ঢালাই করা হয়, স্প্রে পেইন্টিং করা হয়, এবং আরো বহুরকমের কাজ হয়ে থাকে। যারা এ-সব বিষয়ে শিক্ষা নিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চায় তাদের সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাইরের অনেকেও এখান থেকে কাজ করিয়ে নেয়।

বাগান বিভাগ ও ফুলের বিভাগ একেবারে স্বতন্ত্র। সেই বিভাগের কাজ, প্রত্যহ সকালে বিভিন্ন বাগান থেকে ফুল সংগ্রহ করা এবং তা মায়ের কাছে ও অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া। এই ফুলের বিভাগ ও ফুলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরো অনেক কথা স্বতন্ত্রভাবে বলা দরকার হবে।

রোগের চিকিৎসার জন্যে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেবার ব্যবস্থা আছে। দাঁতের বিভাগ ও পরীক্ষাদির জন্যে স্বতন্ত্র একটি ল্যাবরেটারিও সেখানে আছে। কিন্তু এত কাল পর্যন্ত আশ্রমে একটি হাসপাতালের অভাব ছিল। সম্প্রতি সে অভাবও দূর করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের খ্যাতনামা সার্জন ও প্রফেসর শ্রীপ্রভাত সান্যাল সম্প্রতি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে মায়ের আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি আশ্রমেই বাস করছেন। তিনিই সেখানে একটি আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলবার ভার নিয়েছেন।

আশ্রমে সকল দিক দিয়ে প্রতি মাসে প্রায় লক্ষাধিক টাকা অর্থাৎ বছরে প্রায় বারো চৌদ্দ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ টাকা যে নিয়মিতভাবে কোথা হতে আসছে তার খবর কেউই জানে না, কেবল মা জানেন। শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পর মনে হয়েছিল যে এবার বুঝি আশ্রমের ব্যয়সংকোচ করতে হবে, যেহেতু টাকা আসতো শ্রীঅরবিন্দেরই নামের জোরে। কিন্তু তার বদলে বরং এখন খরচ আরো বেড়েই যাচ্ছে। আশ্রমের জন্যে ইতিমধ্যে আরো চার পাঁচখানি নতুন বাড়ি কেনা হয়েছে, আরো প্রায় একশো দেড়শো আশ্রমবাসীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

সবই সম্ভব হয়েছে মায়ের শক্তিতে। এবং তাঁরই শক্তিতে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চলে যাচ্ছে। সকল বিভাগের তত্ত্বাবধান তিনি স্বয়ং করেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে ও বিনা অনুমোদনে কোনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভাগে কারো দ্বারা সামান্য কাজটিও হতে পারে না। তুচ্ছ থেকে বৃহৎ সমস্ত কাজই হয় তাঁরই নির্দেশে। হিসাবপত্র সমস্তই তিনি নিজে দেখেন। এমন কি 'বুলেটিন' পত্রিকার সামান্য চাঁদার বিলটি পর্যন্ত তিনি নিজের হাতে সই করেন।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব মায়েরই। তাঁর এ এক অভিনব আদর্শ রাজ্যগঠন। ভবিষ্যতের মানুষ যখন দিব্য জীবন লাভ করবে তখন তাদের রাজ্য কেমন হওয়া সম্ভব হবে, এ যেন তারই এক জীবন্ত পূর্বনমুনা-স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র গঠন

কেবল আশ্রম গড়ে তোলাতেই মায়ের কাজের সমাপ্তি নয়। আশ্রম থেকে এবার তিনি এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছেন। ১৯৫২ সালে এর উদ্বোধন হয়েছে। এর নাম দিয়েছেন "শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র।"

মায়ের অপূর্ব কর্মকুশলতায় আজ যা ছিল সামান্য কাল তাই হয়ে ওঠে বিরাট, আজ যা মুষ্টিমেয় কাল তাই অপরিমেয়। শ্রীঅরবিন্দ যখন দেহাশ্রয় ক'রে রয়েছেন তখন কিছুকাল আগে মা আশ্রমের ভারতীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রথম গড়ে তোলেন একটি পাঠশালা। তিনি তাদের নিয়ে ফরাসী ভাষা শেখাতেন এবং আরো নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে মাকে ঘিরে বসতো, আর মা তাদের নিয়ে গল্পও বলতেন, গল্পচ্ছলে শিক্ষাও দিতেন। এমনিভাবেই শিক্ষা দেওয়া মা খুব পছন্দ করেন, তিনি বলেন যে এখনও এদের মধ্যে পাক ধরেনি, আগ্রহ জন্মে দিতে পারলে এঁদের অনেক রকম জিনিসই শেখানো যায়, যেমন খুশি সেইভাবে গড়া যায়। যার যেদিকে শিখবার আগ্রহ দেখেন, তাকে মা সেই দিক দিয়েই যথেষ্ট উৎসাহ দিতে থাকেন। এতে তারাও মায়ের কাছে শিক্ষা নিতে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কেউ যদি কোনো কারণে মায়ের পাঠশালায় গিয়ে হাজির হতে না পারে তাহলে তার ভারী মন খারাপ হয়ে যায়। মায়ের কাছে যাবার জন্যে সকলে ছটফট করে। মাও তাদের জন্যে তেমনিই ব্যাকুল।

এইভাবেই মায়ের পাঠশালার প্রথম গোড়াপত্তন। তারপরে তাঁর শখ হলো যে তিনি ভারতের সকল দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়ে তাদের গোড়া থেকেই নতুন রকম করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছেলেমেয়েকে নিয়ে তা হয় না। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়াতে লাগলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের ভক্ত যারাই পণ্ডিচেরীতে যাতায়াত করে তাদেরই বলেন তাদের দুএকটি ছেলে-মেয়েকে তাঁর আশ্রমে রেখে যেতে। স্বয়ং মায়ের কাছে শিক্ষা পাবে, যত্নে থাকবে, এতে খুশি হয়ে বাইরের কেউ কেউ তাদের ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা করেই সেখানে রেখে আসে। তা ছাড়া ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা মায়ের মধ্যে কী দেখে, তারা আপনা থেকেই সেখানে থেকে যায়। এইভাবে মায়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। যা ছিল ছোটো একটি পাঠশালা, তাই হয়ে উঠল বেশ বড়ো একটি বিদ্যালয়। আশ্রম থেকে অনেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীও জুটলো, আবার ছেলেরা ছাড়া বুড়োরাও সেই সব ক্লাসে যোগ দিতে লাগল। দেখতে দেখতে মায়ের বিদ্যালয় পুষ্ট হয়ে উঠল, নানা ভাষা, নানা বিদ্যা সেখানে শেখানো হতে থাকল।

এখন সেই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই মা শ্রীঅরবিন্দের বহুদিনের পরিকল্পনা অনুসারে একই নতুন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের স্থাপনা করেছেন। এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা শ্রীঅরবিন্দেরই অভিপ্রেত ছিল, মা তাঁরই অভিপ্রায়কে বাস্তবে পরিণত করলেন।

এই ইউনিভার্সিটি কেন্দ্র বলতে কি বোঝায় সেটা আমাদের আগে ভালো ক'রে জানা দরকার। কথাটা শুনলেই হয়তো মনে হবে যে ইউরোপীয় ধরণের নতুন ফ্যাশনের একটা বিদ্যায়তন গড়ে তোলা। কিন্তু তা মোটেই নয়, এ-ভারতেরই অতি প্রাচীন জিনিসের পুনরাবিষ্কার। শিষ্যেরা বা শিক্ষার্থীরা গুরুর গৃহে গিয়ে গুরুর সঙ্গে একত্রে থেকে শিক্ষালাভ করবে, যতদিন না শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় ততদিন নিজের গৃহে ফিরবে না, এই ছিল এখানকার প্রাচীন ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের বলা হতো ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ কেবল সেখানে শাস্ত্রাদির শিক্ষা দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ভগবানের সঙ্গে বা ধর্মের সঙ্গে সে-শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, আর নির্মল একটা ধর্মের আওতার মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গড়ে উঠত। সেগুলি প্রায়ই লোকালয় থেকে দূরে কোনো এক নির্জন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতো। গৃহস্থ ঋষিরা তার পরিচালনা করতেন, ঋষি আর ঋষিপত্নী দুজনে মিলে শিক্ষার্থীদের আপন সন্তানের মতো ক'রে গড়ে তুলতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুরুপত্নীর সহায়তা, বিশেষত গুরুশক্তিরূপে, এই ছিল ভারতের নিজস্ব এক তান্ত্রিক রীতি। উপনিষদের কোনো কোনো অংশ থেকে মনে হয় যে মেয়েরা কখনো কখনো অধ্যাপনারও ভার নিতেন। আর তখনকার কালে হয়তো ছেলেরা ও মেয়েরা একত্রেই শিক্ষা পেত। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধদের বিহারে কিন্তু মেয়েদের কোনো স্থান হলো না। আজকাল অবশ্য ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্রভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই সব কথা শুনেছি বেদ ও উপনিষদে অভিজ্ঞ শ্রীঅনির্বাণের কাছ থেকে। মায়ের ইউনিভার্সিটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুবই উচ্চাশা পোষণ করেন। তিনি বলেন, এর সুফল অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথও তাঁর শান্তিনিকেতনে এই ধরণের জিনিস গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সেখানে কলাবিদ্যার দিকেই ঝোঁক বেশি, তপস্যা সেখানে গৌণ। তাঁর নিজের আধ্যাত্মিকতা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু শিক্ষার মধ্যে তাকে তেমন ভাবে অঙ্গীভূত ক'রে দেননি। গান্ধীজীর আশ্রমে তপস্যার দিকেই খুব ঝোঁক, কিন্তু কলাবিদ্যা সেখানে অবহেলিত।

এখন কথা এই যে এখনকার যুগে এই ধরণের ছাত্রবিহার ও শিক্ষায়তনকে সার্থক করতে হলে কোন কোন দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকা চাই? এই সম্পর্কে মা বলেন যে প্রথমত, আধ্যাত্মিকতাই হবে তার মূল ভিত্তি। অথচ তা হবে সকল ধর্মনিরপেক্ষ, কোনো ধর্মের দিকেই তার পক্ষপাতিত্ব থাকবে না, কিন্তু কোনো ধর্মকেই স্বীকার করতে সেখানে আপত্তি হবে না, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামত তাদের আপন আপন ধর্মবিশ্বাসকে বজায় রাখতে পারবে। দ্বিতীয়ত, তা হবে জাতি, কুল ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ, অর্থাৎ সকল দেশের সকল রকমের মানুষ, ছেলে এবং বুড়ো, স্ত্রী এবং পুরুষ একত্রে মিলেই সেখানে শিক্ষালাভ করতে পারবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সব চেয়ে বড়ো কথা, স্ত্রী ও পুরুষের যে যৌন-সচেতনতা বাইরের জগতে সর্বত্র দেখা যায়, এই আদর্শ শিক্ষায়তনের ভিতর থেকে তা একেবারে উৎপাটিত ক'রে ফেলতে হবে। তারা যে এখানে শিক্ষাব্রতী ও পরস্পরের সহপাঠী ছাড়া আর কিছুই নয়, এই সুস্থ ও সবল মনোভাবটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত রাখতে হবে। এখন, পুরুষের বদলে স্ত্রীজাতীয় কেউ যদি এমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভার নেন, তবেই মেয়েরা তাদের তরফ থেকে নিরাপদ বোধ করতে পারে আর মাতৃশক্তির প্রভাবে এদিক দিয়ে কোনো বিঘ্ন হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই এ কথা উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে সব জাতিরই শিশুশিক্ষার ভার নিয়েছে মেয়েরা। এখনকার কোনো আদর্শ শিক্ষায়তনের মাথার উপরে একজন মা থাকাই উচিত। পূর্বাপর একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টির দিক থেকে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে প্রকৃতি যেন অনেক কাল থেকে ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিল, তাই এতকাল পরে পণ্ডিচেরীতে তা আজ বাস্তব রূপ নিয়েছে। প্রাণকে, প্রাণের তারুণ্যকে মুক্তি দিতে হবে—এই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু অধ্যাত্ম-ভিত্তি না থাকলে সে-উদ্দেশ্য সফল হবে না, ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা রাখলেও হবে না। দেহের-মনের-প্রাণের-আত্মার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সুসঙ্গতি হওয়া চাই, কারণ ওর সবগুলিকে নিয়েই একটা মানুষ। আরো বিশেষ ক'রে চাই আধ্যাত্মিক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে জাগ্রত করা, এবং শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা সুসঙ্গত সমন্বয় স্থাপনা করা। শ্রীঅরবিন্দ ঠিক এই আদর্শকেই আগের থেকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু বাস্তবে একে রূপ দিতে পারেননি এবং সেদিকে নিজে চেষ্টা করতেও যাননি। তার কারণ এটি কোনো পিতৃ-জাতীয় লোকের দ্বারা হয়না, কোনো কালেই তা হয়নি, এর জন্যে একজন মাতৃজাতীয় কাউকে চাই। কেবল মায়ের দ্বারাই এ কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে। কাজের দিক দিয়ে বাপে ও মায়ে বিলক্ষণ তফাৎ আছে। বাপের কাজ প্রথম জন্ম দেওয়া, মায়ের কাজ তাকে বাড়িয়ে তোলা, তাকে সামলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখা। জগৎ-সৃষ্টি থেকে শুরু ক'রে সকল বিষয়েই এই নিয়ম। সেই কারণেই মা এখানে এসেছেন এবং এখানকার পরিচালনার ভার নিয়েছেন। এখন দেখা যাক তাঁর এ বিরাট প্রচেষ্টা সার্থক হয় কিনা।

শ্রীঅনির্বাণের মতে, মা যে ইউরোপ থেকে এসে উপস্থিত হলেন এও বিধাতারই অভিপ্রেত। ভারত-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইউরোপ থেকে পুরুষ এসেছে আততায়ী হিসাবে, তারা আমাদের সমাজ, ধর্ম, বিশ্বাস সবই ভেঙেছে, আমাদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি ইউরোপীয় নারী এদেশে এসে উপস্থিত হলেন আমাদের নবজন্মদাত্রী হিসাবে, আমাদের পুনরাবিষ্কারক মহা-দেবী হিসাবে। তাঁরা এসে ভারতের আত্মাকে তাঁদের মাতৃহস্তের স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন, তার মহাপুরুষদের স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, তার ঐতিহ্যকে আপন ক'রে নিয়েছেন, এবং সাবিত্রীর মতোই মৃত্যু-মূর্ছিত সত্যবানকে অর্থাৎ এখানকার গণমানবের আত্মাকে প্রাণদান করেছেন। এই মেয়েদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় মাদাম ব্লাভাৎস্কির নাম যিনি এই দেশেরই জিনিস নিয়ে থিওসফির প্রবর্তনা করলেন; তার পরে ভগিনী নিবেদিতা যাঁর শ্রীহস্তের সোনার কাঠি মেয়েদের শিক্ষা থেকে শুরু ক'রে আমাদের কত কিছুকে ছুঁয়ে গেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, তার পরে শ্রীমতী আনি বেসান্ত যিনি একদিকে আমাদের শিক্ষিত সমাজে আধ্যাত্মিকতার এক স্রোত বইয়ে দিলেন আর অন্য দিকে এনে দিলেন হোম রুলের আন্দোলন। তার পরে এবার এসেছেন এই মা। সবই সেই একই মহাশক্তির ধারা, তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। তারই ক্রিয়াতে এই মায়ের হাতে নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পত্তন।

যাই হোক, অতঃপর দেখা যাক কোন কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হচ্ছে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মা যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীঅরবিন্দ আমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে তিনি অনেক বছর ধরে চিন্তা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে অতিমানসের আলোকে গ্রহণ করবার জন্যে ভবিষ্যৎ মানুষের প্রস্তুতির পক্ষে এই হলো এক সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি বলেছিলেন, আজকের দিনের যারা উন্নত মানুষ তারা এর সাহায্যে এক নবতর জাতিতে পরিণত হয়ে উঠবে এবং জগতে এক নতুন রকম আলো ও শক্তির ও নতুন জীবনের অভিব্যক্তির সূচনা করবে।"

এর নিয়মাবলীর মধ্যে এই কথা বলা হয়েছে যে এখানে সকল দেশের সকল জাতের সকল ধর্মের নারী ও পুরুষ মনোনীত ও নির্বাচিত হলেই এখানে এসে থাকতে পারবে, তারা আপন আপন প্রবণতা ও পূর্বশিক্ষা অনুসারে নানা বিদ্যা ও নানা শাস্ত্রের গবেষণা করতে পারবে, পরস্পরকে শিক্ষা দিতে ও নিজেরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। জগতের বিভিন্নরূপ ভাষাভাষী শিক্ষার্থী যাতে তাদের নিজেদের ভাষাতেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থাও এখানে করা হবে, এবং তার জন্যে বিভিন্ন দেশের অধ্যাপকদেরও এখানে স্থান দেওয়া হবে। সকল প্রকারের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চাই এখানে হতে পারবে, কিন্তু সব-কিছু-রই মূল লক্ষ্য থাকবে একটা আধ্যাত্মিক পরিণতির দিকে। যাঁরা শিক্ষা দেবেন এবং যাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন তাঁরা সকলেই এখানে একত্রে বাস করবেন, কিন্তু একত্রে থাকলেও স্বতন্ত্র দেশের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্যে যথোচিত ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্যে স্বতন্ত্র ভবন থাকবে, সেখানে তারা থাকবে সকল দিক দিয়ে নিজেদের দেশের পরিবেশের মধ্যে। পরস্পরবিরোধী হলেও এখানে সকলের মূলে একটা সমষ্টিগত ঐক্য থাকবে। এই শিক্ষায়তনের জীবনধারা কোনো এক নির্দিষ্ট পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্য রীতির অনুসরণ করবে না, অথচ যেখানকার যা কিছু ভালো আছে তাকেই এখানে সসম্মানে স্থান দেওয়া হবে। বিনা বিরোধে চিন্তা এবং রীতি-নীতির দিক দিয়েও এখানে সকল জাতির বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে চলতে দেওয়া হবে, যাতে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সকল রকম সংস্কৃতির একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ব প্রদর্শনীর মতো হতে পারে। তাতে পরস্পরে পরস্পরের সংস্কৃতিকে বুঝতে ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে। এর আসল উদ্দেশ্য হবে যাতে প্রত্যেক মানুষের সমগ্র সত্তাটি সহজে ও সকল দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে, তার জন্যে সব রকমের সুযোগই এখানে দেওয়া হবে। কিন্তু তার ভিত্তি হবে আধ্যাত্মিকতা, কোনো পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির মনোভাব বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব তার মধ্যে থাকবে না। এই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে এক উদার ভাবের শিক্ষা নিয়ে যারা নিজেদের দেশে ফিরে যাবে, তারা সেখানে গিয়ে ঐ ভাবেরই শিক্ষার প্রসার ও প্রচলন করবে। এইরূপে সকল দেশেরই মানুষের জীবনে এক নব চেতনার উদয় হবে, ও তার থেকে জগতে এক দিব্য জীবনের সূচনা হবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই মায়ের এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানকার আরো এক নূতনত্ব এই যে—সকলকে বিনা বেতনেই শিক্ষা দেওয়া হবে, (এমন কি তাদের খাওয়া থাকা প্রভৃতির জন্যেও কিছু দিতে হবে না)। মা এই কথা বলেন—"শিক্ষা জিনিসটাকে আমি দাম নিয়ে বেচতে চাই না।"

এই শিক্ষায়তনটি আপনা থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। পৃথিবীর বহু দূর দূর দেশ থেকেও ছাত্রছাত্রী এসে জুটছে। নানা দেশ থেকে নানা বিষয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যাপকেরা এখানে এসে বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার কাজে ব্রতী হবার জন্যে আবেদন করছেন। তাঁদের কাউকে কাউকে এখানে নেওয়াও হচ্ছে।

সম্প্রতি শ্রী কে. এম্. মুন্সী এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে যান। মা তাঁকে বলেছেন—"তুমি এর দশ বছর পরে আবার একবার এসে দেখে যেও, তখন দেখতে পাবে এর কতখানি সাফল্য।" এর সমুচিত সাফল্যের জন্যে অবশ্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু মা মনে করেন তা কোনোরকমে ঠিকই এসে যাবে।

এখানে কেমনভাবে শিক্ষাদান করা শুরু হয়েছে, সে খবর এখানকার ছাত্রেরাই সব চেয়ে ভালো বলতে পারবে। সম্প্রতি একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্প-বয়স্ক ছাত্র সেখানে গিয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভ করবার পরে তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এ-বিষয়ে একখানি চিঠি দিয়েছিল। চিঠিখানি Mother India কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তাতেই এ সম্বন্ধে অনেক বাস্তব খবর মিলবে। সেই চিঠিখানি তাই এখানে বাংলাতে হুবহু অনুবাদ ক'রে দেওয়া হলো—

২৪-৩-১৯৫৩

"ভাই,

আজ তোমাকে এখানকার আশ্রমের সম্বন্ধেই কিছু লিখবো। আমি এখানে অনেকদিন রয়েছি তাই এখানকার অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। আমার মনে হয় যে কেউ যদি এখানে এক মাসের বেশি থেকে যায় তাহ'লে আর সে এখান থেকে ফিরে যেতে চাইবে না। এখানকার ছেলেরা খুবই ভালো, কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে যায়। আমাদের চেয়ে তারা সকল বিষয়েই অনেক ভালো। প্রত্যেকের মধ্যেই দেখি এমন একটা বিশেষ কিছু গুণ আছে যে সেইজন্যেই তাকে খুব ভালো লাগে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে এর মধ্যেই আমার এত বেশি বন্ধু জুটে গেছে যে আমার নিজের দিকটা নিয়ে কোনো কথা ভাববারই আর সময় পাই না।

আমার এই বিশ্রী হাতের লেখা দেখে যেন কিছু মনে করো না। বড্ডো তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লিখতে হচ্ছে। এখন বেজেছে রাত্রি সাড়ে দশটা, খুবই ঘুম পেয়ে গেছে। আবার কাল ঠিক ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে, এক চোট দৌড়নো আছে, তার পরে বল্লম-ছোঁড়া ও চাকতি-ছোঁড়ার খেলা আছে। সে ভারী মজার জিনিস। রোজই আমি এখানে ব্যায়াম করতে শিখি আর কত রকমের মজার মজার খেলাও শিখি।

আমার মনে হয় যে এখনকার এই সময়টাতেই আমার দিনগুলো সব চেয়ে আনন্দে কেটে যাচ্ছে। ভগবান করুন এমনি আনন্দেই যেন সারা জীবনটাই কেটে যায়।

তোমাকে এখনো বলা হয়নি, আমি আজকাল শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্য পড়ছি, অতি চমৎকার লাগছে পড়তে। ওর থেকে আমার অনেক কিছুই শেখা হয়ে যায়, তাই একবার খুলে বসলে আর আমি তা ছাড়তে পারি না। ওর ভাষা এমনই মিষ্টি যে পড়তে শুরু করলেই তার মধ্যে ডুবে যেতে হয়। হাঁ, একটা কথা কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, এখানকার এই ইউনিভার্সিটিতে যে-সব ছাত্রছাত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে তারা যে আগেকার কালের সাধুসন্ন্যাসীদের মতো বসে বসে যোগ করতেই থাকে, একথা যেন ভেবো না। তা মোটেই নয়, তারা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, অথচ তারা তার মধ্যেই বেশ একটা আধ্যাত্মিক জীবন শুরু ক'রে দিয়েছে। কিন্তু নিজেরা সে-কথা অনেকেই জানে না। সকলেরই এখানকার মায়ের উপর ও শ্রীঅরবিন্দের উপর অগাধ ভালোবাসা ও অসীম শ্রদ্ধা। এই ইউনিভার্সিটিতে চলে আসবার সুযোগ তুমি কিছুতেই ছেড়ো না। জগতের মধ্যে এর কোনো তুলনা নেই।

তুমি হয়তো ভাববে: বাইরের অন্য সব ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এখানকার কীই বা এমন তফাৎ থাকতে পারে? ওঃ, অনেক অনেক তফাৎ। যেমন ধরো, আমি একদিন একটা ক্লাসে গিয়ে বসেছি, সেখানে পড়ানো হচ্ছে জীবকোষের সম্বন্ধে। তুমি তো জানো, এ আর এমন কী গুরুতর বিষয়, আমাদের ওখানকার যত ক্লাসে এই নিয়ে পড়াতে গেলে একদিনেই তা শেষ হয়ে যায়, হয়তো বড়ো জোর দুটো দিন লাগে। কিন্তু এখানে এই একটা বিষয় নিয়েই পড়ানো হয়ে চলেছে ঠিক দুমাস ধরে। আমরা বলব যে এমনভাবে পড়াতে গেলে সারা বছরের মধ্যে কতটাই বা পড়া এগোবে, কিন্তু এখানে কেবল এগোনো নিয়ে কথা নয়, যেটুকু করা হবে তা একেবারে চূড়ান্ত ভাবেই করা হবে। জীবকোষ সম্বন্ধে যদি এখানকার ছেলেদের কিছু লিখতে দেওয়া হয় তাহ'লে তারা পূরো বারোখানা পাতাই এই নিয়ে লিখে ফেলবে, তার মধ্যে হয়তো 'সাবিত্রী' থেকেই কিংবা গুরুদেবের অন্যান্য সব লেখা থেকে নানা রকমের কথা উদ্ধৃত ক'রে দেবে। ওদের লেখা এই সব প্রবন্ধ পড়তেও বেশ ভালো লাগে। আরো একটা আশ্চর্য খবর বলি, এখানকার যে সব ছেলেমেয়ে পাঁচের কিংবা ছয়ের স্ট্যাণ্ডার্ডে পড়ছে, তারাও পর্যন্ত শেক্‌শপিয়রের কাব্য নাটক নিয়ে চমৎকার ভাবে সমালোচনা করতে পারে। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের কলেজের বড়ো বড়ো ক্লাসের ছাত্রেরাও তেমন সমালোচনা করতে পারবে না। আবার এখানকার এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কবিতাও লিখতে পারে যে লেখকের নাম না বললে মনে হবে বুঝি কোনো একজন বিখ্যাত কবির লেখা। এখানকার ইংরেজীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই উঁচু। আর একটা আশ্চর্য জিনিস সেদিন দেখলাম, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষা দিতে বসেছিল, তারা যখন দেখলে যে, প্রশ্নটির উত্তর লিখতে পারছে না তখন তারা পাঁচ মিনিটকাল শুধু চোখ বুজে বসে রইল। তার পরেই তারা চোখ খুলে হঠাৎ উত্তর লিখতে শুরু ক'রে দিলে। পরে দেখা গেল যে, উত্তরটি তারা বেশ ভালো ভাবেই লিখেছে। এর মধ্যে অবশ্যই কিছু মায়ের কৃপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলে যাওয়ার ব্যাপার আছে। আর এখানকার ইউনিভার্সিটিতে কিংবা আশ্রমে বাধ্যতামূলক কাজ বলে কিছুই নেই। তুমি কোনো জিনিসটা শেখো কিংবা না শেখো সে তোমার খুশি। তুমি তো বুঝতেই পারছ, ছেলেমেয়েদের উপর জবরদস্তি না ক'রে যদি তাদের একটু স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহ'লে তারা বরং আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে এবং শেখে। এখানকার প্রত্যেকটি ছেলের মধ্যেই স্কুলে যাবার নামে এত আনন্দ ও আগ্রহ যে তা তোমার ধারণাতেই আসবে না।

আর ছেলেমেয়েরা সকলেই খুব সাহসী। ভয় কাকে বলে তা মোটেই তারা জানে না। নিজেদের বাপ মায়ের সম্বন্ধেও তাদের মনের মধ্যে কোনো ভয় নেই। কেবল মন্দ কাজ করতে তারা ভয় পায়, আর কেউই তা করে না। যদি দৈবাৎ কেউ একটা মন্দ কাজ ক'রে ফেলে, অমনি তখনই সেটা মাকে জানিয়ে দেয়। আর মা যেন স্বয়ং ভগবতী, তিনি তার সে দোষ ক্ষমা ক'রে বরং আশীর্বাদ করেন যাতে আর তেমন দোষ সে আর কখনই না করে। এমনি ভাবে রক্ষা পেয়ে যায় বলেই তারা এতটা সাহসী হতে পারে। এখানে এই জিনিসটি আমার সব চেয়ে ভালো লাগে যে, খেলায় হোক কিংবা পড়াতে হোক কেউ যদি কোনো জিনিসটা না জানে তাহ'লে তাই নিয়ে কেউই তাকে লজ্জা দেয় না, বরং সকলে মিলে তাকে সাহায্য ক'রে সেটা শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়। এইভাবে উন্নতিটা সকলেরই হয়ে যায়, পিছিয়ে কেউই পড়ে থাকে না। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কখনো হয়তো ঝগড়াও করে, কিন্তু দু'মিনিটের মধ্যে আবার নিজেরাই তা মিটিয়ে নেয়। কেউ কখনো মিথ্যা কথা বলবে না, আর সকলেই খুব বিশ্বাসী। আমার তো ভাই মনে হয়, এমন জায়গা আমাদের পক্ষে যেন স্বর্গ। এত আনন্দে থাকা জগতের আর কোনোখানেই সম্ভব নয়। এখানে দুঃখ বলে যেন কোনো জিনিসই নেই, সকলের মুখেই তাই দেখবে হাসি লেগে আছে। আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে জগতের সকল দেশের লোকই একদিন এখানে ঝুঁকে আসবে। ভগবানকে একমাত্র লক্ষ্য ক'রে নিয়ে আমরা সকলেই যেন এইভাবে অগ্রসর হতে থাকি।

গৌতম"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

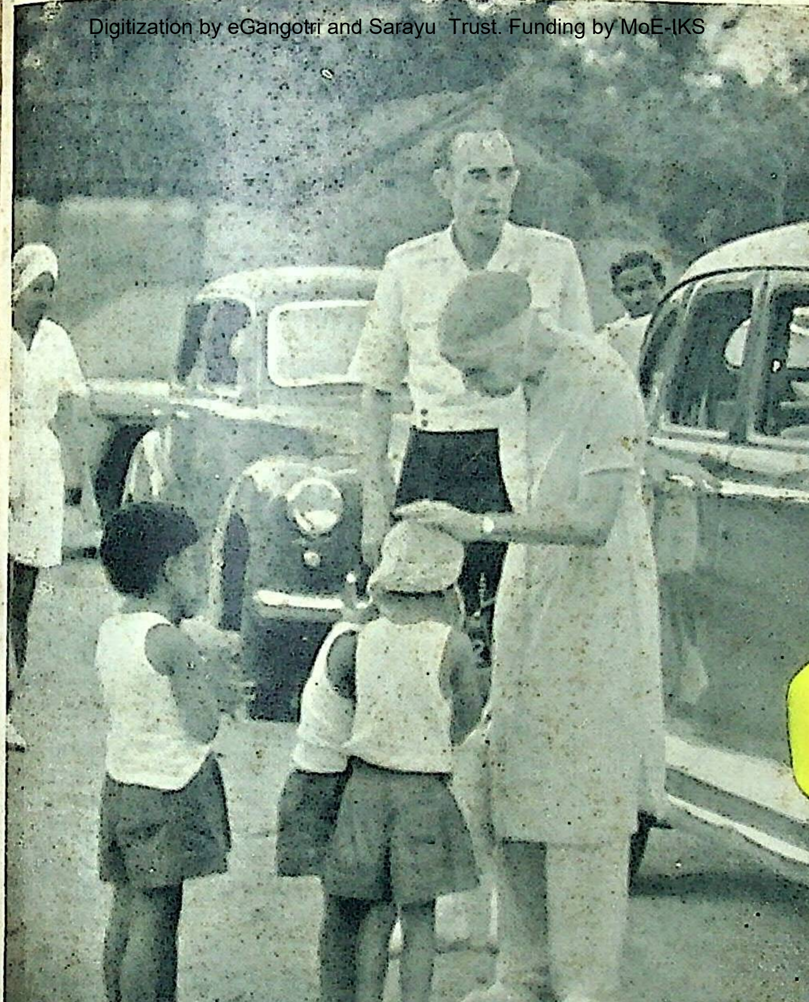

শ্রীমা
[আশীর্বাদ-দানে]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

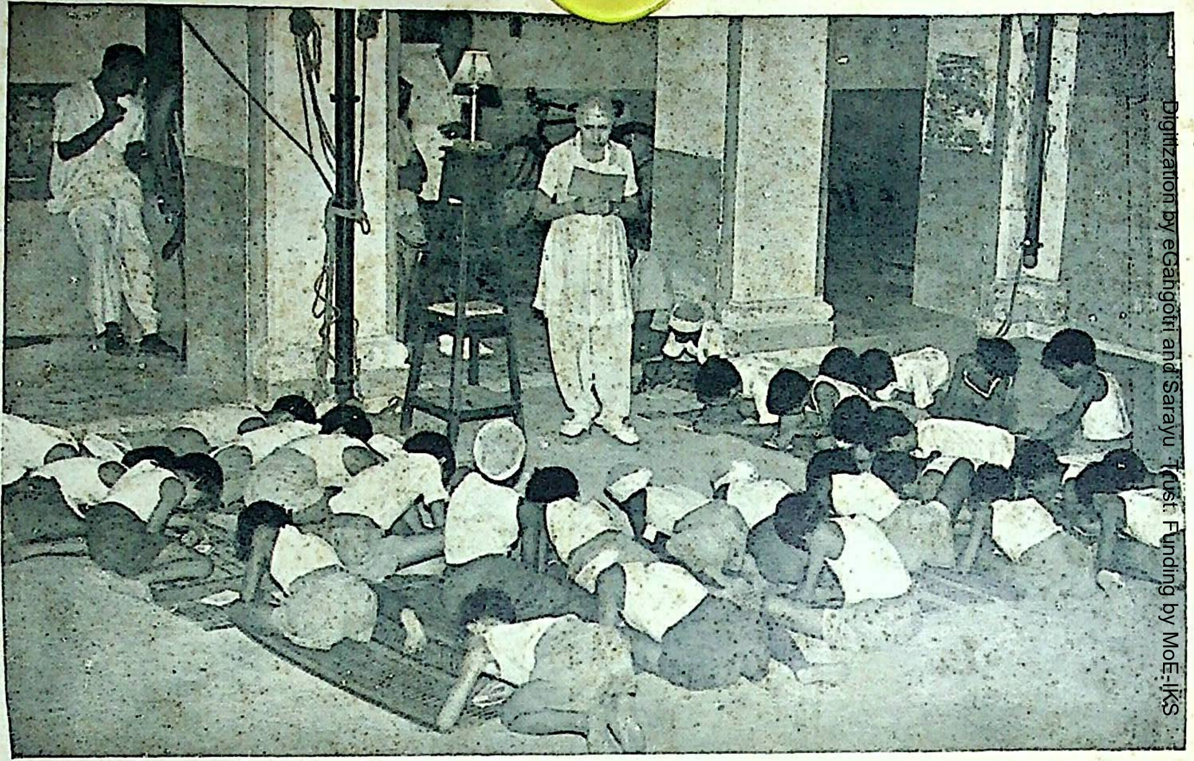

শ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের শিক্ষা

ওখানকার ছাত্রটির চিঠিখানা পড়লে ওখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারা যায়। কিন্তু কেবল ইউনিভার্সিটিতে বা শিক্ষালয়ে এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়, মা বলেন যে প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই এমনি আদর্শ নিয়ে শিক্ষা দেবার ও শিক্ষা গ্রহণ করবার চেষ্টা হওয়া উচিত। শিক্ষার কোনো বয়স নেই, সকল বয়সেই শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া যায়। আজকালকার জগতে যেমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে হয়তো মনের একটা দিকেরই উৎকর্ষ হয়, যারা খুবই যত্নের সঙ্গে লেখাপড়া করে তারা হয়তো এক দিক দিয়েই ধুরন্ধর হয়ে ওঠে, কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে তারা একেবারে অন্ধ ও অজ্ঞ থেকে যায়, বিশেষত আত্মার উন্নতির দিক দিয়ে কোনো কিছুই হয় না। কিন্তু শিক্ষা হওয়া মানেই ভিতরকার সকল দিকের বিকাশ হওয়া, সব দিক দিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীণভাবে যথাসাধ্য প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা। মা বলেন যে এই আদর্শেই শিক্ষা হওয়া উচিত। কোনো দিকটাই তার প্রভাব থেকে বাদ পড়বে না। এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে মা অনেক কথাই বলেছেন এবং লিখেছেন। সংক্ষেপে তার মর্মটুকু এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হল—

"শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে মানুষের পাঁচটি দিক নিয়েই তা শুরু করা দরকার,—অর্থাৎ দেহের, মনের, প্রাণের, অন্তরাত্মার ও আধ্যাত্মিক দিকের শিক্ষা। সবই একসঙ্গে হওয়া চাই। যথা—

১। সব চেয়ে ভালো শিক্ষা হয় দৃষ্টান্তের দ্বারা, আর খুব অল্পবয়স থেকেই তা শুরু করতে হয়। তা ছাড়াও শিক্ষা দেবার কতকগুলি সুন্দর উপায় আছে। প্রথম কথা, নিতান্ত অপরিহার্য না হলে ছেলেমেয়েদের তিরস্কার করা বা শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, তাতে তারা এমনই অসাড় হয়ে পড়ে যে সেই শাসনের কিছু মূল্যই তাদের কাছে আর থাকে না। দোষ থাকলে সেটা তাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালো, আর এটা তাদের গোড়া থেকেই শিখিয়ে রাখতে হবে যে, কোনো দোষ ক'রে ফেললেই তারা যেন লুকিয়ে না রেখে তোমার কাছে অকপটে তা জানিয়ে দেয়। আর জানালে তাই নিয়ে কখনো তিরস্কার করবে না, দোষ স্বীকার করলেই তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা ক'রে বুঝিয়ে দেবে যে কোথায় তার ভুল কাজ হয়েছে, এর পর আর যেন সেই ভুল না করে। ভয় দেখিয়ে কখনই তাদের শিক্ষা দেবে না, কারণ তাহ'লেই তারা গোপন করতে আর মিথ্যা বলতে শিখবে।

দৈহিক শিক্ষা গোড়া থেকেই শুরু করা উচিত। কিন্তু সকল বয়সের পক্ষেই এ শিক্ষা চলতে পারে। এখনও এ শিক্ষা দেবার সময় হয়নি বলেও কোনো আপত্তি করবার নেই, আর বয়স পার হয়ে গেছে বলেও কোনো বাধানিষেধ নেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই শারীরিক চর্চা অবশ্য করতে পারে।

অভ্যাসের দ্বারা শরীরকে সব রকমের কাজই শেখানো যায়। মোটের উপর তিন দিক দিয়ে শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়—(১) দেহের প্রত্যেকটি যন্ত্রের সমুচিত ক্রিয়ার সম্যক অনুশীলন, (২) দেহের সমস্ত অঙ্গের সাবলীল পুষ্টি ও সুসঙ্গতি, (৩) দেহে কোথাও বিকৃতি থাকলে তার সংশোধন। এই তিন দিক দিয়ে নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্যই করতে হবে।

খাদ্য সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হতে হবে। ক্ষুধা অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের খাদ্য খেতে দিতে হবে, তার চেয়ে কমও নয় কিন্তু বেশিও নয়। প্রথম থেকেই তাদের মনে এই ধারণাটি বিশেষ ক'রে এনে দিতে হবে যে, খাদ্য খেতে হবে কেবল শক্তিলাভ ও স্বাস্থ্যলাভের জন্য, রসনাতৃপ্তির জন্য নয়। এমন খাদ্য দিতে হবে যা তাদের প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। সে খাদ্য হবে সুস্বাদু ও অনাড়ম্বর। আর সবাইকে প্রথম থেকেই শেখাতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের প্রতি অনুরাগ। তবে এ শিক্ষা দিতে গিয়ে যেন তাদের মনে রোগের ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া না হয়। ভয় কোনো দিক দিয়েই থাকা উচিত নয়।

সকলেই ঘুম থেকে উঠে একবার কিছুক্ষণের জন্য শরীর-সঞ্চালন অভ্যাস করে নেবে। এতে দেহের আড়ষ্টতা ঘুচবে এবং দেহ সাবলীল হবে। এ ছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম করা ও খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট সময় রাখা চাই। এগুলি শরীরের পক্ষে সব রকমের ওষুধের চেয়ে উপকারী। ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস করা খারাপ, নিতান্ত অপরিহার্য হয়ে না পড়লে সহজে কখনো ওষুধ খাবে না।

২। প্রাণের শিক্ষা হওয়াই বোধ হয় সব চেয়ে বেশি দরকারী। অথচ এ শিক্ষা একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে খুব কমই দেওয়া হয়, তার কারণ এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের ধারণাই অস্পষ্ট, আর জিনিসটাও অত্যন্ত কঠিন। এর জন্য চাই অসীম ধৈর্য ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি।

প্রাণই মানুষের উপর রীতিমত প্রভুত্ব চালায়, আর মানুষ তারই হুকুমের দাস হয়ে থাকে। অথচ প্রাণের ভাণ্ডারেই রয়েছে যত কিছু কর্মক্ষমতা এবং উৎসাহ, কাজেই সব-কিছু বিষয়ে তাকেই মেনে চলতে হয়। কিন্তু নিত্যই রয়েছে তার নানা রকমের আবদার, কিছুতেই যেন তার দাবি মেটে না। প্রাণের তরফের এমন অপ্রতিহত প্রভাব খাটে বলেই মানুষ এই সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছে যে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হলো নিজেকে সুখী করা অর্থাৎ নিজের প্রাণকে সুখী করা, আরো এটা স্থিরসিদ্ধান্ত বলে জেনে রেখেছে যে আমাদের যার যেমন স্বভাব আছে তার পক্ষে সেটাকে কোনোমতে বদল করা অসম্ভব।

এর মধ্যে প্রথমত ঐ সুখী হওয়ার আদর্শটাই ভুল, ওটা জীবনের আসল সত্যের একটা বিকৃতি মাত্র। জীবনের আসল কথা হলো আনন্দ, ঐটি ছাড়া জীবনের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু সে আনন্দ কোনো একটা বাস্তব হেতুর উপর নির্ভর করে না, তথাকথিত সুখই তার উপর নির্ভর করে। অহেতুক আনন্দ আর হেতুজনিত সুখের মধ্যে অনেক তফাৎ। এই সুখ নিত্যই নির্ভর করে কতকগুলি অনুকূল জিনিস ও পারিপার্শ্বিক সুবিধার উপর, তাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয় যে সুখে থাকার জন্য যেমন করেই হোক সেই সুবিধার অবস্থাটি এনে ফেলতে হবে। এই অহং-প্রণোদিত মনোভাব থেকেই পরস্পরের মধ্যে জন্মায় যত কিছু অশান্তি, রেষারেষি আর হানাহানি, আর শেষ পর্যন্ত বিনাশ। অতএব সুখের সন্ধানের বদলে সত্য চেতনা লাভ করাই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া দরকার, এই ধারণাটিকে সকলের মনের মধ্যে এনে দিতে হবে। সুখ আর আনন্দের মধ্যে কতখানি পার্থক্য তা সকলকে প্রথম থেকেই বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আর দ্বিতীয় কথা, স্বভাবের রূপান্তর আনা মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব। এ কাজ পর্বতপ্রমাণ মনে হলেও অবিচল অধ্যবসায় থাকলে আর ভগবৎ কৃপার সহায়তা পেলে তা যে বাস্তবিকই সম্ভব হয় এর বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এর জন্য চাই আমাদের অবচেতন মনকে আপন বশে আনা। আর তার জন্য প্রথমেই দরকার নিজের স্বভাবটিকে ভালো ক'রে চিনে নেওয়া, অনবরতই তার কাজগুলিকে নিরীক্ষণ ক'রে যেতে থাকা। এমনি ভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকলেই দেখা যাবে যে প্রত্যেকেরই স্বভাবের মধ্যে রয়েছে দুই রকম বিপরীত ভাবের প্রায় সমান ওজন, অর্থাৎ সব-কিছুরই যে একটা আলোর দিক ও একটা অন্ধকারের দিক থাকে তা একত্র হয়ে স্বভাবের মধ্যে মিশিয়ে আছে। তাই এটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্য-চরিত্রের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে একদিকে কেউ যতই মুক্তহস্ত অন্যদিকে সে ততই কৃপণ, একদিকে যে খুবই সাহসী অন্যদিকে সে অত্যন্ত ভীরু, একদিকে যে উদার অন্যদিকে সে হীনমতি। শিক্ষা দেওয়া হলে তখন এই দুই বিপরীতের মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে, তার পরে সেই শিক্ষার ভালোমন্দ অনুসারে স্বভাবটিও ভালোর দিকে অথবা মন্দের দিকে চলে যায়।

প্রাণের শিক্ষা হবার দুটি প্রধান দিক আছে। প্রথম, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিকভাবে চেনা ও তার সমুচিত ব্যবহার জানা ; আর দ্বিতীয়, নিজের প্রকৃতিকে বুঝে নেওয়া ও ক্রমে ক্রমে তাকে বশে এনে তার মধ্যে রূপান্তর ঘটানো।

প্রথম ব্যাপারে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে একটা ভালোমন্দের বিচার এবং স্বরুচি। শরীরের বেলাতেও যেমন তার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে বজায় রাখতে হয়, ইন্দ্রিয়-চেতনার বেলাতেও তেমনি সেই দিক দিয়ে একটা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে হয়। প্রাণের মধ্যে একটা স্বরুচি জন্মে দিতে পারলেই তখন আপনা থেকে সে-চেষ্টা এসে যায়। খাঁটী ও সুমার্জিত ধরণের স্বরুচি যার মধ্যে এসে গেছে সে কখনই আর নোংরামির কাজ করতে পারে না, হীন প্রবৃত্তি আপনা থেকেই তার ঘুচে যায়।

দ্বিতীয় কথা, স্বভাবের বিশুদ্ধি ও রূপান্তর আনা। নিগ্রহ করতে থেকে এতে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। জোর করলে তাতে প্রাণের তরফের কোনো সহযোগিতা মেলে না, অথচ সেটাই এখানে বিশেষ দরকার। তাই এর জন্য আগে দেখে নিতে হবে যে নিজের মধ্যে কেমন ধরণের ক্রিয়াকলাপ চলছে, আমি কখন কি ক'রে ফেলছি আর কেনই বা তাই করছি। ছেলেমেয়েদেরও এটি শেখাতে হবে, তাদের আকাঙক্ষা, উত্তেজনা, আহরণ করবার প্রবৃত্তি, অধিকার করবার প্রবৃত্তি, প্রভুত্ব ফলাবার ও অহংকার দেখাবার স্পৃহা কোথা থেকে আসে তা পর্যবেক্ষণ করতে শেখাতে হবে। কেন করবে এই পর্যবেক্ষণ ? যেহেতু এর দ্বারাই তার প্রকৃত উন্নতির পথ খুলে যাবে, তাতেই তার জীবনে পরিপূর্ণতা আসবে। সুতরাং এই বিষয়ে তাকে দৃঢ়সংকল্প হতে শেখাতে হবে। এই সংকল্পটি তার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে নানা উপায়ে, কোথাও বা যুক্তি দেখিয়ে, কোথাও বা তার হৃদয়ের মধ্যে এদিকে আগ্রহ জাগিয়ে, কোথাও বা আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান জাগিয়ে, আর সব চেয়ে ভালো উপায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। সংকল্পটি একবার স্থির হয়ে গেলে তখন ঐ নিয়ে সব সময় লেগে থাকতে হবে, কেবলই ইচছা করতে হবে যে আমার প্রকৃতির দোষগুলো বদলে যাক। যতবারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে-ইচ্ছা বিফল হোক, ততবারই আবার নতুন ক'রে সেই ইচ্ছাটির উপর জোর করতে হবে। মাংসপেশীর যেমন পুষ্টি হয় পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা, ইচ্ছাশক্তিরও তেমনি পুষ্টি হয় পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা। তখন সেই শক্তিকে যাতে কাজে লাগাবে তাতেই সে সফল হবে। সুতরাং প্রথমে চাই আপন স্বভাবের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলিকে জানা, তার পরে চাই ইচ্ছাশক্তির সম্যক পুষ্টির দ্বারা তার সার্থক প্রয়োগ ক'রে একটা রূপান্তর আনা।

৩। মনের শিক্ষা দেওয়া মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশি প্রচলিত, যদিও তার মধ্যে প্রায়ই অনেক ভুল থাকে। ছেলেমেয়েদের খুব কড়া শাসনে রেখে আর অনেক রকমের বিদ্যার বোঝা তাদের মগজের উপর চাপিয়ে আমরা মনে করি যে এতেই তাদের মনের উন্নতির দিক দিয়ে যথেষ্ট করা হলো। কিন্তু এগুলো তাদের মগজের বুদ্ধিবৃত্তিকে নমনীয় ক'রে দেবার এক একটা ব্যায়াম মাত্র। প্রত্যেক রকমের বিদ্যার দ্বারাই মনকে এক এক দফা স্বতন্ত্র রকমের ব্যায়াম অভ্যাস করানো হয়, তার নিজস্ব প্রণালী ও পরিভাষা অনুসারে। প্রত্যেক বিদ্যাই মগজের মধ্যে ঢুকে তার নিজের নিজের জায়গা ক'রে নেয়। কিন্তু তাতে মনের আসল শিক্ষার দিক দিয়ে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না।

জীবনকে উচ্চস্তরের উপযোগী করতে হলে মনের শিক্ষা হওয়া চাই পাঁচটি প্রধান দিক দিয়ে—

(১) একাগ্রতা ও মনোনিবেশের শক্তি যাতে বাড়ে।
(২) মনের যাতে বিস্তার হয়, তার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য যাতে বাড়ে।
(৩) তার যেন একটা চূড়ান্ত আদর্শ বা লক্ষ্য থাকে।
(৪) সে যেন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে ও অকাম্য চিন্তাকে বর্জন করতে শেখে।
(৫) মনকে যেন সম্পূর্ণ নীরব হতে শেখানো হয়।

মনের উন্নতির পক্ষে তার সব চেয়ে দুরন্ত বাধা চিন্তাবিক্ষেপ। ছেলে-মেয়েদের চিন্তা প্রজাপতির মতো অনবরতই এখানে ওখানে উড়ে বেড়ায়, অথচ তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিশেষ একটা শক্তি। ওদের মনে কোনোরকমে যদি কৌতূহল জাগিয়ে দিতে পারো তাহ'লেই সেখানে তার অনেকখানি অচঞ্চল মনোযোগ এসে যাবে। এই মনোযোগটি যাতে তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে বজায় রাখতে পারে এবং বিষয়টির মধ্যে ডুবে যেতে পারে, তার জন্য খেলাধুলোর প্রলোভন থেকে শুরু ক'রে পুরস্কার দেওয়া পর্যন্ত সব রকমেরই উপায় অবলম্বন করতে হবে। জ্ঞানার্জনের অনুরাগ যদি ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে তাই হবে সব চেয়ে বড়ো কাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোযোগ এবং একাগ্রতার সঙ্গে আরো চাই সব জিনিস পর্যবেক্ষণ করা, বুঝে নেওয়া, এবং স্মরণ রাখা। পর্যবেক্ষণশক্তি বাড়ানো যায় অভ্যাসের দ্বারা, যা-কিছু তাদের চিন্তাকে সচকিত ও তীব্ররকমে উৎসুক ক'রে তোলে তারই সুযোগ নিয়ে। এ ছাড়া সব জিনিসই তাদের বুঝতে শেখাতে হবে। মুখস্থ করা জিনিস সহজেই ভুলে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ভালো ক'রে একটা কথা বুঝতে পারলে কেউ সহজে তা ভোলে না। ওদের কোনোরকম প্রশ্নেরই উত্তর দিতে অস্বীকার কোরো না, নিজে না পারো, যে বইতে উত্তর মিলবে তার সন্ধান তাকে জানিয়ে দিও। এতে তাদের শেখবার স্পৃহা আরো বেশি বেড়ে যাবে।

মনের বিস্তারও এই ভাবেই হয়। জীবনের প্রত্যেক বিষয়েই ওদের কৌতূহল বাড়ুক, আর তাদের সকল প্রশ্নেরই সদুত্তর যেন তারা পায়। একটা সদুত্তর থেকে আরো একটা সদুত্তর এসে পড়ে। যাতে তাদের কল্পনাশক্তি জেগে ওঠে সে সুযোগ তাদের দিতে হবে, নানা রকমের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ বই তাদের পড়তে দিতে হবে, তাতেই একটা আনন্দের ভিতর দিয়ে মন তাদের বিকশিত হয়ে উঠবে। একই বিষয়বস্তু নিয়ে কতরকম ভাবে সেটা দেখা যায় এ জিনিসটাও তারা শিখবে। তাতে মনের আড়ষ্টতা ঘুচে যাবে, চিন্তা হবে বহুমুখী, তার থেকে জাগবে আরো জ্ঞানলাভের স্পৃহা ও আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা।

এগুলি মনের ক্রিয়ার এক দিক মাত্র; আরো একটা দিক আছে ওর সৃজন-প্রবৃত্তি, নতুন একটা কিছু গড়ে তোলার প্রবৃত্তি। ছেলেমেয়েদের এই বৃত্তিটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে ও তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এর যথোচিত অনুশীলন করতে ও সংযমন করতে শেখাতে হবে। সংযমন করা দরকার এইজন্য যে, কাজের দিক দিয়ে একটা বিশেষ কোনো চিন্তার কিছু সার্থকতা আছে কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে, আর মূল কেন্দ্রগত ভাবের সঙ্গে কোনো মিল না থাকলে তাকে বিসর্জন দিতে হবে। এজন্য বরং দিনের কিছুটা সময় স্বতন্ত্র রেখে দেওয়া দরকার, যখন সারাদিনের চিন্তাগুলিকে একে একে ভালো ক'রে পুনর্বিবেচনা করা যায়। এইভাবে চলতে থাকলে চিন্তাগুলি ক্রমশ আপনিই সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবে, অপ্রয়োজনীয় চিন্তাগুলি মন থেকে বর্জিত হয়ে যাবে।

মনকে মাঝে মাঝে একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ ক'রে ফেলা শিখতে হয়, একাগ্রতাকে আরো গভীর ক'রে তোলবার জন্য। অর্থাৎ সকল চিন্তাকেই সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দিয়ে একটা প্রায়-অখণ্ড রকমের নিস্তব্ধতায় পৌঁছে স্থির হয়ে থাকতে হয়, যাতে মনকে একেবারে ফাঁকা ক'রে খুলে ধরা যায় উপরকার প্রেরণা পাবার দিকে। এইভাবে থাকলে মনকে কিছু বিশ্রামও দেওয়া হয়, সেটা মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষে খুবই উপকারী। মনকে যে কেমন ভাবে বিশ্রাম দিতে হয় সে কৌশল আমরা জানি না, কিন্তু এ একটা শেখবার জিনিস। মনের পক্ষে এতে ঘুমের চেয়ে আরো বেশি বিশ্রাম হয়। এতে মনের অনেক সংকট দূর হয়, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, একটা আলোর রশ্মি প্রবেশ ক'রে তার মধ্যে অনেক রকমের নূতন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ক'রে দেয়।

৪। সাধারণ মানব-চেতনা ছাড়াও মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে আরো এক উচ্চতর চেতনার সম্ভাবনা। এ যেন একটি নিভৃত দীপ-শিখা, লুকিয়ে লুকিয়ে জ্বলছে তোমার সত্তার ভিতরকার কেন্দ্রস্থলে। কারো কারো মধ্যে খুব অল্প বয়সেই এর অস্তিত্বের একটা রহস্যময় অনুভূতিও জাগে, কিন্তু বাপমায়ের ভুলবোঝায় ও তাদের কড়া শাসনে সে অনুভূতি বাধাপ্রাপ্ত বা লুপ্ত হয়ে যায়। নতুবা এর থেকেই পরে ভগবানের সম্বন্ধে ও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা বোধ এসে যেতে পারে। কেবল ভগবানেরই সম্বন্ধে যে ঐরূপ চেতনা আসবে তা নয়, তার বদলে সত্য সম্বন্ধেও একটা মনোবুদ্ধির অতীত উপলব্ধি আসতে পারে। এ জিনিস বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, এ হলো অন্তরাত্মার ভিতরকার একটা বিশেষ রকমের জ্ঞান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই অন্তরাত্মা বা চৈত্যসত্তা আড়াল থেকে অজানাভাবে তার ক্রিয়া করে। যারা একে স্পষ্টরূপে অনুভব করে তারা বাধা সত্ত্বেও সেই জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যায়, একটা অখণ্ড আস্থা ও আভ্যন্তরিক নির্ভরতা নিয়ে। এরই অনুশীলনের জন্য অন্তরাত্মার সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তার জন্য জাগিয়ে তোলা চাই ব্যক্তিগত সংকল্প। সেই সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে অবশ্য তখন নিজের চেষ্টার উপরেই অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। যাঁরা এ পথে চলে সাফল্যলাভ করেছেন তাঁদের সাহায্য পেলে খুবই ভালো, কিন্তু তবুও নিজেরই সত্তার গভীরে খুঁজতে হবে সেই দর্শনাতীত ও বিশ্বাতীত এক অন্তহীন উপস্থিতির উপলব্ধি। তার থেকেই মিলবে অন্তরাত্মার পরম সিদ্ধি ও সার্থকতা। এর এই সিদ্ধিলাভের পথটি বড়ই দীর্ঘ ও দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ, অটল সংকল্প নিয়ে লেগে থাকলেই তবে এর গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছনো যাবে। এর জন্য অনেক রকমের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। এ যেন নিজেই পথ খুঁজে খুঁজে এক দুস্তর অরণ্য পার হওয়ার মতো। পথ জানা থাকলেও সে-পথ তোমাকেই হেঁটে পার হতে হবে। কিন্তু অনেকেই তা পারে, কেবল জানে না বলেই চেষ্টা করে না।

যারা এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে চায় তাদের পক্ষে কয়েকটি বিশেষ উপদেশ হয়তো কাজে লাগতে পারে—

মনের বুদ্ধির দ্বারা কখনো আধ্যাত্মিক জিনিসের বিচার করতে যাবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের আরাম বা সুখসুবিধার চেষ্টা আগে পরিত্যাগ করতে হবে।

কখনো কোনো বিষয়ে উত্তেজিত কিংবা বিচলিত কিংবা ভীত হবে না, সকল অবস্থাতেই সমান শান্ত ভাব অবলম্বন ক'রে থাকবে।

কোনো ঘটনারই বাহ্যরূপ দেখে তার বিচার করবে না।

অন্যের স্বভাব নিয়ে কখনো সমালোচনা করবে না।

কখনই নিজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। অতি সামান্য বিষয়েও তোমার সেই লক্ষ্যটির কথাই আগে স্মরণ করবে। যেমন, খেতে বসবার আগে এই বলে সংকল্প করবে, যেন সেই খাবারটি থেকে তুমি এমন শক্তি পাও যাতে তোমার লক্ষ্যের দিকেই আগ্রহ ও অধ্যবসায় আরো বেড়ে যায়। শুতে যাবার আগে এই বলে সংকল্প করবে, যেন সেই নিদ্রাতে তোমার সমস্ত স্নায়বিক ক্লান্তি ঘুচে যায়, ঘুম থেকে উঠে আবার তোমার সাধনাতে দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে লাগতে পারো।

কোনো কাজে প্রবৃত্ত হবার আগে এই সংকল্প করবে যেন সে কাজ তোমার সাধনার পক্ষে বাধাস্বরূপ না হয়।

কথা বলার সময় নিতান্ত দরকারী কথা ছাড়া অন্য কিছুই বলবে না। এটা দেখবে যেন তোমার মুখের কথা তোমার সাধনার তরফে কোনো অনিষ্ট না করে। আগে মনে মনে বিচার ক'রে নিয়ে তবে কথা বলবে।

এইভাবে তোমার অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে একদিন হঠাৎ তোমার ভিতরের দরজা খুলে যাবে—তখন দেখবে যে তুমি এক সমুজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছ। তখন মিলে যাবে অমৃতত্বের নিশ্চয়তা—তখন জানতে পারবে যে আগেও তুমি ছিলে, পরেও তুমি থাকবে, তোমার কোনো বিনাশ নেই। তখন দেখবে যে সবাই সমান, সবাই এক। আর তখন তুমি সব দিক থেকে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছ, প্রকৃতির দাস আর তুমি নেই।

কিন্তু তবুও এতেই চরম সিদ্ধি নয়। এর পরে আরো অনেক সিঁড়ি তোমাকে পার হতে হবে। সেখানেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিশেষ দরকার।

৫। অন্তরাত্মার শিক্ষাতে মিলবে অমর জীবন, নিত্য উন্নতিশীল রূপান্তর। আর আধ্যাত্মিক শিক্ষাতে যে চেতনা মিলবে তাতে তুমি অনন্ত ও শাশ্বত এক মহাচেতনার মধ্যে ঢুকে যাবে, অহং বলে আর কোনো কিছুই থাকবে না। এই জিনিসকে কেউ বলবে ভগবান, কেউ বলবে সৃষ্টির মূল, কেউ বলবে নির্বাণ, কেউ বলবে শাশ্বত সত্য। উপলব্ধিটা কিন্তু একই। এই শিক্ষাতে সব চেয়ে তাড়াতাড়ি ফল পাবার উপায় আত্মনিবেদন থেকে শুরু করা। যদি অধ্যবসায় ও উৎসাহ নিয়ে আত্মনিবেদন করতে শেখা যায়, তাহলে তার পরে একটা সময় আসে যখন

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যায় যে আমি নিজের মনের ধারণাকে ছাপিয়ে চলে গেছি, সকল ব্যাখ্যার অতীত এক নূতন অভিজ্ঞতার তীরে এসে উপনীত হয়েছি। তখন এই আত্ম-নিবেদনের দ্বারা যার কাছে তুমি নিবেদিত হচ্ছ তার সঙ্গে এক ও অভেদ হয়ে পড়বার একটা আস্পৃহা জাগবে; এর সঙ্গে আবার যদি তার প্রতি এক তীব্র প্রেমের বা ভক্তির ভাব এসে পড়ে, তাহ'লে তার অগ্রগতির বেগ আর কেউই রোধ করতে পারবে না। এর ফলে শেষ পর্যন্ত মিলবে রূপাতীতের সঙ্গে সাযুজ্য।

কিন্তু এখানেও শেষ কথা নয়। এর পরে শুরু হবে আরো এক নূতন শিক্ষা, যার নাম দেওয়া যেতে পারে অতিমানসের শিক্ষা। এর কাজ চলবে উপরের থেকে নিচের দিকে, সত্তার সকল স্তর দিয়ে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে স্থূল শরীরে। তখন হবে এক দিব্য দেহ। এই শেষের রূপান্তরটি যখন হয়ে গেছে তখন দেখা যাবে যে সত্তার সকল স্তরই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাকেই তখন বলা হবে অতিমানব, এবং এমনি হতে হতে শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে হবে এক দেবজাতির আবির্ভাব।"

মোটামুটি এই রকমের শিক্ষাপ্রণালী মা ছকে' দিয়েছেন, এই প্রণালী অনুযায়ী তিনি নিজেও শিক্ষা দিয়ে থাকেন আর শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যা-লয় কেন্দ্রেও এরই অনুসরণ করা হয়। এই হলো ভারতের শিক্ষার আদর্শ আর একদিন এই হবে সারা জগতের আদর্শ। মায়ের মুখ দিয়ে সেই ভারতের অন্তরের কথাটাই বর্তমান যুগের উপযোগী ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের ব্যক্তিত্ব

মায়ের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবন ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কাছে যা যা শুনেছি তাই এখানে লিপিবদ্ধ করছি। যাঁরা এগুলি বলেছেন তাঁদের নাম জানাবার উপায় নেই, কিন্তু তাঁরা সকলেই বহুকাল থেকেই শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের ভক্ত এবং বহুবার পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে বাস ক'রে এসেছেন। তাঁরা রীতিমত শিক্ষিত এবং আমার চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের লোক, সুতরাং তাঁরা যে কিছু মিথ্যা বলবেন বা অতিশয়োক্তি করবেন এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তাঁরা সকলে একবাক্যে যে-সব কথা বলেছেন তাই আমি এখানে লিখছি। আর মায়ের ব্যক্তিত্বের বহুমুখী তৎপরতার কথা মাত্র একজনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলাও সম্ভব নয়। পাঁচজনের পাঁচরকম দৃষ্টিভঙ্গীর অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করলে তবেই সে সম্বন্ধে খানিকটা কিছু আন্দাজ দেওয়া যেতে পারে।

মা সারাক্ষণই কর্মরতা, কর্মবিরতি বলে তাঁর কিছুই নেই। সারা বছরের মধ্যে কোনোদিনই তাঁর ছুটি নেই, বিশ্রাম নেওয়া নেই, একান্তে কখনো চুপচাপ বসে থাকা নেই। বলতে গেলে তাঁর ঘুমও নেই। তাঁর শোবার ঘরে অর্থাৎ তাঁর বাস করবার ঘরে কোনো খাটবিছানা নেই, আছে মাত্র টেবিল চেয়ার ইত্যাদি, ও একটি সোফা। দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বাইশ ঘণ্টা নানারকম কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, কখন কোন বিষয় নিয়ে কাজ করবেন তার প্রত্যেকটি সময় বাঁধা, তার একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। সমস্ত দিনটা এবং রাত্রি ২টা পর্যন্ত তাঁর কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। কেবল রাত্রি ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা তাঁর বিশ্রাম। এই দুই ঘণ্টা তিনি সোফায় বসেই কাটান। তাকে ঘুমই বলো আর বিশ্রামই বলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ কেউ বলেন যে মা ঐ সময়টিতেও না ঘুমিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে সমাধির অবস্থায় থাকেন। মায়ের নিজের মত এই যে ঘুমের চেয়ে ধ্যানে ও সমাধিতে বেশি বিশ্রাম লাভ করা যায়। ভোর ৪টার পর থেকেই আবার তিনি তাঁর কাজে লাগেন।

সকালে বেলা সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে তিনি ব্যাল্‌কনিতে অর্থাৎ বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে সকলকে দর্শন দেন। যে আশ্রম-বাড়িতে মা থাকেন তার উপরতলায় পিছনের দিকে একটি বারান্দা আছে, মা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ান। ভক্তেরা সেই সময় তাঁকে দর্শন করবার জন্যে নিচের রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকে। নিচের থেকেই তারা তখন মাকে প্রথম দর্শন করে।

এর পরেই তিনি আশীর্বাদ দেবার দিন নিচে নেমে আসেন, আশ্রম-বাড়ির ধ্যানমণ্ডপে গিয়ে সকলকে আশার্বাদ বিতরণ করতে থাকেন। সেই আশীর্বাদের কথা আরো পরে বলব।

তার পরেই তিনি ফিরে যান তাঁর নিজের ঘরে অর্থাৎ অফিস ঘরে। সেখানে নিত্যই চলতে থাকে তাঁর কাজের পরে কাজ। খাওয়া দাওয়া অতি সামান্য। তবে খাবার জিনিস যখন যে যা পাঠায় তা তিনি সাদরে গ্রহণ করেন, তার থেকে অতি সামান্য কিছু তুলে নিয়ে প্রায় সমস্তটাই আবার তাকে প্রসাদ বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন। মায়ের সেই প্রসাদ অনেকের মধ্যেই বিতরিত হয়।

মায়ের কাজ সর্বক্ষণই চলেছে। আশ্রমের নানা বিভাগের লোকেরা নিত্যই মায়ের কাছে যাচেছ আসছে, প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসছে। মায়ের নির্দেশ ছাড়া সেখানে কোনো বিষয়ে কোনো কিছুই হতে পারে না। তিনি কাউকে বা নির্দেশ লিখে দিচেছন, কাউকে বা মুখে বলে দিচেছন। সকল বিভাগের সকল কথাই তাঁর স্মরণে আছে।

দুপুরে দুই ঘণ্টা চিঠি পত্রাদির উত্তর দেবার সময়। ঐ সময় আশ্রমের সেক্রেটারি শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মায়ের কাছে গিয়ে চিঠিপত্রাদি শোনান এবং উত্তর লিখে নেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকেল সাড়ে চারটার সময় প্রত্যহ মা খেলার মাঠে টেনিস খেলতে যান। এই ছিয়াত্তর বছর বয়সেও তাঁর কোনোদিন এতে ব্যতিক্রম হয় না। এক ঘণ্টা যাবৎ রীতিমত ছুটোছুটি ক'রে তিনি প্রত্যহই টেনিস খেলেন। এই দেহচর্যা অর্থাৎ শারীর-সাধনাটুকু তিনি নিজেও করেন, এবং প্রত্যেককে দিয়েই তা করিয়ে নেন।

সন্ধ্যার মধ্যে আশ্রমের সকলেই খেলার মাঠে গিয়ে সমবেত হয়। আশ্রমবাসীরা তখন সকলেই একত্রিত হয়ে রীতিমত সামরিক রীতিতে কুচ্‌কাওয়াজ করে। এই কুচ্‌কাওয়াজে ছেলে বুড়ো সকলেরই স্থান আছে।

কুচ্‌কাওয়াজের পরে সকলে খেলার মাঠে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলায় নিযুক্ত হয়। মা বরাবরই সেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। যদি কেউ তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চায় তবে এই সময়ে তিনি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

খেলাধুলার পরে আবার সকলে সমবেত হয়ে মায়ের সম্মুখে দাঁড়ায়। তখন সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে ধ্যান করে। এই ধ্যান শেষ হয়ে যাবার পরে তিনি প্রত্যেকের হাতে কোনোদিন বা লজেঞ্জ আর কোনোদিন বা সল্‌টেড চীনেবাদাম মুঠো মুঠো বিতরণ করতে থাকেন। তখন দেখা যায় যে মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে। অথচ তিনি যে বাইরের দিক দিয়ে আমাদের মতো ঠিক সজাগ অবস্থায় রয়েছেন তা মনে হয় না। তাঁর চোখ দেখে প্রায়ই মনে হয় তিনি যেন কেমন এক আচ্ছন্নের অবস্থায় রয়েছেন, যেন চেয়ে থাকলেও এই জগতের দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। অথচ এই আচ্ছন্নের অবস্থাতেই তিনি চলাফেরা করছেন, সব কাজই ঠিক ঠিক ক'রে যাচ্ছেন। কোনো দিকেই তাঁর নজর এড়ায়নি। যদি কোনোদিন কেউ অনুপস্থিত হয় তাহ'লে সেটা তাঁর নজরে ঠিকই আসবে, তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করবেন, "অমুক কেন আজ এল না ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝে মাঝে মায়ের এই আচ্ছন্নের অবস্থা সম্পূর্ণ সমাধিতেও পরিণত হয়। সেটা হয় বিশেষ ক'রে সকালে আশীর্বাদের ফুল বিতরণের সময়। হয়তো প্রত্যেকের হাতে হাতে ফুল বিতরণ করছেন, হঠাৎ একজনের বেলা তাঁর সমাধি এসে গেল, তিনি ফুলটি হাতে নিয়ে এক ভাবেই স্থির হয়ে রয়ে গেলেন। আশীর্বাদপ্রার্থী তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে তাঁর সমাধিভঙ্গের অপেক্ষা করতে লাগল। এইভাবে দশ মিনিট, পনের মিনিট কেটে যায়, তার পরে তাঁর সমাধিভঙ্গ হয়। একবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত তিনি এইভাবে ছিলেন। সমাধি ভাঙবার পরে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ফুলটি প্রার্থীর হাতে দিলেন। এর মধ্যে কেউ হয়ত বললে "আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, আপনার বোধহয় সমাধি হয়েছিল"। মা অমনি সপ্রতিভ ভাবে এক গাল হেসে তাকে বললেন "তা ঠিক নয়, আমি পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম যে কতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো।"

খেলাধূলো হয়ে যাবার পরে মা ছেলেমেয়েদের দলকে নিয়ে পড়াতে বসেন। বুড়োরাও কেউ কেউ সেই দলের মধ্যে এসে যোগ দেয়। সাধারণত তিনি ফরাসী ভাষা শেখান, কিন্তু সেই শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাদের আরো অনেক রকমের জিনিষ শেখা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার ভিতরে তিনি অনেক আশ্চর্য রকমের গল্প বলেন, তার মধ্যে তাঁর ছেলেবেলাকার অনেক গল্পও থাকে। প্রত্যহ তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায় দুই আড়াই ঘণ্টা ক্লাস করেন। রাত্রি ন'টার পরে তিনি তাঁর ঘরে ফেরেন।

নানা রকমের কলাবিদ্যাতেও মায়ের বিশেষ দক্ষতা। তিনি অবলীলাক্রমে খুবই চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন, তার মধ্যে কিছু কিছু ছবি পত্রিকাদিতে ছাপাও হয়েছে। সেই সব ছবি দেখে বোঝা যায় যে এককালে এই বিদ্যা তিনি রীতিমত শিক্ষা করেছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁর পারদর্শিতা আছে। এখনও প্রতি বছরে একটি দিন গভীর রাত্রে সকলে তাঁর অর্গান বাজানো শুনতে পায়। পুরানো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বছর যখন বিদায় নেয় আর নূতন বছর এসে উপস্থিত হয়, সেই সন্ধিক্ষণে রাত্রি ১২টার সময় তিনি প্রতি বছরই অর্গান বাজিয়ে নতুন বছরকে অভ্যর্থনা করেন।

সাহিত্যচর্চাও তাঁর কম নয়। ভাষার উপরে তাঁর কতখানি দখল আর ভাবের কতটা গভীরতা সে তাঁর আগেকার প্রার্থনাগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যায়। এখনও তিনি বুলেটিন পত্রিকাতে শিক্ষার বিষয়ে, শরীরচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়ে এবং আরো অনেক বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। তাঁর ভাষা খুবই সতেজ আর ঝরঝরে। সেই সব জিনিস লেখা, নিজে নিজেই তার প্রুফ দেখা ও সংশোধন করা, আশ্রমের সাধকদের ও ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধাদি দেখা ও সংশোধন করে দেওয়া, যার যা প্রশ্ন আছে তার জবাব লেখা, এগুলি তিনি রাত্রিকালে প্রত্যহই ক'রে থাকেন।

মায়ের মধ্যে সব চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য জিনিস কোনটা ? এ কথা জিজ্ঞাসা করলে সকলেই একবাক্যে বলেন, মায়ের চোখের অপূর্ব চাহনি আর মায়ের মুখের মিষ্ট হাসিটুকু। জগতে এর কোনো তুলনা নেই। যাঁরা বারে বারে পণ্ডিচেরী যাতায়াত করেন তাঁরা বলেন যে মায়ের ঐ হাসিটুকুর আকর্ষণেই তাঁরা বারে বারে সেখানে ছুটে যান, তা ছাড়া অন্য কোনো আকর্ষণ নেই। তার নিজস্ব এক অদ্ভুত চুম্বকশক্তি আছে। সেই আকর্ষণটি যে অনুভব করে সে অনবরতই সেই হাসি দেখতে চায়, এবং এর জন্যই সর্বক্ষণ তাঁর আশেপাশে ঘোরে, তাতেই তারা বিভোর হয়ে থাকে। প্রত্যেককে দেখেই মা সেইরূপ হাসি একবার ক'রে হাসেন। তোমার চেহারাটি হয়তো দেখতে সুন্দর, হয়তো তোমার ভক্তিও খুব প্রগাঢ়, তোমার দিকে চেয়ে মা ঐ বিশেষ রকমে হাসতেই তুমি মনে করলে যে মা তোমাকে একটু বেশি পছন্দ করেন, তাই তোমাকে দেখে চিনতে পেরেই তিনি খুশি হয়ে অমন হাসলেন। কিন্তু তার একটু পরেই মায়ের সামনে এলো একজন অতি কুৎসিত চেহারার লোক, তার চেহারা এমনই কুৎসিত যে তাকে দেখে সহজে মুখে হাসি আসে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু মা তাকে দেখেও ঠিক ঐ একই রকমের সুমিষ্ট চেনার হাসি হাসলেন, সে-হাসি তেমনি তৃপ্তিদায়ক, তেমনি মর্মস্পর্শী, তেমনি মধুক্ষরা। কিন্তু তাতে তোমার ঈর্ষা জাগবে না, কারণ সে-হাসি তোমারও মর্মকে স্পর্শ করবে। তুমি তখনই বুঝতে পারবে যে তিনি তোমার মধ্যেও যে চিরসুন্দরকে দেখে হাসছেন, তার মধ্যেও সেই চিরসুন্দরকে দেখেই হাসছেন। প্রত্যেক বারেই তাঁর সেই হাসি দেখতে তাই এত ভালো লাগে।

মায়ের চাহনি ও মায়ের হাসির কোনো বর্ণনা করা অসম্ভব, তা কেবল নিজে নিজে অনুভব করাই যায়। তোমার দিকে মা একবার চোখ তুলে চাইলেই তোমার মনে হবে যে তিনি তোমার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিলেন, কিছুই আর তাঁর কাছে গোপন রইল না। এইভাবে তোমার দিকে চেয়ে নিয়েই তিনি একটু হাসবেন। সে-হাসির মধ্যে যেন শুধুই করুণা, হাসির সঙ্গে সেই করুণাটি যেন তিনি তোমার দিকে তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু দ্বিধা বা সংকোচ বা গণ্ডগোল তোমার মধ্যে লুকোনো ছিল তা কোথায় যেন তলিয়ে গেল। হয়তো মনের মধ্যে কোনো একটা বেদনা বা অভিমান নিয়ে তুমি মায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিলে, হয়তো কারো বাক্যে অথবা ব্যবহারে তুমি কিছু ব্যথা পেয়েছিলে, কিন্তু মা তাঁর নীরব দৃষ্টির দ্বারা ঠিক সেই কথাটি যেন জানতে পেরে গেছেন, ঠিক সেই ব্যথার জায়গাতেই তাঁর সেই করুণার হাসিটুকু তোমার মধ্যে পৌঁছে দিলেন, এক মুহূর্তেই তোমার সব-কিছু ব্যথা জুড়িয়ে গেল।

ঐটিই মায়ের আর এক বিশেষত্ব, লোকের ব্যথা জুড়িয়ে দেওয়া, দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়া, বিপদ কাটিয়ে দেওয়া। যেমন করেই হোক, তা তিনি করবেন। এর জন্যে তিনি কত রকমেরই উপায় অবলম্বন করবেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কত লোক পুত্রশোক পেয়ে ছুটে যায় তাঁর কাছে, কত মেয়ে পতিহারা হয়ে সর্বস্বহারা হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়, কত লোকের কত রকমের সর্বনাশ হয়, তারা দিশাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে মায়ের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে। মা তাদের নিজের কাছে তখন ডেকে নেন, আলাদা ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে অর্গলবদ্ধ ক'রে দেন, সেখানে কিছুক্ষণ যাবৎ কী যে করেন তা কেউই জানতে পারে না, কিন্তু তার পরে যখন তারা বাইরে বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে তারা একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। তার পর থেকে তারা শান্ত হয়ে নিজেদের নিত্য কর্ম করে যেতে থাকে, অন্ততপক্ষে বাইরের থেকে দেখে মনে হয় যেন তাদের বিশেষ কিছুই হয়নি।

মায়ের অনেক বয়স হয়েছে, আর দেহটিও খুব ক্ষীণ। বাইরের থেকে দেখলে মনে হবে যে এই দেহে এত বেশি ভার বহন করতে গেলে হয়তো উনি ভেঙে পড়বেন। কিন্তু ঐ দেহ নিয়েই উনি অবলীলাক্রমে সহস্র সহস্র লোকের ভার বহন ক'রে বেড়াচেছন, তাতে ওঁর কোনো ক্লান্তি নেই। কত লোকের জীবনে কতই রকমের প্রহেলিকা, কত জটিল প্রশ্ন, জটিলতর বিপত্তি, তারা তার কোনো কিনারা না করতে পেরে দূরে থেকে কাছে থেকে শেষ পর্যন্ত মাকেই ধরে, ধৈর্য ধরে তাঁকে সবরকম কথাই শুনতে হয়, তিনি তাতে কখনই বিরক্ত না হয়ে তাদের নিষ্কৃতি পাবার সোজা পথ দেখিয়ে দেন, গুরুতর বিপদে পড়লে নানা ভাবে তাদের সে সকল বিপদ কাটিয়ে দেন।

বিশেষত যারা মায়ের শরণ নিয়েছে, যাদের তিনি আশ্রিত বলে গ্রহণ করেছেন, তারা পণ্ডিচেরীতেই থাক কিংবা সেখান থেকে অনেক দূর দেশেই থাক, তারা সকল সময়েই এটা অনুভব করে যে মায়ের উপস্থিতি তাদের ঘিরে আছে, মায়ের অভয়-হস্ত তাদের সর্বক্ষণ রক্ষা করছে। কোনো বিপদে আপদে পড়লে এটা তারা আরো স্পষ্টরূপে বোধ করতে থাকে, এর তারা নানা রকমের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পায়, কখনো কখনো এর প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়ে যায়।

অনেকে বলেন, মায়ের উপস্থিতির আবহাওয়ার একটা বিশিষ্ট রকমের সৌরভ আছে, ধূপের গন্ধ ও ফুলের গন্ধ মেশানো সে এক ঠাকুরঘরের মতো সুগন্ধ, যা মায়ের আশেপাশে গেলেই পাওয়া যায়। বিপদের

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় খুব দূর থেকেও মাকে স্মরণ করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক সেই বিশিষ্ট গন্ধটি তোমার নাকে এসে লাগবে। শুধু তোমার নিজের নাকেই নয়, তোমার ঘরে, তোমার আসবাবপত্রে, তোমার বিছানা-বালিশে সর্বত্রই দেখবে সেই গন্ধটি ভরে আছে, যেখানেই যাচ্ছ সেখানেই সেই গন্ধ অনুভব করছ। তখন আর তোমার কোনোই সন্দেহ থাকবে না, তুমি নিশ্চিত জানবে যে মা তোমাকে রক্ষা করলেন, বিপদটা তোমার কেটে গেল। কেউ কেউ বলেন যে অনেক সময় এমনও হয়েছে, কোনো একটা বিপদ যে আসন্ন সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না, হঠাৎ একদিন ঐ বিশিষ্ট সুগন্ধটি পেয়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তার পরের দিনই জানা গেল যে একটা সমূহ বিপদ তাঁর ঘটবার সম্ভাবনা হয়েছিল, হয়তো তাতে মৃত্যুও ঘটতে পারতো, মা আগের থেকেই তা জানতে পেরে তার যোগাযোগটুকু হতে দেননি, তোমার অজানিতেই তোমাকে সেই মহাবিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এমন একটি ঘটনার কথা শ্রীদিলীপকুমারের বইতেও উল্লেখ করা আছে।

এ তো গেল বিপদ আপদের ব্যাপার, শুভকর্ম প্রভৃতির বেলাতেও মায়ের সহায়তা চাই। দেশে বিদেশে শ্রীঅরবিন্দের ও মায়ের ভক্তের সংখ্যা অজস্র, অগণ্য। তারা বিপদ আপদের বেলাতেও যেমন তার-যোগে ও পত্রযোগে মাকে সব কথা জানায়, শুভকর্মের বেলাতেও তেমনি জানায় এবং তাঁর আশীর্বাদ চায়। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া তাদের বিবাহাদি কিছুই আনন্দের হয় না। সুতরাং সেখানেও মাকে "blessings" পাঠাতে হয়। অতএব কতলোকের ভালোমন্দের বিষয়ে তাঁকে খবর রাখতে হয়, তাদের সম্বন্ধে কত ভাবতে হয়, প্রত্যহ কত লোককে নানাভাবে কত "blessings" পাঠাতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই, মানুষের প্রতি তাঁর স্নেহ ভালোবাসার কোনো সীমা নেই। ভক্তের সংখ্যা তাঁর বেড়েই চলেছে, আশ্রয়দানের মাত্রাও বেড়ে চলেছে তাঁর বাল্যকালের স্বপ্নে দেখা অঞ্চলখানির ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার মতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের শক্তি (দুর্গারূপে)

শ্রীঅরবিন্দ শক্তিকে বিশেষ ক'রে বলতেন দুর্গা, যিনি দুর্গতিনাশিনী, যিনি সকল দুর্গমতার ভিতর দিয়ে আমাদের পার করিয়ে দেন। শক্তি তো একই, কিন্তু তিনি দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণী, একই শক্তিকে দশ হাতে দশ প্রহরণের দ্বারা প্রয়োগ ক'রে আমাদের দশ রকম দুর্গতির নাশ করেন। তাই তাঁকে আমরা মা বলি। স্বয়ং ভগবানই তো তিনি, এই সক্রিয় শক্তি তাঁরই অংশবিশেষ, তাঁরই অভিব্যক্তি। বাঙালীর পক্ষে এ-কথা বোঝা কঠিন হবে না, কারণ বাঙালী বহুকাল থেকেই ভগবানকে শক্তিরূপিণী মাতারূপে ভজনা ক'রে আসছে। এই শক্তিই আমাদের জন্মদান করছেন, লালনপালন ও রক্ষা করছেন, বিবর্তন-ধারাকে নিত্য বজায় রেখে আমাদের ছোটো থেকে বড়োতে ক্রমোত্তরণ ক'রে নিয়ে চলেছেন, এইজন্যেই ইনি মা। এই মাতৃশক্তি ব্যতীত কোনো কিছুই হতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় ইনি অদৃশ্যা অরূপা অভাবনীয়া পরা প্রকৃতি, আর জগতের সব-কিছু কাজের ভার দিয়ে থাকেন অন্ধ অপরা প্রকৃতির উপরে, যাকে আমরা 'নেচার' বলি। সে তার নিজের নিয়মে অন্ধভাবে কাজ ক'রে যায়, তার বাঁধা নিয়মের কোথাও একটুও ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু কখনো কখনো মা নিজে এসে সাকার হয়ে সশরীরে অবতীর্ণা হন আমাদের মধ্যে, আমাদের বিশেষ কিছু দান করতে, বিশেষ কিছু কৃপা করতে, ক্রমবিকাশের পথে আরো খানিকটা তাড়াতাড়ি অগ্রসর করে দিতে। এর জন্যে কখনো বা তাঁর অবতারদেরও পাঠান, আর কখনো বা নিজেও আসেন। যখন তিনি নিজে আসেন তখনই তিনি দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা। শক্তি তো একই, কিন্তু কার্যসিদ্ধির জন্যে তাঁর শক্তিকে তখন দশ রকম ভাবে ভাগ ক'রে নেবার দরকার হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তিনি বিশেষ কৃপাদান করতে এসেছেন, বিশেষ রকমে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। তখন তাঁর সেই শক্তির ক্রিয়া নিয়মানুবর্তী অপরা প্রকৃতিকেও মাঝে মাঝে ছাপিয়ে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এই কথা।

অতএব এখানে মায়ের অনেক রকমের শক্তির খেলা। যিনি আমাদের মা হয়ে নেমে এসেছেন, তাঁর মধ্যে অনেক রকমের শক্তির উৎস রয়েছে। যখন যেটা দরকার তখন সেটাকে তিনি প্রয়োগ করেন। ক্রিয়াটা অবশ্য অদৃশ্যই থাকে, যারা নিত্যই তাঁর কাছাকাছি রয়েছে তারাও এ কথা জানতে পারে না। কিন্তু যেখানে তার ফল হয় সেখানে সেটুকু দেখা যায়, যদিও বোঝা যায় না কোথা থেকে কেমন ক'রে হলো।

মায়ের এই বিভিন্ন শক্তিগুলির নাম করতে হলে বলতে হয় তাঁর যোগশক্তি, অলৌকিক শক্তি, আরোগ্যকারিণী শক্তি, বিঘ্ননাশিনী শক্তি, অভয়দায়িনী শক্তি, বরদা ও জ্ঞানদা শক্তি ইত্যাদি। সব রকম শক্তিরই বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে।

মায়ের যোগশক্তি কেমন, আমাদের শ্রীদিলীপকুমার রায় একবার তাই পরখ করতে চেয়েছিলেন, এ-কথা তিনি তাঁর নবপ্রকাশিত বইখানিতে লিখেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা তাঁর নিজের ভাষারই অনুবাদ করে বলি—

"মাকে আমি প্রথম দেখি ১৯২৮ সালে আগষ্ট মাসে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে প্রথমেই আমি প্রশ্ন করলাম, শ্রীঅরবিন্দ যে তাঁর যোগশক্তির কথা বলেন তার বাস্তব রকমের কোনো পরিচয় পাওয়া যেতে পারে কিনা।

মা একটু হেসে বললেন—'কাকে বলছ বাস্তব পরিচয়?'

আমি বললাম—'দেখুন, ছেলেবেলা থেকেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সুমুখে বসে ধ্যান করি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেবল ভক্তি অনুভব করা ছাড়া অন্য কোনো রকমের অনুভূতি আমি পাইনি, চোখ বুজে কোনো আলোও দেখিনি, কোনো জ্যোতি মূর্তিও দেখিনি। যোগশক্তি সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই। এখন শুনছি আপনার কাছ থেকেই আমাকে যোগের দীক্ষা নিতে হবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আপনার নিজের যোগশক্তির কোনো বাস্তব প্রমাণ না পেয়ে একেবারে চোখ বুজে অজানা অনিশ্চিতের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে মন সরছে না। তাই সোজা-সুজি জিজ্ঞাসা করছি, আপনার যোগশক্তির কোনো বাস্তব নিদর্শন দেখিয়ে আমার মনে বিশ্বাস এনে দিতে পারেন কিনা। তবে সেটা স্পষ্টরূপে আমার কাছে প্রকাশ হওয়া চাই, এমন কিছু হলে চলবে না যার ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে বা মনের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়।'

মা আবার একটু হাসলেন। তার পরে বললেন—'দেখি চেষ্টা ক'রে। তুমি হোটেলেই আছ তো ? কখন শুতে যাও ? রাত্রি ন'টায় ? আচ্ছা, ঐ সময়টিতে তোমার ঘরে একবার ধ্যানে বোসো—আমার দিকে নিজেকে উন্মীলন ক'রে থেকো, আমিও এখান থেকে তোমার দিকে একাগ্র হয়ে থাকবো। হয়তো তখন এমন কিছু তমি টের পাবে যার বিজ্ঞানের দ্বারা বা কোনো যুক্তির দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় না।'

রাত্রে খাওয়া সেরে আমার ঘরের মেঝের উপর বসলাম। তখন বেশ ঠাণ্ডা, তা ছাড়া মাথার উপর পূর্ণ বেগে পাখা ঘুরছে। স্বভাবত আমি ভীতু নই। একবার একজন সাধক আমাকে বলেছিল কখনো কোনো ভয় পেলেই মায়ের নাম স্মরণ করতে, কথাটা আমি তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। ভূত প্রেত আমি মানি না, কাজেই নিশ্চিন্তমনে ধ্যানে বসলাম। এদিকে সাবধান হয়ে রইলাম, নিজের থেকে কোনো কিছুই হবার প্রত্যাশা করব না, আর কোনো কিছু আলো বা দৃশ্য যে হঠাৎ দেখে ফেলবো এমন প্রত্যাশা তো করিই না।

কিন্তু হঠাৎ দেখি, আমার দেহখানা যেন আপাদমস্তক শক্ত কাঠের মতো হয়ে গেল, আর আমি ভীষণ ঘামতে শুরু করলাম; তা ছাড়া আমার দারুণ বুক ধড়ফড় করতে লাগল, হৃৎপিণ্ডটা এত দ্রুত চালে চলতে শুরু করল যে আমি তাতেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। এ কি হলো আমার ? অকস্মাৎ তখন মনে পড়ল সেই মায়ের নাম স্মরণ করার উপদেশ, আমি তাই স্মরণ করতে থাকলাম। বুক ধড়ফড় তখনই থেমে গেল। কিন্তু তবু ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে, দেহের কাঠিন্য আরো বেড়ে যাচ্ছে। এতই তা বেড়ে গেল যে শরীরে রীতিমত যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল, মাংসপেশীগুলিকে কেউ যেন সজোরে মুচড়ে ধরেছে।

প্রাণের ভয়টা ঘুচে যাবার পরে তখন আমি বিস্মিত হয়ে উঠলাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বাইরের কোনো শক্তি এসে আমার দেহের উপর এমনভাবে ক্রিয়া করছে—এমন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কখনো হয়নি। কোনো অদৃশ্য শক্তি এসে যে আমার মতো একজন সহজ সুস্থ মানুষের দেহের মধ্যে ঢুকে মাথা থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সমস্ত মাংসগুলিকে এমন ক'রে দুমড়ে মুচড়ে টেনে ধ'রে কাবু ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে পারে এ আমি কখনো কল্পনাই করতে পারতাম না। এমন ধরণের আজগুবি কথা বললে কেউ তা কখনো সত্য বলে বিশ্বাসই করবে না, অথচ বাস্তবিকই আমার যা হচ্ছে তাকে তো কোনোমতে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না!...একটা ঠাণ্ডা জায়গাতে পাখার নিচে চুপচাপ বসে থেকেও আমি শুধু শুধু এত ঘামছি, আর আমার গায়ের ভিতরকার মাংসগুলো ক্রমাগতই মুচড়ে যাচ্ছে, এর কোনো কথাই তো অস্বীকার করবার নয়!

পরের দিন মাকে সকল কথা জানিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অনর্থক আমাকে এমন কষ্ট দিলেন কেন? তার বদলে শান্তি, আনন্দ, প্রভৃতি—অনেক কিছুই তো দিতে পারতেন?

মা আমার বর্ণনা শুনে আমোদ পেয়ে হেসে উঠলেন। বললেন 'আমি তো তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু তুমিই যে জোর ক'রে আমাকে বাধা দিতে থাকলে, নইলে আমার শক্তি তোমাকে শান্তি আর আনন্দই দিত। তুমি যে তোমার অবিশ্বাস আর অজ্ঞানতা নিয়ে জোর ক'রে রুখে দাঁড়ালে। ভগবানের উপরে বিশ্বাসটাও তো রাখতে হয়! যাই হোক, আমি বুঝে নিলাম যে তুমি গ্রহণ করতে পারবে। এমনি ভাবে তুমি ধ্যান ক'রে যেতে থাকো, অমন কষ্ট আর এর পরে হবে না, আমার সাহায্য তুমি সব সময়েই পাবে।"

শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—মায়ের এই শক্তি আমাদের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী, এর সাহায্য ছাড়া আমরা কোনো কিছুই কাজ নিজের থেকে করতে পারি না। তবে এর সাহায্য পাবার জন্যে নিজেকে সব সময় এর দিকে খুলে ধরতে হবে, এর সঙ্গে একটা সংযোগ রাখতে হবে, তবেই এর কাজ ভালোভাবে হতে পারবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, তা যদি পারো তাহ'লে মা সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। কোনো কিছু বিপত্তি এলেও তাতে বিচলিত না হয়ে তখন কেবল মাকে ডাকবে, তাহ'লে তিনিই তার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। মায়ের এই সজাগ ইচ্ছাশক্তি তোমাদের সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত, কেবল তাঁকে ডাকতে পারলেই হলো। তবে সেই ডাকার মধ্যে নির্ভরতা থাকা চাই। যদি বলো 'আমি ঠিকভাবে ডাকতে পারি না', তাতেও কিছু যায় আসে না, তুমি শুধু আন্তরিকতা নিয়ে যেমনভাবে পারো তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবেই ডাকবে। মাকে স্মরণ করে তাঁকে ডাকতে পারাটাই আসল কথা। কিছুই যদি করতে না পারো, কেবল বারে বারে তাঁকে ডাকতেই থাকো, ফিরে ফিরেই তাঁকে ডাকো। কবি যেমন গেয়েছেন—

"ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক দুলে"

শ্রীরামকৃষ্ণেরও সেই উপদেশ, আর শ্রীঅরবিন্দেরও সেই উপদেশ। তিনি বলেন এতেই কাজ হবে। তবে মা তাঁর এ শক্তির কখনো অপ-ব্যবহার করেন না। তুমি অন্তরের দিক দিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাও, তাঁর আশ্রয়-অঞ্চলের আওতার মধ্যে নিজেকে নিয়ে যাও, তাঁকে জানিয়ে দাও যে তুমি আশ্রয়প্রার্থী, তাহ'লেই মায়ের শক্তির সাহায্য পাবে, নইলে নয়। তখন তুমি জানতে না পারলেও সে আপনি এসে তোমার সাহায্য করবে। যেখানে তোমার নিতান্ত প্রয়োজন সেখানে দেখবে যে সে ঠিক সময়ে আপনা থেকে এসে সাহায্য করেছে, তোমাকে বিপত্তি থেকে আপনিই বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আরোগ্য-শক্তিও মায়ের একটা বিশেষ শক্তি। এ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা জানে, তার অনেক প্রমাণও দিতে পারে। কত লোক যে তাঁর এই শক্তির সাহায্যে নিশ্চিত অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সে তারা নিজেরাই জানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রকাশ করে না। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই এ-কথা অনেকবার বলেছেন যে মা যদি তাঁর এই শক্তিকে প্রয়োগ করেন তাহ'লে অতি দুঃসাধ্য রোগও আরোগ্য হয়ে যেতে পারে, অন্য কোনো চিকিৎ-সার দরকার লাগে না, কিন্তু তোমার তরফ থেকে চাই পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা, নতুবা সে-শক্তি প্রয়োগ করলেও তা ব্যর্থ হবে। বাস্তবিকই তাই হয়েছে, বিশ্বাস থাকায় মায়ের শক্তির জোরে অনেক কঠিন রোগ আরোগ্য হয়ে গেছে। শ্রীদিলীপকুমার তাঁর পুস্তকে এক অতি দুঃসাধ্য হৃদ্‌যন্ত্রের থ্রম্বোসিস রোগের এইভাবে চিরকালের জন্য আরোগ্য হয়ে যাওয়ার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি নিজেই জানি এমনি একজন বিশ্বাসীর কথা। তিনি শ্যামবাজারের ৺যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, অনেকের কাছেই 'যতীনদা' নামে পরিচিত। ইনি ছিলেন মায়ের একজন খাঁটী ভক্ত, মায়ের সম্বন্ধে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। বস্তুত এমন সরলবিশ্বাসী মানুষ আজকালকার দিনে নিতান্তই বিরল। এঁর এক ভাইপো ছিল, নিজের ছেলের চেয়েও সে বেশি প্রিয়, নিজের হাতে তাকে মানুষ করেছেন। তার ছিল ডুওডিন্যাল আল্সার রোগ, মাঝে মাঝে এই রোগে খুবই ভুগতো। একবার বিদেশে থাকতে এই রোগ অত্যন্ত বেড়ে গিয়ে তার পেটের ভিতরের ঘা ফেটে অন্ত্রচ্ছেদ (পারফোরেশন) হয়ে যায়, অজ্ঞান অবস্থাতে তাকে কলকাতায় আনা হয়। কলকাতার বিখ্যাত সার্জনরা তাকে দেখে বলেন বাঁচবার কোনো আশা নেই, তবে অপারেশন করে ক্ষতস্থান কেটে বাদ দিয়ে অন্ত্র জুড়ে দিলে যদি বেঁচে ওঠে। নার্শিং হোমে নিয়ে গিয়ে রাত্রেই অপারেশন করা হয়, কিন্তু সার্জনরা মুখ ভার ক'রে বলেন, ক্ষতস্থান একেবারে পচে গেছে, বাঁচবার আশা খুবই কম। এই সব ব্যাপার যখন চলছে তখন কিন্তু যতীনদা' ইতিমধ্যে একটি কাজ করেছেন, তিনি পণ্ডিচেরীতে মাকে এই খবরটি দিয়ে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, এবং যাতে আরোগ্য হয়ে যায় তার জন্য আশীর্বাদ চেয়েছেন। পরের দিনই সেই টেলিগ্রামের জবাব এসে গেছে, মা লিখে পাঠিয়েছেন কেবল একটি কথা "blessings" (আশীর্বাদ)। যতীনদা' জানেন যে মায়ের কাছ থেকে এই "blessings" পেয়ে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই, রোগ আরোগ্য হবেই। তিনি নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ বাড়িতে বসে আছেন। এদিকে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসেনি, উত্তরোত্তর সে খারাপের দিকেই চলেছে। পরের দিন সকালে তার নাড়ী পাওয়া যায় না, মুখচোখ দেখে মনে হয় মৃত্যু আসন্ন। তার আত্মীয়স্বজনেরা ছুটে বাড়ি এসে বললে অবস্থা খুবই খারাপ, তাকে শেষ দেখা দেখতে এখনই সকলের যাওয়া উচিত। যতীনদা' কিন্তু সে-কথা গ্রাহ্যই করলেন না, তিনি সেখানে না গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চিন্তমনে নিজের কাজে চলে গেলেন। অন্যান্য সকলে সেখানে গিয়ে দেখে রোগীর নাড়ী ফিরে এসেছে, সে চোখ চেয়ে কথা বলছে। তার সে-দিনের অবস্থা দেখে সার্জনরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললে, রোগী হঠাৎ আরোগ্যের দিকে মোড় নিয়েছে। কিন্তু এর কয়েক বছর পরে যতীনদা' নিজে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর ছেলেরা তৎক্ষণাৎ মাকে রিপ্লাই টেলিগ্রামে সে-কথা জানালে। কিন্তু সে টেলিগ্রামের কোনো জবাবই এলো না, যতীনদা' তৃতীয় দিনে মারা গেলেন।

মায়ের বিঘ্ননাশিনী শক্তিও অনেকটা এইভাবে অনেক সময় অদ্ভুত রকমের কাজ করে। মায়ের ভক্তের পক্ষে শুধু তার বিঘ্নের কথাটা মাকে জানিয়ে দিতে হয়। দূর থেকে যারা চিঠি লিখে জানায় তাদের সে-সব চিঠির প্রায়ই কোনো জবাব আসে না। কিন্তু খবরটা মায়ের কাছে পৌঁছে যাবার পর থেকেই যেন বিপদটা কেটে যেতে শুরু করে, সংকটের মেঘ অনেকটা লঘু হয়ে আসে, তার পরে কোথায় যেন তা আপনা থেকে মিলিয়ে যায়। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে চিঠিখানা মায়ের হাতে গিয়ে পড়বার আগে থেকেই কাজ শুরু হয়ে গেছে, তিনি যেন সেই চিঠি লেখার কথা আপনা থেকেই জানতে পেরে তার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন। বিপদের কথা শুধু চিঠিতে লিখলেই যথেষ্ট। কাছে এবং দূরে মায়ের কত অসংখ্য রকমের ভক্ত, অসংখ্য রকমের বিপদ তাদের নিত্য লেগেই আছে। কিন্তু তারা সকলেই নিশ্চিন্ত, সকলেই জানে যে মায়ের কাছে একবার শুধু জানিয়ে দিলেই হলো, যা হয় একটা কিছু উপায় তিনি করবেন।

মায়ের শক্তির বৈচিত্র্য ও তার রকমারি প্রয়োগের কোনো পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব। কেবল এইটুকুই মোটের উপর বলা যায় যে তিনি শুভদা, জ্ঞানদা ও বরদা। যা আগে অসম্ভব ছিল তাকে এখন সম্ভব ক'রে দিতেই তিনি নেমে এসেছেন। তিনি আমাদের জন্যে অনেক রকমের সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদেরও তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার। নিজেকে একটু কষ্ট ক'রে মায়ের হাতে সমর্পণ করা দরকার। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, সেটাও কি মা তোমার হয়ে ক'রে দেবেন?

আগেকার কালে ঈশ্বরকে জানতে, ঈশ্বরের কাছে থেকে সিদ্ধিলাভ ও বরলাভ করতে লোকে ঘরসংসার ছেড়ে বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করত। বহু তপস্যার পরে তাদের সে অভীষ্ট পূরণ হতো। ভগবানের সন্ধান পাওয়া নিতান্তই এক দুরূহ ব্যাপার ছিল, ক্বচিৎ দু একজন অসমসাহসিক ব্যক্তি সে-চেষ্টায় জীবনপণ ক'রে অগ্রসর হতো। যখন এ-চেষ্টা খুবই কমে গেছে তখন আমাদের দেশে অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বললেন এর এক সহজ রাস্তা রয়েছে, তোমরা আমার এই মাকে ধরো, তিনিই সব-কিছু মিলিয়ে দেবেন, সংসার না ছাড়লেও চলবে আর বনে না গেলেও চলবে। তারপর সে-পথে অনেকেই চলেছেন আর অনেকেই তাতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু সে-পথে সাধনাও ক্রমশ কমে আসতে লাগল। তখনকার যুগ আর এখনকার যুগে ইতিমধ্যেই অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। মানুষ হয়ে উঠেছে নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক, কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে তারা আগে কিছু বাস্তবের ভিত্তি চায়। তারা যুক্তি চায়, তর্ক চায়, বুদ্ধির বিচার চায়। তখন রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন শ্রীঅরবিন্দ। আর মা স্বয়ং নেমে এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। এখনকারই যুগের উপযোগী যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়েই শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ইনিই সেই মা, রক্তমাংসের দেহে অবতীর্ণা। এ আর দূর থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে পূজো করবার কিংবা ভয় করবার মতো জড়মূর্তি ঠাকুর নয়, এঁকে মা বলে ভাবতে বেশি দূর পর্যন্ত কল্পনা করতে হবে না। ইনি তোমাদের মা হতে তোমাদেরই মতন জীবন্ত হয়ে এসেছেন, নিজের ঘরের মায়ের মতো এঁর কাছে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারো, এঁকে মানুষের মতোই স্পর্শ করতে ও এঁর সঙ্গে কথা বলতে পারো। সত্যিকার জগন্মাতা বলে বিশ্বাস ক'রে এঁকেই ধরো, নিজেকে এই মায়ের হাতে সঁপে দাও, দিব্য ও চরম জ্ঞানলাভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এঁর উপরেই নির্ভর ক'রে থাকো। সত্যিকার নির্ভরতা এনেই দেখ যে আমার কথা সত্য কি না।

এমনি নির্ভরতা আনতে পারলে সাধারণ মানুষ সকলেই এখন ভগবানকে জানবার জন্য আস্পৃহা করতে পারে, যে যেমন অবস্থাতেই থাকুক আর যেমন কাজ নিয়েই থাকুক। কেবল এমনি আত্মনিবেদন ও নির্ভরতা থাকলে আর কোনো কঠোর তপস্যারও দরকার হবে না, জীবনের কোনো কিছু বদলাবারও দরকার হবে না। বদলাতে হবে কেবল নিজের মনকে। আমরা এই মনেরই বড়ো বড়াই করি, সকল বিষয়ে এরই নির্দেশ মেনে চলি, এরই কামনা বাসনাকে প্রাধান্য দিই, এরই অহমিকায় ভরপুর হয়ে থাকি। ভগবানকে চাইতে গেলে আর তা চলবে না। মনের প্রাধান্যের দিন ফুরিয়েছে বলে জানবে। মনই আমাদের শেষ কথা নয়, এর চেয়েও বড়ো জিনিস আমাদের আয়ত্ত করবার আছে। সে হলো দিব্য জ্ঞান, যাকে বলা যেতে পারে অতিমানস। মনকে তুচ্ছ করে এবং অতিক্রম ক'রে সেই অতিমানসের জ্ঞানের স্তরে গিয়ে আমাদের পৌঁছনো চাই। নিজের চেষ্টায় তা কখনো হতে পারে না। মা সেই জ্ঞান তোমার মধ্যে দিয়ে দিলেই তা হতে পারে। এই জ্ঞান দেবার জন্যেই তিনি নেমে এসেছেন। কিন্তু সে-জ্ঞান নেবার জন্যে নিজের তরফ থেকে তোমার প্রস্তুত হওয়া চাই। তার জন্যে নিজের পার্থিব সুখদুঃখের কথার মধ্যে থেকেও তাকে বাহ্য করে রেখে ভিতরে ভিতরে মায়ের কথাই নিত্য স্মরণ করতে হবে, অকৃত্রিম ঐকান্তিকতা নিয়ে তাঁরই দিকে চেয়ে থাকতে হবে। তাহ'লে তখন ধীরে ধীরে তাঁর প্রভাবে তোমার চেতনাটি বদলে যেতে শুরু করবে, ক্রমে বুঝতে থাকবে যে মা তোমার ভিতরে উপস্থিত থেকে তোমার প্রকৃতির মধ্যে তাঁর শক্তিসঞ্চার করছেন। তার পরে আধ্যাত্মিক অনুভূতি এসে তোমার উপলব্ধির গুপ্তদ্বার খুলে দেবে। তখন আর তুমি সাধারণ মানুষ থাকবে না, হয়ে যাবে দিব্য মানুষ। মায়ের শক্তির এতই গুণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য যতটা করবার কথা বলা হলো ততটা করাও সহজ কথা নয়। এখনকার চালাক মানুষের পক্ষে নিজের অহমিকা ও বুদ্ধিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ নির্ভরতার ভাব আনতে পারা খুবই কঠিন। তা ছাড়া এ-পথে বাধা ও বিরুদ্ধতা তো সহস্র সহস্র রকমের আছেই। সামান্য একটা কাজ করতে গেলেই যখন নানা দিক থেকে নানা বিরুদ্ধতা আসে, তখন এর বেলা তো আসবেই। কিন্তু তবুও মা আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ানোতে এ-কাজ আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। ভগবান আগে যতটা নাগালের বাইরে ছিলেন এখন আর ততটা নেই, কারণ এখন মাকে অনায়াসে ধরা যায় আর মাকে ধরতে পারলেই তাঁর শক্তির সাহায্য পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, সে-শক্তি সর্বজয়ী, সকল রকমের বিরুদ্ধতাকেই সে বিনাশ করতে পারে। যে-সকল গুণের জন্য দুর্গাকে দনুজদলনী বলা হয় সেই সকল গুণই মায়ের মধ্যে বিদ্যমান। সেই সব গুণসমন্বিতা হয়ে তোমাকে সাহায্য দিতে মা স্বয়ং এখন উন্মুখ হয়েছেন। একেবারে না পারো, ক্রমে ক্রমে সব-কিছু তাঁর হাতেই ছেড়ে দাও, তিনি তোমার ভিতরের ও বাইরের সকল অসুরকে বিনাশ করবেন।

মা অলৌকিক শক্তিসম্পন্না। তাঁর অলৌকিক শক্তির (occult power) কথা ইতিপূর্বে কিছু কিছু বলা হয়েছে। এই গুহ্য বা অলৌকিক শক্তি মায়ের মধ্যে খুবই প্রবল, ইচ্ছা করলে তিনি এর দ্বারা হঠাৎ আশ্চর্য রকমের অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু এই গুহ্য শক্তিকে তিনি পারতপক্ষে প্রয়োগ করেন না, বরং এই শক্তির অধিকারী হয়ে যারা লোক দেখানোর জন্যে তা প্রয়োগ করে তাদের তিনি নিন্দাই করেন। তিনি মনে করেন যে বিশ্বপ্রকৃতিকে যে-কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তার উপরে যখন তখন হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া উচিত নয়, তাতে প্রকৃতির কাজের ওলটপালট হয়ে যায়। যেখানে নিতান্তই প্রয়োজন সেখানেই এ-শক্তির প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি তা কখনো তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন তবে তা অত্যন্ত গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কেউ বুঝতেই পারে না যে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করা হলো।

এই অলৌকিক শক্তির জোরে মা এক অদ্ভুত রকমের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। কিছুক্ষণ যদি তুমি তাঁর কাছে গিয়ে বসো, তাহলে তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তোমার ভিতর বাহির সব-কিছুই তিনি দেখতে পাবেন, এবং তোমার প্রকৃতির নাড়ীনক্ষত্র, তোমার আমিত্বের ভিতরকার খবর, তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব-কিছুই বলে দিতে পারবেন। এমন কি তুমি যদি কখনো তাঁর কাছে না গিয়ে থাক, কেবল তোমার ফটো দেখেই তিনি এ-সব কথা বলে দেবেন। অনেকেই মায়ের এই অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পেয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

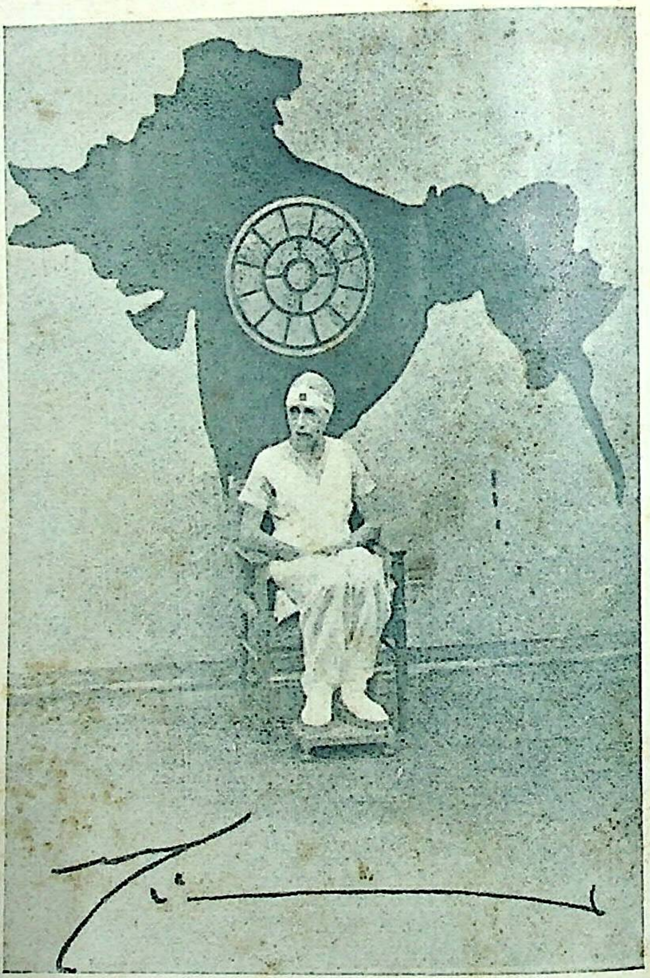

শ্রীমা

[ভারত-আত্মার প্রতীকরূপে]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের শক্তি (সাবিত্রীরূপে)

অন্যভাবে শ্রীঅরবিন্দ মাকে বলেছেন সাবিত্রী। সবিতা মানে যিনি আলোকের মূল জনয়িতা, তাঁর থেকে যিনি উদ্ভূতা হয়েছেন তিনিই সাবিত্রী। তিনিই এই মনুষ্যলোকে এসে আবির্ভূতা হয়েছেন মানুষকে অমৃতত্বের নবজীবন দান করতে। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ নব ছন্দে বর্ণনা করেছেন তাঁর "সাবিত্রী" নামক দ্বাদশ খণ্ডে বিরাট এক রূপক মহাকাব্যে। মহাভারতের আরণ্যক পর্বের সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানটিকে ভিত্তি করে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে। ঘটনাটিকে সেই রকমই রাখা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থটি এখানে রূপক হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। মূল উপাখ্যানটি মোটামুটি ভাবে এইরূপ জানা আছে যে, অপুত্রক রাজা অশ্বপতি একটি সন্তান পাবার আশায় আঠারো বছর যাবৎ কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্টা হয়ে স্বয়ং সাবিত্রী দেবী এসে তাঁকে এই বর দেন যে তিনি নিজেই রাজার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। এই কারণে, কন্যাটি জন্মগ্রহণ করলে তিনি তার নাম রাখেন সাবিত্রী। এই সাবিত্রী যখন ক্রমে বিবাহ-যোগ্যা হলেন তখন তাঁর উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে রাজা তাঁকে তাঁর নিজের ইচ্ছামত পতি-নির্বাচন ক'রে নিতে বলেন। তিনি অরণ্যবাসী অন্ধ-রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিরূপে মনোনীত করেন। কিন্তু নারদ এসে বাধা দিয়ে বললেন যে সত্যবানের পরমায়ু খুব কম, এক বছর পরেই তার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং জেনেশুনে সেখানে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সাবিত্রী তাতেও নিবৃত্ত হলেন না, তিনি সত্যবানকেই পতিরূপে গ্রহণ করলেন। এক বছরের নির্দিষ্টকাল পরে সত্যবান বনে কাঠ আনতে গিয়ে মাথার যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। মৃত্যুর সময় উপস্থিত দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং যমরাজ এসে সত্যবানের আত্মাকে মৃত্যুরাজ্যে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু সাবিত্রী তাঁর সঙ্গ ছাড়েন না। যমরাজ অনেকভাবে বুঝিয়েও কিছুতেই তাঁকে নিবৃত্ত করতে না পেরে অবশেষে তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দেন। তার পরে সাবিত্রী ও সত্যবান এক নতুন রাজ্য লাভ ক'রে পরম সুখে বসবাস করতে থাকেন।

এই মূল উপাখ্যানটিকে অবলম্বন ক'রে শ্রীঅরবিন্দ আগাগোড়া রূপক হিসাবে তাঁর মহাকাব্যে একে নতুন রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। অশ্বপতিকে তিনি বলছেন জগতের প্রাণবন্ত মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ, কারণ অশ্ব হলো প্রাণের প্রতীক। আসল কথা এই অশ্বপতির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই জীবনের সাদৃশ্য আছে। নিজেরই জীবনের কঠোর তপস্যাকে তিনি অশ্বপতির আঠারো বছরব্যাপী তপস্যার বহুবিধ বর্ণনার ভিতর দিয়ে তাঁর অনুপম কাব্যতুলিকার সাহায্যে বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অশ্বপতি হলেন তাঁরই মতো আস্পৃহা-যুক্ত অদম্য মনুষ্য-আত্মার প্রতীক, যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে ও জগতের মল সত্যকে খুঁজে বের করতে চান। কঠোর তপস্যার ফলে তিনি চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে অবশেষে স্বয়ং সাবিত্রীর অর্থাৎ জগন্মাতার সাক্ষাৎ পান। তখন তিনি তাঁর কাছে এই বর প্রার্থনা করেন যে এবার জগন্মাতা সাবিত্রীকে নিজেই পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করতে হবে, নতুবা একা তাঁর দ্বারা জগতে পূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, জগতের দুস্তর তমিস্রা ও মৃত্যু ও অজ্ঞানতার রঙ্গভূমিতে তিনি নিজে নেমে এসে না দাঁড়ালে এখানকার প্রতিপত্তিশালী বিরোধী শত্রুগুলিকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। জগন্মাতা তাঁর অসীম কৃপায় এতে স্বীকৃতা হয়ে সাক্ষাৎ মূর্তিমতী ভগবৎ-কৃপার প্রতীক হয়ে এখানে আবির্ভূতা হলেন। তার পরে সত্যবান, অর্থাৎ সত্যেরই সন্তান স্বরূপ এই মানুষ জাতি, নিশ্চিত মৃত্যু অভিমুখে অগ্রসর হতে চলেছে দেখে আপন অমৃতত্বের আশ্রয়ে আগলে রেখে মৃত্যুরাজ যমের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। দুই পক্ষে প্রতিযোগিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুরু হলো। এখানে সাবিত্রী হলেন সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপার প্রতীক। আর যম হলেন যত বিরুদ্ধ শক্তির প্রতীক। যম তাঁর নিজের তরফের সব রকমের অকাট্য যুক্তিগুলিকে খুবই চাতুর্যের সঙ্গে একে একে উপস্থাপিত করতে থাকলেন, কিন্তু সাবিত্রী তাঁর সংকল্পের জোরে সব যুক্তিকেই খণ্ডন ক'রে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন। মৃতকল্প সত্যবানকে তিনি মৃত্যুমুখ থেকে ফেরালেন, তাকে তিনি নবজীবন ও নতুন অমৃতত্ব প্রদান করলেন। সাবিত্রী ও সত্যবান তখন দুজনে মিলে মূল সত্যের আলোকরাজ্যে গিয়ে পৌঁছুলেন, যেখানে সত্যের সূর্য চির-দীপ্তিমান, কোনো কালেই সে সূর্য অস্ত যায় না। কিন্তু সেখান থেকে পরে দুজনেই তাঁরা নেমে এলেন এই অজ্ঞানতায় ঘেরা মাটির পৃথিবীতে, এখানে তাঁদের অনেক কাজ বাকি রয়েছে, এখানে এক নতুন মানবজাতিকে তাঁদের স্বষ্টি করতে হবে। এই হলো রূপক হিসাবে "সাবিত্রী" মহাকাব্যের মর্মকথা।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই মহাকাব্যটি বহুকাল আগের থেকেই রচনা করতে শুরু করেন, যখন এই মায়ের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না, বস্তুত মা এদেশে আসবার অনেক বছর আগের থেকে। খুব ধীরে ধীরে এই কাব্যটি তিনি প্রণয়ন করতেন, কখনো বা লিখতেন কখনো ফেলে রাখতেন, এক একটা কথাকে দশবার ক'রে সংশোধন করতেন, এক একটা লাইন দশবার কাটতেন আর দশবারই নতুন করে লিখতেন। এইভাবে বারোটি খণ্ড তিনি লেখেন, কিন্তু শেষের অংশটা সমাপ্ত ক'রে যেতে পারেননি। যারা কাব্যরসজ্ঞ, তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে বর্তমান যুগে এমন অপূর্ব কাব্য জগতের কোনো দেশেই রচিত হয়নি। এর গভীর মর্ম এখনকার লোকে হয়তো ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, এ-কাব্য বর্তমানের জন্যে নয়, ভবিষ্যতের জন্যে। একে বুঝতে হবে সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে নয়, এক স্বতঃস্ফূর্ত বোধির সাহায্যে, এই কাব্য পড়তে পড়তে সেই বোধি আপনা হতেই ভিতর থেকে জেগে উঠবে, এবং এর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দব্যঞ্জনার অন্তরালবর্তী মর্মটিকে অপ্রকাশ্যভাবে আপনা হতে উপলব্ধি করবে।

যাই হোক, আমাদের বক্তব্য এই যে সাবিত্রীরূপিণী মা যে এখানে আসবেন সে কথা শ্রীঅরবিন্দ আগের থেকেই জানতেন। শুধু তাই নয়, এ কথাও তিনি জানতেন যে সত্যবানকে যমের হাত থেকে টেনে এনে তাকে দিব্যজীবন দান করতে একদিন একাই তাঁকে লড়তে হবে। সেই চরম অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্তে কেউই তাঁর সহায় থাকবে না, কোনো দেবতা বা মানুষ তাঁর পাশে থাকবে না, তবু একাই তিনি লড়তে পারবেন, সে সামর্থ্য তাঁর আছে। তাই তিনি এ কথা লিখে গেছেন "The great are strongest when they stand alone" অর্থাৎ যারা প্রকৃত শক্তিশালী তারা তখনই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় যখন তারা একা লড়ে। সত্যবানকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করবার বিষয়টিকে উপলক্ষ ক'রে তিনি মায়ের সম্বন্ধে তাঁর কাব্যে স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছেন যে কেউ যদি এ কাজ পারে, তবে তা ইনিই পারবেন, একমাত্র এঁর দ্বারাই তা সম্ভব। তিনি বলেছেন—

"আসে দিন—দাঁড়াবে সে সহায়বিহীন—
আপনার; জগতের ঘোর নিয়তির
শেষ প্রান্তে, একা তার বক্ষতলে বহি
জগতের ভাবী গতি, বহি রিক্ত চিত্তে
মানবের আশা সব, যুঝিতে একক
অন্তিম সীমান্তে—বার বার এই শেষ—
হবে পূর্ণ জয়, নয় পরাজয় পূর্ণ।
....
স্বর্গে চাহি মাথা কুটি কোরো না রোদন—
ত্রাণকর্ত্রী তিনি শুধু—মৌন তপঃশক্তি
অবতীর্ণ পৃথ্বীপরে এই ব্রত নিয়ে,
তাঁরই মাঝে ঐশী ইচ্ছা হয়ে সচেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের তনু হের করেছে ধারণ।
আপনারে রক্ষা, রক্ষা সারা জগতের
একমাত্র তাঁরই কাজ, একমাত্র তাঁর।"

আর মাও জানতেন। তিনিও জানতেন যে শ্রীঅরবিন্দ এবার রণক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হবেন, এবার একাই তাঁকে সব দিক সামলাতে হবে, একাই তাঁকে লড়তে হবে। শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের কয়েক-মাস আগে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৫ই আগষ্টের বাণীতে তিনি স্পষ্টই এ-কথার আভাষ দিয়েছিলেন যে এবার এক নতুন সন্ধিক্ষণ আসছে, তার জন্যে আমাদের আগের থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে, আর ভয় জিনিস-টাকে একেবারেই বর্জন করতে হবে। যাই হোক না কেন, ভয়কে যেন কারো অন্তরে ঢুকতে দেওয়া না হয়।

আবার শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পরে মা ঘোষণা করলেন—

"শ্রীঅরবিন্দ নেই বলে শোক করা মানে তাঁর অবমাননা করা: তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন আর সচেতনেই আছেন।...তাঁর রূপান্তর আনার কাজ আরো পূর্ণতরভাবে যাতে হতে পারে তাই তিনি তাঁর স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেছেন মাত্র, নতুবা আমরা সকলেই তাঁর দৃষ্টির সুমুখে রয়েছি। কিন্তু তিনি সব সময়েই রয়েছেন আমাদের মধ্যে, আমরা কখন কি করছি আর কি ভাবছি সবই তিনি জানতে পারছেন, আমাদের কোনো অনুভূতি আর কোনো কর্মই তাঁর কাছে অজানা থাকছে না।"

অতএব ইনিই সেই সাবিত্রী, সেই "ত্রাণকর্ত্রী", সারা জগতের রক্ষা যাঁর "একমাত্র কাজ"। শ্রীঅরবিন্দ যে নব রূপান্তরের কথা বলেছিলেন, মানুষকে যে নবজন্ম দেবার কথা বলেছিলেন, সেই হল তাঁর কাজ। এ-কাজ কেবল তাঁর আশ্রমটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ-কাজ সারা জগদ্‌ব্যাপী। তাঁর সজাগ উপস্থিতির প্রভাব সর্বক্ষণ রয়েছে সর্বত্রই। শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টই বলে গেছেন, যে যেখানেই থাক, কাছে কিম্বা বহু দূরে, হৃদয়ের ডাক যদি তার ঐকান্তিক হয় তবে মায়ের কাছ থেকে সাড়া সে পাবেই। মা নিজেও বলেন এই কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষভাবে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, মাকে কখনো চোখে না দেখেও মায়ের সঙ্গে সত্যিকার সংস্পর্শ ঘটতে পারে কিনা। মা বললেন, "নিশ্চয় পারে। মায়ের শরীর পৃথিবী ঘিরে আছে—দূরে থেকেও তাঁর শরীরের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থাপন হয়—এ শরীর খুব বেশী সূক্ষ্মও নয় ইলেক্‌ট্রিসিটি বলতে যে-সূক্ষ্মতা বোঝায় সেই ধরণের।" তবে এ-সংস্পর্শ পেতে হলে তেমনি সূক্ষ্মবোধটি জাগা দরকার। তেমন সূক্ষ্মবোধ আমাদের সকলের মধ্যেই আছে, কেবল দিনরাত্রির স্থূল-বোধের কারবারে তা চাপা পড়ে আছে। ঐকান্তিকতা থাকলে সে সূক্ষ্মবোধ আপনিই জেগে উঠবে। তার থেকে আসবে নবদৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাবো যে মায়েরই ইচছায় আর মায়েরই জোরে আমরা মৃত্যুর রাজ্য থেকে কেমন করে অমৃতের রাজ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের আলো

কবি তাঁর প্রার্থনা-গানের মধ্যে গেয়েছিলেন—

"বচন মনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে"

আমরা মায়ের সেই জ্যোতির কথাই বলছি।

কিন্তু এ-বিষয়ে কিছু বলা বড়ো কঠিন। যারা চক্ষুষ্মান হয় তারাই কেবল সূর্যের জ্যোতি দেখে, তারাই তার কথা বলতে পারে। যারা অন্ধ, তারা সে-জ্যোতি কখনো দেখেনি, কেবল কানেই শুনেছে। তবু তারা সেই শোনা-কথাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। চোখে না দেখেও তারা একরকমভাবে জানে যে সূর্যের একটা জ্যোতি আছে। তারা জানে যে চোখে যারা দেখছে এবং বলছে তাদের কথা মিথ্যা নয়। আমরা কেবল মায়ের আলোর সম্বন্ধে তেমনি শোনা-কথাটুকুই বলতে পারি।

বেদ উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন এই মহা জ্যোতির কথা, সকল দেশের সকল যুগের সাধকরাও বলেছেন এই জ্যোতির কথা, রামপ্রসাদ বলেছেন মায়ের এই আলোর কথা, শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন, আবার শ্রীঅরবিন্দও তাই বলছেন। তিনি বলছেন—সব রকমের আলোই মায়ের, আলো মাত্রই মূলতঃ মা থেকে উদ্ভূত। আমরা তাঁদের সকলের কাছে শুনেই ঐ আলোর সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করি।

এর আগে বলেছি মায়ের শক্তির কথা কিন্তু শক্তি আর আলো দুটো আলাদা জিনিস নয়। যেখানেই শক্তি সেখানেই আছে আলো, যেখানেই আলো সেখানেই তার পিছনে আছে শক্তি। সূর্যের থেকে আলোও আসে, উত্তাপও আসে। আলোর দ্বারা সব-কিছু জিনিসকে দেখা যায়, উত্তাপের দ্বারা সব-কিছু জিনিস শক্তি পায়। আলো এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তাপকে পৃথক করা যায় না, দুটো একসঙ্গেই থাকে, অথচ দুটোর কাজ হয় আলাদা। আমাদের পক্ষে শক্তিও চাই, আবার আলোও চাই। সেই আলোর জন্যে আমাদের আস্পৃহা থাকা চাই। আস্পৃহা থাকলেই তবে কোনোদিন সে-আলোর সন্ধান পেতে পারি।

এ বিষয়ে মা নিজে বলেছেন—

"তোমরা কি কখনো কোনো বনের মধ্যে গিয়ে এটা লক্ষ্য করে দেখনি যে অগণ্য গাছপালা খুব ঘেঁষাঘেঁষি থেকেও প্রত্যেকেই তারা উপরের আলোর জন্যেই কত রকমের প্রয়াস করতে থাকে—এঁকেবেঁকে লম্বা হয়ে ডালপালা বাড়িয়ে কত হাজার রকম উপায়ে সূর্যের আলোকে একটুখানি ধরবার জন্যে প্রাণপণ করে? এই হলো তাদের স্থূলভাবের আস্পৃহার অভিব্যক্তি—আলোর জন্যে তারা অনবরতই হাত বাড়াচ্ছে। গাছপালার স্থূল সত্তার মধ্যে আলোর জন্যে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আকিঞ্চন। তাদের সম্পূর্ণ জীবনটাই হলো আলোর কাছে এক নিরন্তরের আরাধনা। আলো মানেই ভগবান, সূর্য মানেই পরম চেতনা। গাছপালারা যদিও একেবারেই সরল ও অন্ধ তবু এ-কথা তারা নিজেদের চেতনাশক্তি অনুযায়ী স্পষ্টই বোধ করে। তাই আলোর জন্যে তাদের আস্পৃহা এত জোরালো।"

অতএব আলো পেতে হলে আমাদরও ওদের মতো ঐ রকম তীব্র আস্পৃহা আনতে হবে। তবে সূর্যের আলো হলো বহির্জগতের, তাই ওদের আস্পৃহা স্থূল ও বাহ্যিক। মায়ের আলো হলো অন্তর্জগতের, তাই আমাদের আস্পৃহা হবে আভ্যন্তরিক। তার পরে আমাদের যখন সেই আলো দেখবার সৌভাগ্য হবে, তখন দেখা যাবে যে হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন একসঙ্গে হাজার বাতি জ্বলে উঠেছে। এই কথা বলেছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন সেই আলোর বন্যায় তোমার আমিত্ব কোথায় ভেসে ডুবে তলিয়ে মিলিয়ে যাবে।

এই আলোকে যাতে গ্রহণ করতে ও সহ্য করতে পারো, তার জন্যে কিন্তু আগের থেকে তোমাকে যথেষ্ট প্রস্তুত হতে হবে। তার জন্যে যথেষ্টই হয়তো বেগ পেতে হবে। একটা অমূল্য জিনিস লাভ করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলে তার জন্যে অনেক অসহ্য কষ্টই হজম করতে হয়। তোমাকেও এর জন্যে দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ব্যথা ও ব্যর্থতা, অনেক-কিছুই অতিক্রম করতে হবে। মন্দ ভাগ্য এসে হয়তো সদলবলে তোমার পথরোধ ক'রে দাঁড়াবে। কিন্তু আলোকসন্ধানী হতে গেলে তাতে ভয় পেলে চলবে না, কাতর হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ক্রিশ্চান সন্ধানীরা বলেন যে দুঃখদুর্দশা ও আত্মপীড়ন যখন চরমে উঠবে তখনই মিলবে ভগবানের জ্যোতি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন অতটা কৃচ্ছ্রসাধনার আমাদের কোনো দরকার নেই, তিনি মাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন এক সূর্যালোকদীপ্ত সরল পথের (sunlit path) কথা। তিনি বলেন যে মাকেই এর জন্যে ধরো, মায়ের উপরেই নির্ভর ক'রে থাকো, তাহ'লে এ পথ খুবই সহজ হয়ে যাবে। সেই একই কথা যা শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন—নিজের শক্তির উপরে নির্ভর না ক'রে মায়ের হাতে নিজেকে সঁপে দাও তাঁরই হাতে সব-কিছুর ভার দিয়ে দাও, যা করবার তা তিনিই করুন। এই সমর্পণের মধ্যে এখনকার নূতনত্ব এই যে কেবল অধ্যাত্মের দিক দিয়েই নয়, সকল দিক দিয়ে সর্বতোভাবে করতে হবে আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন integral।

এইভাবে প্রস্তুত হয়ে যখন তুমি তোমার হৃদয়কে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত ক'রে দিতে পারবে, আর যখন মা খুশি হয়ে তোমার মধ্যে এসে ধরা দেবেন, তখনই এই আলো তোমার মধ্যে এসে প্রবেশ করবে। কবি যেমন উপমা দিয়ে বলেছেন, বহু দূর আকাশে অবস্থিত বহুগুণে বিরাট সূর্য যখন খুশি হয়ে নিচেকার সামান্য পদ্মপত্রের উপর টলটলায়মান ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর বুকের মধ্যে এসে ধরা দেয়, তখন তার সেই বুকের ভিতরকার আলোকে বিচ্ছুরিত ক'রে সামান্য শিশিরবিন্দুটি হীরার বিন্দুর মতো ঝলমল ক'রে ওঠে, মায়ের আলো পেয়ে তোমার অবস্থাও ঠিক তেমনি হবে। তখন তোমার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসীমাটুকু অনেক বেশি প্রসারিত হয়ে যাবে, যতটুকু এখন দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেকদূর পর্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে পাবে, তখন জড়ের মধ্যে যে-প্রাণ লুকিয়ে আছে তাকে তুমি দেখবে, অসুন্দরের মধ্যে যে-সুন্দর লুকিয়ে আছে তাকে তুমি দেখবে, তৃণের মধ্যে যে-চেতনা লুকিয়ে আছে, ফুলের মধ্যে যে-আশীর্বাদ লুকিয়ে আছে, বেদনার মধ্যে যে-আনন্দ লুকিয়ে আছে, কান্নার মধ্যে যে-হাসি লুকিয়ে আছে, দুঃখশোকের মধ্যে যে-তাৎপর্য লুকিয়ে আছে, অসম্ভবের মধ্যে যে-সম্ভব লুকিয়ে আছে সবই তুমি দেখতে পেয়ে যাবে। তখন দেখবে যে এই সব কথা বাস্তবের চেয়েও বেশি বাস্তব, গাণিতিক সত্যের চেয়েও বেশি সত্য। তখন তুমি বুঝবে যে এ তোমার জীবনের এক সর্বোত্তম আবিষ্কার। এ আবিষ্কার কোনো শিক্ষাদীক্ষার উপর নির্ভর করে না। তুমি দুঃস্থ হও দরিদ্র হও, অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত হও, অন্যান্য সকল বিষয়েই হতভাগ্য হও, তাতেও কিছু যায় আসে না। ভিতর থেকে প্রস্তুত হলেই এ আলোর সন্ধান তুমি পেয়ে যাবে।

মায়ের এই আলোর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

"মায়ের চেতনা স্বয়ং দিব্য চেতনা এবং তার থেকে যে আলো আসে তা স্বয়ং দিব্য সত্যের আলো। যে-কেউ এই আলোকে ধরে থেকে তারই মধ্যে নিত্য বাস করতে পারবে সে মন-প্রাণ-দেহের সকল স্তর থেকেই পরম সত্যকে দেখতে পাবে। সব-কিছু অদিব্যকেই সে তখন প্রত্যাখ্যান করবে—অদিব্য মানে যা মিথ্যা, যা অজ্ঞানতা, যা অন্ধ শক্তিসমূহের ভ্রান্তি; যা-কিছু কেবল অন্ধকার অবস্থাই পছন্দ করে আর দিব্য সত্যকে ও তার আলো এবং শক্তিকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়, সে সবই অদিব্য। সুতরাং মায়ের আলোকে ও শক্তিকে যা মানতে চায় না তাও অদিব্য।...আমরা যখন একটা বিশেষ অর্থে মায়ের আলো ও আমার আলোর কথা বলি, তখন তা বলি ওর এক বিশেষ শক্তিক্রিয়ার দিক থেকে—তা বিশেষ কতকগুলি আলো যা আসে উপরের অতিমানস থেকে। সেই ক্রিয়ার দ্বারা মায়ের শুভ্র আলো সব-কিছুকে বিশুদ্ধ করে, দীপ্তিমান করে, সত্যের সম্পূর্ণ তেজ ও শক্তিকে নিচে নামিয়ে এনে এখানে রূপান্তর ঘটায়। বস্তুত সর্বোচ্চ দিব্য সত্যের যা-কিছু আলো এখান পর্যন্ত নেমে আসে তা সবই মায়ের আলো।...জেনে রাখো যে মায়ের আলো এবং শক্তি সত্যেরই আলো এবং শক্তি; মায়ের এই আলো এবং শক্তির সংস্রব কিছুতেই ছেড়ো না, তাহ'লেই তুমি দিব্য সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আমরা যারা বাস্তব জগতে থেকে কোনো দিকে আলো দেখতে পাই না, যাদের দেহে ও মনে, সংসারে ও সমাজে, দেশে ও বিদেশে চারিদিক থেকেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, যাদের মায়ের আলোর দর্শন মেলার সৌভাগ্য আসবার কোনোই আশা নেই, তাদের ও কথা শুনে কি লাভ আছে? তারা বলবে ও কেবল কয়েকজন সৌভাগ্যবানদের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। মা তার জবাবে নিজে বলছেন যে সে কথা ঠিক নয়, এ সৌভাগ্য সকলেরই জন্যে তোলা আছে, প্রত্যেকেই এই সৌভাগ্য লাভের অধিকারী। "কথোপকথনের" মধ্যে তিনি বলছেন তাদেরই সম্বোধন ক'রে—

"তোমরা যারা আহত, ভূপতিত, ক্লিষ্ট, নিচে পড়ে গিয়ে হয়তো ভাবছো যে আর বুঝি মাথা তুলতে পারবে না, তোমরা শোনো তোমাদের এই এক সমব্যথী বন্ধুর কথা; সে জানে তোমাদের সকল দুঃখের কাহিনী। ঐ ধরণের কষ্ট সেও অনেক ভোগ করেছে, অমনি প্রখর রৌদ্রে একদিন সেও দুস্তর মরুভূমি পার হয়েছে, অমনি ক্ষুধাতৃষ্ণার দংশন তাকেও সহ্য করতে হয়েছে, অমনি নিঃসঙ্গ জীবন এক সময় তারও ছিল, আর সবচেয়ে নির্মম যে হৃদয়ের রিক্ততা তাও তাকে আস্বাদ করতে হয়েছে। কতই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, দুর্বলচিত্ততার ভিতর দিয়ে তাকেও অতিক্রম করতে হয়েছে।...তবু শোনো, সে তার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছে, এমন কোনো অন্ধকার রাত্রি নেই যা কখনই পোহাবে না, বরং যখন অন্ধকার খুবই গভীর হয়ে আসবে তখনই জানবে যে এর পরেই আলোকময়ী ঊষা নিশ্চয় দেখা দেবে; তোমরা জেনো যে এমন কোনো কুয়াশা নেই যা সূর্যের আলোতে কাটে না, এমন কোনো অশ্রু নেই যা সূর্যের কিরণে শুকোয় না, এমন কোনো দুর্দান্ত শীত নেই যার পরে মধুর বসন্ত আসে না।

"...নিয়তির কোপে কিংবা নিজের দোষেই যদি ধরাশায়ী হয়ে থাকো, তাতেও হতাশ হবার কিছু নেই, ঐখানে ঐ অবস্থাতেই তোমার কাছে নেমে আসবে স্বয়ং ভগবানের স্নেহধারা, তাঁর শুভ আশীর্বাদ। এখন কষ্টের আগুনে পুড়ে তুমি শুদ্ধ হয়ে গেলে, এবার তোমার ওখান থেকে উপরে উঠে আসা কে ঠেকাবে?

যখন তুমি নিঃসঙ্গ নির্জন প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়েছ, তখন তুমি কান পাতলেই শুনতে পাবে নীরবতার মধুর আহ্বান। এতদিন হয়তো বাইরের স্তুতিবাদ তোমার কানকে তুষ্ট ক'রে রেখেছিল, কিন্তু এবার এই নীরবতার গভীর নিস্তব্ধ বাণী তোমার ভিতরকার আত্মাকে তৃপ্ত করবে। যখন গহন রাতের অন্ধকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতান্ত একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ, তখন দেখবে তার মাঝেই অমূল্য মণিমাণিক্য জ্বলছে, সেগুলিকে নিজের মধ্যে সঞ্চয় করো। যখন একেবারে রিক্ত হয়ে গেছ, নিজের বলতে আর কোনো-কিছুই নেই, তখনই তোমার মিলে যাবে সব চেয়ে বহুমূল্য জিনিস। কেবল নিজের অন্তরকে অকপট রাখো, তাহ'লে সব চেয়ে মন্দের ভিতর থেকে সব চেয়ে ভালো জিনিস তোমার নিশ্চয় মিলে যাবে।"

মা বলছেন, অন্ধকারকে ভয় ক'রো না, কালো অন্ধকারের মাঝেই তো জ্বলবে মায়ের সাদা আলো। দুর্ভাগ্যকে ভয় ক'রো না, তার পিছনেই তো লুকিয়ে আছে সৌভাগ্য। তিনি বলছেন, "কিছুতেই যেন হাল ছেড়ো না, শক্ত ক'রে ধরে থাকো, যখন দেখছো যে সব-কিছুই তোমার যেতে বসেছে, তখনই জানবে যে সব-কিছুই তোমার সার্থক হচ্ছে।" মায়ের আলো যারা পেতে চায় তাদের এই বাণী হবে মূল মন্ত্র।

মায়ের আলো দেখতে পাওয়া একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ও অনুভূতির কথা। আমরা বাহ্য জগতে আলো দেখি, তা সবিতার আলো। আকাশের বুকে এই সবিতার উদয়। এ একটা প্রত্যক্ষ ও স্থূল সত্য। কিন্তু যাঁদের উপলব্ধি হয়েছে তাঁরা বলেন, এ হলো আধ্যাত্মিক সত্যেরই অবিকল বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। আকাশ হলো মহাচেতনা। সেই মহাচেতনা নিজেকে একাগ্র ও কেন্দ্রীভূত ক'রে নিজের বুকে সৃষ্টি করলেন সাবিত্রীকে, অর্থাৎ সবিতার শক্তিরূপকে। আকাশের বর্ণ নীল, আর সাবিত্রীর বর্ণ সাদা। তাঁর সেই সাদা আলো থেকেই সকল রকম বর্ণের সৃষ্টি। এই হলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গুহ্য কথা। এই হিসাবেই শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলছেন তাঁর আলোর বর্ণ নীল, মায়ের আলোর বর্ণ সাদা। আশ্রমের সাধকরাও কেউ কেউ বলেন যে তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের এই নীল আলো আর মায়ের সাদা আলো বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করেছেন।

মা নিজেও বলেন ভগবানের দিব্য মহাজ্যোতির কথা। তিনি বলেছেন, সেই দিব্য জ্যোতির মধ্যে যদি একবার তুমি প্রবেশ করো, তাহ'লে সেখান থেকে যখন বেরিয়ে আসবে তখন আকাশের সূর্যের দিকে চেয়েও তাকে দেখবে যেন কালো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের প্রেম

বিশিষ্ট রকমের অনুরাগকেই আমরা সাধারণত প্রেম বলে থাকি। সব চেয়ে ভালো দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি সন্তানের উপর মায়ের যেমন স্বাভাবিক টান তারই নাম প্রেম। নিজের সন্তান ছাড়া অন্য কারো সন্তানের প্রতি মায়ের সেই বিশেষ প্রেম থাকে না। কিন্তু যিনি জগন্মাতা, জগৎসুদ্ধ সকলেই যাঁর সন্তান, তাঁর তো সকলের প্রতিই সমান প্রেম থাকবে, নইলে তাঁকে জগন্মাতা বলব কেমন ক'রে? রামপ্রসাদ তাই বলেছিলেন—

"মা হওয়া কি মুখের কথা,
কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা।"

চরাচরের সকলকে শুধু জন্ম দিলেই তাঁর মা হওয়া সার্থক নয়, তাদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, একজনকে বাদ দিয়ে আর-একজনকে বেশি ভালোবাসলে তাঁর চলবে না। সকলের প্রতি এই সমান ধরণের ভালোবাসা, একেই বলে দিব্য প্রেম। সাধারণ মানুষ অবশ্য এমন প্রেমের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারে না, কারণ মানুষের প্রেমে পক্ষপাতিত্ব থাকবেই। মানুষের চেতনাও পরিমিত, তাই তার প্রেমও পরিমিত। কিন্তু যেখানে মহাচেতনা, সেখানে প্রেমও অপরিমিত, সেখানেই তা দিব্য প্রেম। আমাদের প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ-চেতনার প্রতি সেই মহাচেতনার সমান টান থাকবে, যেহেতু প্রত্যেকে তার নিজেরই স্ফুলিঙ্গ। সুতরাং এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক দিব্য প্রেম মায়ের জীবনে গোড়া থেকেই ছিল, তাঁর আগেকার লেখা প্রার্থনাগুলি থেকেই তা বোঝা যায়। এক জায়গায় তিনি ভগবানকে উদ্দেশ করে লিখছেন—

"প্রেম মানে আর কিছুই নয়, তোমার সাজানো ফুলের দিব্য তোড়ায় যে ফুলগুলি এলোমেলো হয়ে রয়েছে, তাদের সবগুলিকে একত্রে বেঁধে রাখবার জন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে একটা দড়ির বাঁধন থাকা দরকার, প্রেম হলো সেই দড়ির বাঁধন। কিন্তু একে সেখানে মোটে প্রকাশ্যভাবে দেখতেই পাওয়া যাবে না, এর কাজ হবে সব চেয়ে লুকোনো, সব চেয়ে বিনম্র ; এর কাজ হওয়া চাই একেবারে স্বার্থবর্জিত, অপ্রদর্শী, এই অপ্রদর্শনের মধ্যে থেকেই ও নিজের সার্থকতা লাভ করে।

"আমি উত্তরোত্তর যতই হয়ে পড়ছি তোমার এই তোড়াবাঁধা বন্ধনীর মতো, তোমার চেতনা থেকে ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলিকে একত্রিত ক'রে সাজিয়ে এনে যতই তাদের ভালোভাবে তোমার মূল চেতনার স্বরূপের মধ্যে আবার এনে ফেলতে পারছি—যে চেতনা এক হলেও বহু আবার বহু হলেও এক,—ততই এখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্ব-শক্তিদের বিভিন্ন লীলার মধ্যে এর স্থান কোথায় আর এর নির্দিষ্ট কাজই বা কি। এ নিজে একটা পরিণাম নয়, কিন্তু পরিণাম এনে ফেলবার এক দিব্য উপায়-স্বরূপ। সর্বত্র এবং সকল-কিছুর অন্তর্বর্তী হয়ে থেকে এ নিঃশব্দে নিজের কাজ ক'রে যায়, যে জিনিসগুলিকে একত্রে মিলিয়ে দেয় তারই নিচে এ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, যারা এর সুফল ভোগ করে তারা সব সময় জানতেই পারে না এর উপস্থিতির কথা।

হে আমার পরম প্রভু, তোমারই এই অপূর্ব প্রেমমাধুর্য ছেয়ে দিয়েছে আমার সারা অন্তরটিকে, আমার সমগ্র সত্তাটি তাই এমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।"

এমনি দিব্য প্রেমকেই মা কায়মনোবাক্যে কামনা করেছিলেন অনেক আগের থেকে, একেই নিজের মধ্যে বরাবর লালন ক'রে আসছিলেন, এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, এবং সে-ব্রত সম্পূর্ণরূপে সার্থকই হয়েছে। আমরা এ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারব না, কিন্তু বড়ো বড়ো সাধকেরাও এই রকমই বলেছেন। ঋষভচাঁদ তাঁর পুস্তকে (In the Mother's Light) বলছেন—

"...এই দিব্য প্রেমই মানবী মূর্তি নিয়ে মা হয়ে আবির্ভূতা—তাঁর চলনে, বলনে, কথায়, কাজে, ভঙ্গীতে, উপস্থিতিতে, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপে আচরণে এই জিনিসটাই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে; এতটাই তা ফুটে ওঠে যে প্রত্যেকেরই মনে সহজে এই ধারণা এসে যায় যে মা মানেই দিব্য প্রেম, আর দিব্য প্রেম মানেই মা ; মায়ের সান্নিধ্যে গেলেই আমরা স্পষ্ট বোধ করতে থাকি যে আমরা স্বয়ং এক দিব্য প্রেমের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছি, ওরই মধ্যে রয়েছে অসীম প্রজ্ঞা ও অনন্ত শক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সংকীর্ণ মানুষী বোধশক্তি সেই অতলস্পর্শ প্রেম-রহস্যের কোনো কিনারাই করতে পারে না; আমরা শুধু অভিভূত, দ্রবীভূত, হর্ষরোমাঞ্চিত, জ্যোতির্বিমূঢ় হয়ে তাঁর কাছে আনত হয়ে যাই। তাঁর সেই প্রেম আমাদের সমগ্র সত্তাকে আলোকে ও আনন্দে আপ্লুত ক'রে দেয়, আমাদের মধ্যে কোনো রোগ বা যন্ত্রণা থাকলেও তাঁর কাছে গেলেই তা আরোগ্য হয়ে যায়, জটিল পাক দেওয়া ভিতরকার গ্রন্থিগুলি সব ছিন্ন হয়ে যায়, সকল রকম অশুদ্ধতা ঘুচে গিয়ে আমরা আমাদের মৌলিক বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার মধ্যে যেন মুক্তিলাভ করি।"

এই হলো মায়ের তরফের দিব্য প্রেমের কথা। এই প্রেমের দ্বারা তিনি সব রকমের মানুষকেই সমান ভালোবাসেন, এক রকমেরই স্নেহদৃষ্টিতে সকলকে দেখেন, সকলের সহস্র দোষ ক্ষমা করেন, কিছুতেই কারো প্রতি বিরূপ হন না, কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলেও সংশোধিত হবার জন্যে তাকে বারেবারেই সুযোগ দেন, অনিষ্টকারীকেও করুণার চোখে দেখেন। এ প্রেমের অসীম সহিষ্ণুতা, আর এর কখনো ক্ষয় নেই। এ স্বয়ং ভগবানেরই দিব্য প্রেম। উপরে এই প্রেম না থাকলে আমরা কখনই বাঁচতে পারতাম না। যাঁরা ভগবৎ সদৃশ তাঁরাই এমন দিব্য প্রেমের অধিকারী হতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরণের প্রেম দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যেও তো প্রেম আছে, অন্যান্য জীবজন্তুদের মধ্যেও আছে। সে তাহলে কোন জিনিস? তার সঙ্গে কি এই দিব্য প্রেমের কোনো সম্বন্ধ নেই? মা তাঁর "কথোপকথনের" মধ্যে এই প্রেম সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন—

"প্রেম হলো এক পরমা শক্তি। এখানকার এই অন্ধ ও অন্ধকার বস্তুময় জগতের মধ্যে শাশ্বত মহাচেতনা তাঁর নিজেরই ভিতর থেকে এই মহামূল্য জিনিসটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যাতে এ তার শক্তির দ্বারা জগৎকে ও জগতের সকল প্রাণীকে ভগবানের দিকে আবার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই জড়জগৎ তার অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকায় ভগবানকে একেবারেই ভুলে ছিল। সেই ঘোর অন্ধকারের মাঝখানে তখন নেমে এল এই প্রেম; যারা অচেতনের ঘোরে ঘুমিয়েছিল তাদের সবাইকে সে জাগিয়ে তুললে; তাদের কানে ছিল কঠিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিপি আঁটা, সেই ছিপি খুলে দিয়ে তাদের কানে কানে সে বললে, 'এই দেখ, এমন এক জিনিস এনেছি যার জন্যে তোমাদের জাগা সার্থক, তোমাদের বাঁচা সার্থক, —এই জিনিসটির নাম প্রেম।' এই প্রেমের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের দিকে ফিরে যাবার সম্ভাবনা আবার এখানে দেখা দিল। এই প্রেমের জোরে এখন সারা বিশ্বসৃষ্টিও উঠে চলেছে ভগবানের দিকে, আর তারই প্রত্যুত্তরে তাঁর দিব্য প্রেম ও দিব্য কৃপাও উপর থেকে ঝুঁকে এসেছে এর দিকে।

"...প্রেম কেবল মানুষের মধ্যেই দেখা দেয়নি, এ জিনিস সর্বত্রই আছে। গাছে গাছেও এর ক্রিয়া আছে, হয়তো পাথরের মধ্যেও এর বীজশক্তি নিহিত আছে; নিম্নতর জন্তুগুলির মধ্যে এর ক্রিয়া সহজেই লক্ষ্য করা যায়।...ভালো ক'রে চেয়ে দেখ ঐ ফুলগুলির দিকে আর গাছগুলির দিকে। সূর্য যখন অস্ত যাচেছ, চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, তখন এক মুহূর্তের জন্যে চুপ ক'রে বসে ঐ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দাও। তখনই দেখতে পাবে যে মাটির বুক থেকে, গাছের শিকড়ের নিচের দিক থেকে তার সমস্ত তন্ত্রীগুলি বেয়ে বেয়ে কী এক তীব্র প্রেমের আকূতি উপর দিকে উঠে তার সর্বোচচ ডালপালার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে,—তারা এমন কিছুকে চায় যা অন্ধকার কাটিয়ে আবার তাদের এনে দেবে আলো আর আনন্দ। এই আকূতি এতই অকৃত্রিম আর এমনই তীব্র যে তাই দেখে তোমারও অন্তরাত্মা সেই অনভিব্যক্ত প্রেম ও শান্তি ও আলোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে প্রার্থনা করতে শুরু করবে। এই অকৃত্রিম দিব্য প্রেমের অনুভূতি যদি অতি সামান্য ক্ষণের জন্যেও তোমার মধ্যে একবার এসে যায়, একবার মাত্রও যদি এর সংস্পর্শে তুমি আসো তাহ'লেই বুঝতে পারবে যে এই স্বর্গীয় প্রেমকে মানুষের কামনা নিজেদের মধ্যে কী এক বিকৃত জিনিসেই এনে দাঁড় করিয়েছে।

"...তবু কিন্তু এই মানুষের মধ্যেও যখন প্রেমের প্রথম স্পর্শটি এসে লাগে, তখন তার মধ্যে কিছু আসল জিনিসই থাকে; তখন এক মুহূর্তের জন্যেও তারা আপনভোলা হয়ে যায়, তাদের মধ্যে যা-কিছু থাকে সুন্দর এবং স্বর্গীয় তা এক মুহূর্তের জন্যেও এর দিব্য স্পর্শে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেই বেরিয়ে পড়ে তাদের মানুষী প্রকৃতি, সেই সঙ্গে এসে যায় তার যত কিছু হীন দাবী, তখন তারা চায় প্রতিদান, তারা চায় হীন প্রবৃত্তির পূরণ, যা ছিল এক দিব্য সম্পদ তাকে তারা এইভাবে তখন কতই বিকৃত ক'রে তোলে।...

"তথাপি মানুষের প্রেম চিরকালই অতৃপ্ত, সে তার অতি গোপনে চাইছে এমন কিছুকে যা সে আজও পর্যন্ত খুঁজে পায়নি, সে নিজেই জানে না কোন্ সামগ্রী সে চায় আর কোথায়ই বা তা মেলে। যে মুহূর্তে মানুষের চেতনা তার মানুষী প্রেমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিব্যক্তিকে ছাপিয়ে বিশুদ্ধ দিব্য প্রেমের ছোঁয়াচ লেগে জেগে ওঠে, তৎক্ষণাৎ সে জানতে পারে এতকাল ধরে তার হৃদয় কোন্ সামগ্রী চাইছিল। তখন থেকেই শুরু হয় তার আত্মার আস্পৃহা, তাতেই জেগে ওঠে তার নবচেতনা, আর ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্যেই সে তখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।..."

মানুষী প্রেম ও দিব্য প্রেমে এইখানেই তফাৎ। মানুষী প্রেম হাজার সার্থক হলেও তবু তার মধ্যে কিছু অতৃপ্তি থেকে যায়, কিন্তু দিব্য প্রেমের ছোঁয়াচ যে মুহূর্তে এসে লাগবে সেই মুহূর্তেই তৃপ্তি। মানুষী প্রেমে বঞ্চনা আছে, দিব্য প্রেমে কোনো বঞ্চনা নেই। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "জীবনের একমাত্র সত্য শিক্ষাই এই যে জগতের সব-কিছুই তোমাকে বিনা ব্যতিক্রমে শেষ পর্যন্ত বঞ্চনা করবে—কেবল তুমি যদি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দিকে ফেরো, ভগবান কখনই তোমাকে বঞ্চনা করবেন না।" মানুষী প্রেমের একটা সমাপ্তি আছে, কিন্তু দিব্য প্রেম চির অফুরাণ, চিরদিন সে বেড়েই চলবে। মা বলছেন, "এই প্রেমের কোনো আঁকড়ে ধরার আগ্রহ নেই, কোনো কামনা নেই, কোনো অধিকার-স্পৃহা নেই, কোনো স্বার্থজনিত আসক্তি নেই। এ চায় কেবল ভগবানের সঙ্গে আত্মার মিলন, তা ছাড়া আর কিছুই না। এ চায় নিজেকে কেবল বিলিয়ে দিতে, কোনো-কিছুই প্রতিদান পাবার আশা নিয়ে নয়।"

এই রকমই হলো দিব্য প্রেম। এ স্বয়ং ভগবানেরই প্রেম। কিন্তু প্রেম হলেই তা কিছু সাড়া পেতে চাইবে। তাই এই দিব্য প্রেম আমাদের জীবনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য ঘুরে বেড়াচেছ, আমাদের জীবনের সমস্ত বিরোধী অংশগুলিকে সে এক ক'রে এনে আমাদের সে তার ডাকে সাড়া দেবার জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলতে চাইছে, যারাই তাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে তাদেরই সে খুঁজে ফিরছে। এই দিব্য প্রেমের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, কিন্তু ভগবান ও আমাদের মাঝখানে যতক্ষণ একটা কুহেলিকার আবরণ টাঙানো রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আকর্ষণের কথা আমরা জানতে পারি না। সেই আবরণটি যখন কোনোগতিকে ছিন্ন হয়ে যায়, তখন থেকেই সেই আকর্ষণ আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার দিকে স্পষ্টভাবে টানতে থাকে, তখন আর সেই দিকে আমরা না গিয়ে পারি না। যার মধ্যে এই আকর্ষণ যখনই এসে লেগেছে তখনই সে বুঝেছে যে মানুষী প্রেমের টানের চেয়ে এর টান সহস্রগুণে শক্তিশালী।

এই দিব্য প্রেম ক্বচিৎ কখনো মানুষের মধ্যেও তার স্বরূপে এসে দেখা দিতে পারে। ঋষভচাঁদ এই সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলছেন—

"এই দিব্য প্রেম মানুষের মধ্যেও তার স্বরূপে অবতীর্ণ হতে পারে, যদি তার সমস্ত চেতনা ও সমগ্র প্রকৃতি অহংবর্জিত হয়ে পড়ে, আর এই বিরাট জিনিসকে ধারণ করবার মতো বিশালতা তার মধ্যে তৈরি হয়ে ওঠে। এমন অবস্থা আসা খুবই দুর্লভ, ক্বচিৎ কখনো দুই একজনের মধ্যেই তা আসে, আর এলেও তা বেশিক্ষণের জন্য স্থায়ী হয় না, অহংভাব ও ব্যক্তিগত পূর্বপ্রকৃতি ফিরে এলেই এ জিনিস অদৃশ্য হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে এই দিব্য প্রেমের উদয় হওয়া একেবারেই দুর্লভ। কিন্তু মায়ের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটাই স্থায়ীভাব নিয়েছে। এই দিব্য প্রেমের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অল্প বয়সেরই স্বপ্ন দেখার মধ্যে।"

অবশ্য অমন দিব্য প্রেমের অধিকারী হওয়া আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা ওর আহ্বানে সাড়া দিতে পারি। মা তাঁর দিব্য প্রেমের সাহায্যে এখানে যে নবচেতনা আনতে ও নব-জীবনের সূচনা করতে চাইছেন, আমরা সে কাজে তার কিছু একটু অংশ গ্রহণ করতে পারি, তাঁর এই দিব্য প্রেমের সংস্পর্শে গিয়ে নিজেদের অনেক আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারি, ওর সাহায্যে কিছু দিব্য দৃষ্টি লাভ করতে পারি। তাতেও তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হবে, কারণ এই কাজেই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দিব্য প্রেমের স্পর্শ পেয়ে জগতের লোকের মধ্যে যাতে দিব্য চেতনার উদয় হয় এই তাঁর অভিপ্রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের আশীর্বাদ

মা সাধারণত চার রকম ভাবে সকলকে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। কাছে গেলে তিনি আশীর্বাদ দেন তাঁর স্পর্শের দ্বারা, চোখের দৃষ্টি ও মুখের হাসির দ্বারা। দূরে থাকলে নিজের হাতে "blessings" লিখে পাঠান। আর তিনি বিশেষ রকমে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন ফুলের দ্বারা। এই ফুলের দ্বারা আশীর্বাদ বিতরণের অভিনব প্রণালী আমাদের জড়-জগতে স্বয়ং বিধাতারই আশীর্বাদ বিতরণ প্রণালীর সমতুল্য। ভগবান আমাদের এই দুঃখ-কষ্ট-শোক-দ্বন্দ্বময় কঠিন পৃথিবীতে অনর্থক এত ফুল ফোটান কেন? বনে জঙ্গলে শহরে গ্রামে ধনী-দরিদ্র সকলের জন্যেই তিনি ফুল ফোটান, সে-ফুলের দিকে হয়তো আমরা চেয়েই দেখি না, তবু তিনি এই ফুল বিতরণ থেকে বিরত হন না। সে-ফুল কি তাঁর আশীর্বাদেরই প্রতীক নয়? অন্তত মা সেই কথা বলেন। ফুলকে তিনিও আশীর্বাদের প্রতীক হিসাবেই জেনে বিতরণ করেন।

মা খুবই ফুল ভালোবাসেন। পণ্ডিচেরীতে তিনি বিবিধ রকম ফুলের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর বাগান ক'রে রেখেছেন। মা নিজেও তার তদারক করেন, আর সাধকদের মধ্যে এক দল আছেন যাঁরা ইচ্ছাপূর্বক সেখানে কাজ করেন। পরিচর্যার জন্যে অনেক মালীও আছে। বাগান-গুলি এতই সুন্দর যে পণ্ডিচেরীতে যারা গিয়েছে তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে সেখানে মাকে ছাড়া আর কী দেখবার জিনিস আছে, তাহ'লে তারা সকলেই একবাক্যে বলে—মায়ের ফুলের বাগান। তারা বলে যে একসঙ্গে এত বেশি ফুল আর এত বিচিত্র রকমের ফুলের সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। বারো মাসই সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফোটে। সেই সব ফুল প্রত্যহ ঝুড়ি বোঝাই ক'রে মায়ের কাছে আসে। ফুলের জন্যে এক স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, সেখান থেকেই প্রত্যহ ফুলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা করা হয়। ঝুড়ি বোঝাই ক'রে ফুল যায় শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে। প্রত্যহই টাটকা ফুল দিয়ে তাঁর সমাধি সাজানো হয়। সাধকেরাও ইচ্ছামত ফুল নেয়, মায়েরই ফুল তারা মাকে নিজের হাতে নিবেদন করে। আর মা নিজেও সকলকে আশীর্বাদ হিসাবে ফুল বিতরণ করেন। এটি তাঁর এক বিশেষ কাজ। যে তাঁর কাছে যাবে তাকেই তিনি ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করবেন, কা'কে কোন ফুল দিতে হবে তা তিনি নিজে নির্বাচন ক'রে দেবেন। যারা তাঁর কাছে উপস্থিত নেই তাদের বেলাতেও তিনি ফুল নির্বাচন করে অন্যের হাতে পাঠিয়ে দেবেন। ডাকযোগেও দূর দূরান্তে ফুলের আশীর্বাদ পাঠানো হয়।

এই ফুলের আশীর্বাদ দেওয়া ও ফুল নির্বাচনের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। ফুল দেওয়া মানে শুধুই ফুল দেওয়া নয়, তার মধ্যে বিশেষ কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। কোন্ জাতীয় ফুল আশীর্বাদস্বরূপে কা'কে দেওয়া হলো এর দ্বারাই সেই নির্দিষ্ট অর্থটি প্রকাশ পায়।

ফুলের নিজস্ব এক রকম অভিব্যক্তির ভাষা আছে, বর্ণ গন্ধ ও রূপের ভিতর দিয়েই তার অভিব্যক্তি। প্রত্যেক জাতের ফুল এক এক রকম সত্যের ইঙ্গিত করে। প্রত্যেক জাতের ফুল তার সেই একটি বক্তব্য ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবে না। সুতরাং ফুলের উক্তির মধ্যে কোনো ভুলবোঝার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ফুলের হৃদয় খোলা, তার উপরে যে মর্মার্থ তুমি আরোপ করবে সেই মর্মার্থই সে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করবে, আর যতবার তুমি তার দিকে চাইবে ততবার সে তোমার কাছে সেই মর্মার্থেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে। এরই সুযোগ মা নিয়ে থাকেন। তিনি বলেন—

"একটি মানুষের চেয়ে একটি ফুলের উপরে আমি অনেক সহজে আমার চেতনাকে আরোপ করতে পারি : ফুলের গ্রহণযোগ্যতা খুবই বেশি, যদিও মন জিনিসটা তাদের নেই বলে তারা সেই অনুভূতিকে কোনো গঠন দিতে পারে না। কিন্তু কোনো একটি চৈত্য চেতনাকে সে সহজে আপনা থেকেই নিয়ে নেয়। তুমি যখন একটি ফুল নিয়ে আমাকে নিবেদন করতে আসো তখন সে প্রায় সব সময়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার মনোভাবটিকে ধরে নেয় এবং আমার কাছে তা এনে হাজির ক'রে দেয়। তোমরা লক্ষ্য ক'রে দেখবে এমন অনেকেই আছে যারা কখনই টাটকা ফুলটি আমার হাতে এনে দিতে পারে না, ফুল টাটকা থাকলেও তাদের হাতে আসতে আসতেই তা মলিন হয়ে যায়। আবার এমনও অনেকে আছে যাদের হাতে মুষড়ে যাওয়া ফুলও জীবন্ত হয়ে ওঠে। তোমার আস্পৃহা যদি তীব্র হয় তাহলে তোমার হাতের ফুলটিও জীবন্ত হয়ে উঠবে। আর তোমার যদি তেমন গ্রহণযোগ্যতা থাকে তাহ'লে আমি তোমাকে কোনো ফুল দেবার সময় যে-আশীর্বচনটি তার ভিতর দিয়ে পাঠালাম তাও তুমি ঠিক জানতে পারবে। প্রত্যেককে আমি ফুলের ভিতর দিয়ে বিশেষ রকমের কিছু চেতনাই প্রেরণ ক'রে থাকি: কিন্তু তোমার নিজের গ্রহণযোগ্যতার উপরেই এর সার্থকতা নির্ভর করছে।"

ফুলের মারফতে কোনো চেতনা প্রেরণ করবার কিংবা কোনো মনের কথা জানাবার এই সুবিধা যে, তার মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থবোধক মারপেঁচ থাকে না, যে-অর্থটি তাকে বুঝিয়ে দিতে পাঠানো হয়েছে সরল-ভাবে সে কেবল সেই অর্থটিই বোঝায়। মানুষের ভাষার মধ্যেও অনেক প্রহেলিকা থেকে যায়, কিন্তু ফুলের ভাষাতে তা নেই। এ ছাড়া অনেকেই নিজের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, অনেকগুলো এলো-মেলো কথা বলে কেবল বৃথা পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করতে থাকে। কিন্তু ফুলের মারফতে বললে নিঃশব্দে অথচ অভ্রান্তভাবে সে-কাজ হয়ে যায়। তাই এ জিনিসটাকে মা খুব পছন্দ করেন এবং ফুলের মারফতে সব কথা জানাবার একরকম সাংকেতিক ভাষারই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক রকম ফুলেতে এক একটি স্বতন্ত্র মর্মার্থ আরোপ করেছেন। অবশ্য ফুলের প্রকৃতি বুঝেই তা করেছেন এবং এর ভিতর দিয়ে তাঁর একটি সূক্ষ্ম শিল্পীজনোচিত ও আধ্যাত্মিক বিচারণাই ফুটে উঠেছে। এই ভাষাটি তাঁর ভক্তেরা সকলেই জানে এবং সকলেই আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। তারা এই ভাষাতে মনের কথা নিবেদন করে মায়ের কাছে কোনো একটি ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে, আর মাও ফুলের আশীর্বাদের ভিতর দিয়ে তার জবাব দেন। আমরা তাঁর এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংকেতিক ভাষা থেকে কয়েকটি প্রধান প্রধান ফুলের মর্মার্থ এখানে লিপিবদ্ধ করলাম—

লাল গোলাপ—দিব্য প্রেম
সাদা গোলাপ—বিশুদ্ধীকৃত প্রেম
হলদে গোলাপ—ভগবানের প্রতি মনের টান
শ্বেতপদ্ম—দিব্য চেতনা (মায়ের প্রতীক)
লালপদ্ম—দেহে ভগবানের অভিব্যক্তি (শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক)
স্থলপদ্ম—ভগবৎ-কৃপা
ঐ গোলাপী—সর্বজয়ী প্রেম
সূর্যমুখী—আলোকোন্মুখ চেতনা
রক্তজবা—শক্তি
গোলাপী জবা—চেতনা

ঝুমকো জবা—অগ্নি
গন্ধরাজ—উদ্ভিন্ন পবিত্রতা
স্বর্ণ চাঁপা—মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধি (অতিমানসিক)
কাঠ চাঁপা—মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধি
করবী—ভগবদুন্মুখী চিন্তামাধুর্য
গাঁদা—নমনীয়তা
বেল, জুঁই, মল্লিকা, চামেলী, কামিনী } চৈত্য বিশুদ্ধি
রজনীগন্ধা—নূতনের স্বষ্টি

চন্দ্রমল্লিকা—প্রাণশক্তি
হেনা—মরুৎ

শিরীষ—প্রজ্ঞা
ফুলঝুরি—রূপান্তর

মাধবী—আধ্যাত্মিক সাফল্য

মালতী—উদীয়মান তারা
ডালিম ফুল—ভগবৎপ্রেম
কদম ফুল—অতিমানস সূর্য
বকুল—ধৈর্য
শ্বেত অপরাজিতা—দিব্য ইন্দ্রিয়াদি

নীল অপরাজিতা—রাধা-চেতনা
শেফালী—আস্পৃহা
তুলসী—ভক্তি আরাধনা

বিল্বপত্র—ভক্তির মনোভাব
কলকে ফুল—মনশ্চেতনা
টগর—সুস্থির মন

কৃষ্ণকলি—সান্ত্বনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুতুরা—তপস্যা	ঘাসের ফুল—দীনতা
ডালিয়া—মর্যাদা, আভিজাত্য	দোপাটি—উদারতা
অশোক—শোকমোচন	বকফুল—স্ফুটনোন্মুখ উপলব্ধি
কৃষ্ণচূড়া—অগ্নি	অতসী—মনের সৃজনশক্তি

পলাশ—বাহ্য উপলব্ধির সূত্রপাত

যারা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় তাদের এমনিতে মা প্রত্যহই ফুলের আশীর্বাদ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। তা ছাড়াও মায়ের আশীর্বাদ দেবার এক একটা বিশেষ দিন থাকে। প্রতি সপ্তাহে রবিবার, মঙ্গলবার ও শুক্রবার তাঁর আশীর্বাদ দেবার দিন। সেদিন তিনি সকলের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেককে ফুল দিয়ে আশীর্বাদ বিতরণ করেন। এইভাবে আশীর্বাদ দিতে দিতে তাঁর দুই তিন ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। মায়ের তখনকার যা চেহারা হয় তাই প্রথমবার দেখে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার মিত্র লিখেছিলেন—"মা যেন চিরযৌবনা। যেন সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বরী ভগবতী এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ব্যথিত ক্লিষ্ট সন্তানদের মধ্যে, মুখে তাঁর স্বর্গীয় হাসি, তাদের ডেকে ডেকে তিনি অভয়ের আশীর্বাদ দান করছেন, বলছেন এই নাও আমার আশীর্বাদ, এর জোরে তোমরা অমরত্ব লাভ করো।"

এছাড়া আশ্রমবাসীদের প্রত্যেকেরই জন্মদিনে তিনি স্বতন্ত্রভাবে তিনবার ক'রে (সকালে, দুপুরে, রাত্রে) জন্মদিনের বিশেষ রকম আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। সেই দিনটি তার কাছে সারা বছরের স্মরণীয় হয়ে থাকে। আশ্রমে প্রায় ন'শো জন অধিবাসী আছে, তারা কেউই তাদের এই বিশেষ দিনটিতে মায়ের এই বিশেষ অনুগ্রহটি থেকে বঞ্চিত হয় না।

বছরের মধ্যে চারটি দর্শন-দিনে (২১ ফেব্রুয়ারী, ২৪ এপ্রিল, ১৫ আগষ্ট, ২৪ নভেম্বর) ঐ ন'শো জন অধিবাসী ছাড়াও বাইরের নানা দেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ও ভক্ত আশ্রমে এসে জড়ো হয়। ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনে মাকে আরো অনেক বেশি ফুল বিতরণ করতে হয়, সকলেই প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদী ফুল পায়। আশ্রম থেকে ও ভক্তদের কাছ থেকে সেই সব ফুলের পাপড়ি তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ডাকযোগে কতই যে প্রেরিত হয় তার কোনো সংখ্যা নেই। বলতে গেলে সারা ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীর কোনো দেশেই হয়তো এইভাবে মায়ের আশার্বাদী ফুল প্রেরিত হওয়া বাদ যায় না। কারণ অনেক দেশেরই লোক ঐ সময় আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হয়।

চারটি দর্শন দিন ছাড়াও বছরের মধ্যে আরো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আশার্বাদ দেবার দিন আছে, যথা ১ জানুয়ারি, ২৯ মার্চ (পণ্ডিচেরীতে মা প্রথমবারে যে-তারিখে আসেন), ৪ এপ্রিল (শ্রীঅরবিন্দ যে-তারিখে পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করেন), ১ বৈশাখ (নববর্ষ), মহাষ্টমী, বিজয়াদশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা ও ক্রিষ্ট্‌মাসের দিন।

মায়ের হাতের দেওয়া ফুল কেবল যে তাঁর আশীর্বাদ ও মাঙ্গল্যই বহন করে তা নয়, ওর মধ্যে আরো থাকে মায়ের বিশেষ আরোগ্য-দায়িনী ও বিপদনিবারণী শক্তি। এ-কথা শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় নিজেই বলেছেন। তিনি বলেছেন ঐ ফুলের সাহায্যে তুমি অনেক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারো, অনেক বিঘ্নকে এড়িয়ে যেতে পারো। মায়ের আশীর্বাদী ফুলের মধ্যে তেমনি বিশিষ্ট শক্তি আরোপ করা আছে, তবে সে-শক্তি তোমার পক্ষে কাজ করবে কিনা তা তোমার নিজেরই উপর নির্ভর করছে। যদি সেই বিশ্বাস তোমার থাকে তবে ওর দ্বারা নিশ্চয়ই সে-ফল তুমি পাবে। অনেকে তাই মায়ের এই আশীর্বাদী ফুল রক্ষাকবচের মতো বহু যত্নে নিজের কাছে রেখে দেয়। বিপদে আপদে তারা এর উপরেই অনেকটা নির্ভর করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কৃপা

অপ্রত্যাশিতভাবে যদি হঠাৎ কারো কাছে এমন কোনো কিছু পেয়ে যাই যা আমার পাবার কথা নয়, তাকেই বলি কৃপালাভ করা। প্রেমের সঙ্গে কৃপার খুবই নিকট সম্বন্ধ। প্রেমও যেমন আমাদের ন্যায্য পাওনা নয়, কৃপাও তেমনি একটা ন্যায্য পাওনা নয়। কিন্তু এই দুই জিনিসই আমাদের জীবনে হঠাৎ মিলে যায়, অনেক সময় অহেতুক ভাবেই মিলে যায়, আর এই দুটি জিনিস জগতে আছে বলেই আমাদের দুঃখময় জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। তাই এই দুটি জিনিসের জন্যে আমরা এই লেনদেনের জগতেও পরস্পরের উপরে একান্ত নির্ভর ক'রে থাকি। বাঁধা নিয়মের মধ্যে এই দুই অনিয়মের একান্ত প্রয়োজন বলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এ-দুটি জিনিস লুকোনো থাকে। যেখানেই আছে চেতনা সেখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে প্রেম ও কৃপার সম্ভাবনা। সময় সুযোগ হলেই তা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। হয়তো আমাদের সামান্যই প্রেম সামান্যই কৃপা, তবু সেটুকু আছে মানুষের মধ্যে। মাঝে মাঝে আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়ে যাই।

যখন আমাদের মধ্যেই এই ব্যাপার, তখন আমাদের এই সামান্য চেতনা যে মূল মহাচেতনার বিন্দুবৎ স্ফুলিঙ্গ মাত্র, সেই আদি মহা-চেতনার মধ্যে এ জিনিসগুলি তো থাকবেই। আমাদের এ চেতনা তো তারই অংশ ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই নয়। সেই দিব্য চেতনার মধ্যে দিব্য প্রেমও আছে আর দিব্য কৃপাও আছে। সে যে আরো কত বেশি পরিমাণে আছে তার সম্বন্ধে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মোটে ধারণাই করতে পারি না।

কিন্তু ভগবৎ-কৃপা জিনিসটা তো উপর থেকে সারা বিশ্বে সকলের মধ্যে ঢালাও ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। তা যদি হয় তাহলে তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কৃপা বলা যায় কেমন ক'রে ? সারা বিশ্বে সকল জায়গাতে ছড়িয়ে রয়েছে নিয়ম। সেই হলো মায়ের নিয়ম। সারা বিশ্বের কাজ হয়ে চলেছে সেই নিয়মের অধীনে। মায়ের কৃপা তারই মধ্যে সময় বুঝে সুযোগ বুঝে কোনো বিশেষ স্থানে এসে পড়বে, সেইখানেই তাঁর বিশ্ব নিয়মের একটু এদিক-ওদিক হয়ে যাবে। সেইখানেই মূক হয়ে উঠবে বাচাল, পঙ্গু করবে গিরি-লঙ্ঘন। সেইখানেই দেখা যাবে কৃপার কৃতিত্ব।

কিন্তু কৃপার অভিব্যক্তি হবার পক্ষে কতকগুলি শর্ত আছে। এর একজন দাতা থাকা চাই, আর একজন গ্রহীতা থাকা চাই। গীতাতে বলেছে যে "পরমানন্দ মাধবই" এই কৃপাদানের মালিক। আমরা বলছি "মায়ের কৃপা"। একই কথা। জিনিসটা এক জায়গা থেকেই আসছে, মা এখানে নেমে এসে তাকে স্বয়ং বিতরণ করছেন মাত্র। কিন্তু সেই কৃপা যে গ্রহণ করবে সে ওর পক্ষে উপযুক্ত পাত্র হওয়া চাই। অপাত্রে কৃপাদান করলে তা ব্যর্থ হয়। ভগবৎ-কৃপা-গ্রহণের একটা বিশেষ যোগ্যতা আসা চাই, তার জন্যে গ্রহীতাকে প্রস্তুত হওয়া চাই। এই যোগ্যতার অবস্থাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন state of Grace। এই অবস্থাটি যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃপা তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, প্রবেশ করলেও কোনো কাজ করতে পারবে না। তুমি তার মূল্যই বুঝবে না। অসময়ে দিয়ে এমন অমূল্য জিনিসের অপব্যবহার করা যায় না। সুতরাং আগে তোমাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে, তার পরে তোমাকে কৃপা দান করা হবে। এই বিশেষ কাজের জন্যেই বিশেষ ক'রে মায়ের মনুষ্যদেহ-ধারণ। শ্রীঅরবিন্দ এ-সম্বন্ধে বলছেন—

"মা হলেন সেই একই শাশ্বত দিব্যশক্তি যা বিশ্বের মধ্যেও কাজ করছে, ব্যক্তির মধ্যেও কাজ করছে, আবার ব্যক্তি ও বিশ্বকে ছাপিয়েও যা রয়েছে। কিন্তু মা বর্তমানে এখানে দেহধারণ ক'রে এসেছেন—এই বস্তুময় জগতে এমন কিছু জিনিসকে নামিয়ে আনবার কারণে যা ইতিপূর্বে এখানে দেখা যায়নি। তুমি জানবে যে মা হলেন স্বয়ং সেই দিব্যশক্তি, আর ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বর্তমানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে কাজ করছেন। এই মা সাধারণ বিশ্বক্রিয়ার ব্যাপারে তাঁর বিশ্ববিধান অনুসারেই অবশ্য কাজ ক'রে থাকেন—কেবল দেহধারণ ক'রে আসাতেই ব্যক্তিগত ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কৃপা বিতরণের সুযোগ মিলেছে। ভগবান দেহধারণ ক'রে থাকেন ঠিক এই কারণেই।"

কিন্তু এ কিসের কৃপা, কোন্ সম্পদ এতে মিলে যায়? একি পার্থিব সুখসৌভাগ্য-লাভের কৃপা, ধনৈশ্বর্য-লাভের কৃপা, কিংবা সকল কিছু বিপদ-আপদকে দূর ক'রে দেবার কৃপা? ওসব কিছুই নয়, বরং দুঃখদুর্দশার ভিতর দিয়েই, এমন কি যাকে আমাদের মতে সর্বনাশ হয়ে যাওয়া বলে থাকি তার ভিতর দিয়েও এই কৃপার আগমন হতে দেখা যায়। পার্থিব জীবনে দুঃখদুর্দশা ও অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও, রিক্ততা ও ব্যর্থতা ও ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও, এ হলো এক সর্বোত্তীর্ণ আনন্দলাভের কৃপা,—আমরা যে ঘোর অজ্ঞানতার মোহে ডুবে আছি অথচ জানিও না সে কথা, মনে করছি প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে বুঝি খুব সজ্ঞানেই আছি, কিন্তু কেন এখানে এসেছি আর কে আমাকে চালাচেছ তার সম্বন্ধে একবার ভেবেও দেখি না, সেই অন্ধতার অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হয়ে সকল-কিছুকে উপলব্ধি করবার মতো যে জ্ঞানের দৃষ্টিলাভ করা, এ হলো তারই কৃপা,—নিজেদের প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল ও তারই হুকুমের দাস হয়ে আমরা যে কখনো হাসি কখনো কাঁদি আবার কখনো বা অস্থির হয়ে উঠে কোনো কিছুর কিনারা ঠাহর করতে পারি না, অবস্থা-বৈচিত্র্যের দাস হয়ে থেকে তারই জোয়ার-ভাঁটার স্রোতে অনবরত দোলা খাচ্ছি কিন্তু কোথাও গিয়েই ঠিক পৌঁছচিছ না, তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সকল অবস্থার অতীতে গিয়ে উত্তীর্ণ হবার জন্যে যে-রূপান্তরের প্রয়োজন, এ হলো তেমনি একটা রূপান্তর ঘটানোর কৃপা। এই কৃপা লাভ করলে আমি এখনও বাইরের থেকে যে-মানুষ আছি সেই মানুষই থাকব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার খোল-নলচে সব-কিছুই বদলে যাবে, মুখের কথা বদলে যাবে, চোখের দৃষ্টি বদলে যাবে, কানের শ্রুতি বদলে যাবে, আমার এখনকার সব-কিছু ভাব-ভঙ্গীই বদলে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আমি থাকব কেবল নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে, আলোর মধ্যে, আনন্দের মধ্যে। তখন দেখব যে আমি কোথাকার কে। একেই বলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। এ অবস্থা লাভ করে মানুষ, অনেক সামর্থ্যের জোরে অনেক তপস্যার ফলে। কিন্তু কৃপার সাহায্য পেলে এ রূপান্তর তার চেয়ে সহজেই এসে যায়। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে বলছেন—

"সামর্থ্য ও কৃপার সম্বন্ধে আমি যা বলি তার মধ্যে দুর্বোধ্য কিছুই নেই। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আনবার পক্ষে সামর্থ্যের একটা দাম আছে বৈকি, কিন্তু তা যে কেবল সামর্থ্য ছাড়া আর কোনো উপায়েই মেলে না এমন কথা বললে তা অতিশয়োক্তি হয়ে দাঁড়ায়। কৃপার কথাটা নিতান্ত নতুন আবিষ্কার নয়, এ এক বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা। জ্ঞানী ও উঁচুস্তরের শক্তিশালী লোকেরা যাদের নিতান্তই হেয়জ্ঞান করে, তারাও অনেকেই এই কৃপার জোরে আসল জিনিস পেয়ে গেছে। হয়তো একেবারে নিরক্ষর মূর্খ, মনের জোর বলতে বা শিক্ষাদীক্ষা বলতে কোনো কিছুই নেই, নিজের তেমন চরিত্রজোরও নেই আর প্রবল ইচ্ছাশক্তিও নেই, এমন অনেকেই ভগবানকে পাবার জন্যে ঐকান্তিক আস্পৃহা করেছে, আর অকস্মাৎ কিংবা অতি শীঘ্র চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পৌঁছে গেছে, শুধুই তাদের বিশ্বাসের জোরে আর ঐকান্তিকতার জোরে। এ-সব কথা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের অতি বাস্তব সত্য আর মানুষের সাধারণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যাপার, এ-কথা অস্বীকার করবার কিংবা এই নিয়ে তর্ক করবার কোনো কারণ নেই।

"অবশ্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পক্ষে সামর্থ্য থাকা একটা বড়ো জিনিস ; কিন্তু তার চেয়েও বড়ো জিনিস হলো ঐকান্তিকতা ; আর তার চেয়েও এবং সব চেয়েই বড়ো জিনিস হলো কৃপা। এ-কথা আমি অসংখ্যবার বলেছি যে কেউ যদি ঐকান্তিক হয়, তাহ'লে হাজার বিলম্ব হলেও আর হাজার বাধাবিঘ্ন থাকলেও শেষ পর্যন্ত সে চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবেই। এই কৃপার কথাও আমি বার বার বলেছি। গীতার সেই উক্তিটি আমি অনেকবারই তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'।"

শ্রীঅরবিন্দ এই সূত্রে বলেছেন আমাদের দেশের জগাই মাধাই-এর কথা, বিল্বমঙ্গলের কথা, পাশ্চাত্ত্যের সেন্ট অগষ্টিনের কথা, এবং আরো অনেকের কথা স্মরণ করতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব বোঝা যাচেছ যে এই ভগবৎ-কৃপা এমন জিনিস যা আমাদের সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বড়ো। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও যা করতে না পারবো, এই কৃপা এসে পড়লে অনায়াসেই তা ক'রে দিতে পারবে। তবে এই কৃপার উপরে তো কারো কোনো জোর নেই, এর জন্যে ভগবানের উপরে, মায়ের উপরে একান্তই নির্ভর ক'রে থাকতে হবে, যখন তিনি সময় হয়েছে বলে মনে করবেন তখনই দেবেন। এ কৃপা তোমার ইচ্ছাতে তোমার নিয়মে আসবে না, এ আসবে এর নিজের ইচ্ছায় নিজের নিয়মে। এ সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দ আবার বলছেন—

"ভগবৎ-কৃপা সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি শোনো—তুমি যে মনে করছ তা আসবে এমন এক ভগবদ্-বিচারের ধারায় যা হবে ঠিক মানুষেরই বিচারের মতো, সে-কথা একেবারেই ঠিক নয়। সে এমন কোনো একটা সার্বজনীন ধরণের ভগবৎকরুণাও নয় যা চাইলেই মিলে যায়, যে-কেউ হাত পাতবে সেই অমনি পেয়ে যাবে। আবার এ যে কেবল নিষ্পাপ লোককেই বেছে নেবে আর পাপীদের বঞ্চিত করবে তাও নয়। এ-জিনিস পাপীরও ভাগ্যে মিলতে পারে, নিষ্পাপীরও ভাগ্যে মিলতে পারে।...এ এমন এক শক্তি যা সকল নিয়মের উপরে থাকে, এমন কি বিশ্ববিধানেরও উপরে থাকে। ঋষিরা সকলেই এ-কথা বলে গেছেন যে বিশ্ব-বিধান ও কৃপার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। অথচ এই কৃপা মোটেই খামখেয়ালির ব্যাপার নয়—এর নিজেরই একটা স্বতন্ত্র রকমের বিচার ও বাছাই করবার রীতি আছে, মনের বা যে-কোনো স্বাভাবিক শক্তির রীতি থেকে তা স্বতন্ত্র, সে নিজস্ব এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব জিনিসকে ও সব মানুষকে দেখে আর নিজের নির্দিষ্ট সময়টি খুঁজে নেয়। তখন ওর নির্বাচিত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তার মনের অগোচরে যবনিকার অন্তরাল থেকে এক অভিনব উপায়ে কৃপালাভের অনুকূল অবস্থাটি গড়ে উঠতে থাকে, সেই উপযুক্ত অবস্থাটি এসে পড়লেই তখন স্বয়ং কৃপা এসে তার নিজের কাজ শুরু ক'রে দেয়।...প্রথমে সাধক বুঝতেই পারে না যে তার নিজের মধ্যে কোথায় কি হচেছ; তার পরে যখন সজাগ ও সমর্থ হয়ে ওঠে তখন নিজের থেকেই তা বুঝতে এবং অনুভব করতে থাকে।"

কিন্তু তাই বলে এই কৃপা যে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকজন ভাগ্যবান লোকের জন্যেই তোলা আছে, এ-কথা মনে করলে খুবই ভুল হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপা রয়েছে সকলেরই জন্যে, তার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। আর সে প্রস্তুত হয়েই রয়েছে, কেবল তার নিজের সময়োপযোগী পাত্রটিকে সে বাছাই ক'রে নেবে। কিন্তু আগে তোমাকে তাহ'লে সেই যোগ্যতা লাভ করতে হবে, নিজের মধ্যে তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

তাহ'লে কৃপালাভের জন্যে কি কি তোমায় করতে হবে? খুব কঠিন কিছুই নয়, চাই কেবল দুটি জিনিস—আস্পৃহা, আর আন্তরিকতা। আস্পৃহা মানে সত্যিকার আগ্রহ, আকিঞ্চন, আকূতি। আর আন্তরিকতা মানে নিরবচ্ছিন্ন একনিষ্ঠতা, ভগবানের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন থেকে থেকেই বিনা কারণেই বলে উঠতেন "মা আমি শরণাগত, শরণাগত," ঠিক এই ধরণের ভাবটিকে মনের মধ্যে যথার্থ ক'রে তুলতে হবে।

অর্থাৎ তাহ'লে সবই এসে পড়ল, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, নির্ভরতা, সমর্পণ, অর্থাৎ সকল দিক দিয়ে মায়ের কাছে আত্মনিবেদন। এর জন্যে প্রথমেই চাই অখণ্ড অচ্ছেদ্য বিশ্বাস। তেমন বিশ্বাস না থাকলে তেমন আন্তরিকতাই বা আসবে কেমন ক'রে? বিশ্বাস থেকেই আসবে প্রেম, ভক্তি, আত্মনিবেদন, নির্ভরতা। আন্তরিকভাবে তাঁর হাতেই নিজেকে সঁপে দিতে হবে বিনা শর্তে, বিনা দ্বিধায়। নিজের ইচ্ছা, নিজের মতামত, নিজের পছন্দ-অপছন্দ বলে কিছুই থাকবে না, বলতে হবে যে আমি তাঁকে ছাড়া আর কোনো-কিছুই চাই না, তার পরে যা করতে হয় তা তিনিই করুন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন চমৎকার উপমাটি দিয়ে বলেছিলেন যে তুমি বেড়ালছানার মতো হয়ে যাও, নিতান্ত নিরুপায়ের মতো অনবরত কেবল 'মা মা' বলে ডাকতে থাকো, তাহ'লেই মায়ের কৃপা হবে, মা নিজে তোমাকে যেখানে খুশি তুলে নিয়ে যাবেন, তোমার সব-কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। শ্রীঅরবিন্দও এই উপমাটি প্রয়োগ ক'রে বলছেন এই হলো সব চেয়ে সহজ পথ। তিনি বলেন যে তিনি নিজেও একদিন এই পথেই সাধনা করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কৃপালাভের পথে চলতে হলে অষ্টপ্রহর কেবল মায়ের দিকেই মন রাখতে হবে, মনের চিন্তাকে সর্বক্ষণ ঐ দিকেই নিযুক্ত রাখতে হবে। এমন কি খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে, কাজ করতে, ঘুমোতে পর্যন্ত সব সময়েই ঐ একই দিকে মন পড়ে আছে,—অভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থাটি এনে ফেলতে হবে। এমন অভ্যাস অবশ্য প্রথমেই আসে না, কিন্তু আস্পৃহা জাগলে পরে আপনা থেকেই এসে যায়। মনের যন্ত্রটাই চাঞ্চল্যযুক্ত, চিন্তাধারা তার ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়, নিত্যই এদিক ওদিক চলে যেতে চায়, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তাকে একাগ্র ক'রে নিতে হবে। এও খাঁটী মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। শরীরও যেমন একটা যন্ত্র, মনও তেমনি একটা যন্ত্র। শরীরকেও যেমন অনেক-কিছু অভ্যাস করানো যায়, মনের বেলাতেও তাই। তবে যার খুবই আগ্রহ জন্মেছে তার গোড়া থেকেই এ-ভাব এসে যায়, কৃপালাভের অবস্থা তার শীঘ্রই এসে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন—He who chooses the Infinite has been chosen by the Infinite, অর্থাৎ তুমি যদি ভগবানকেই বেছে নিয়ে থাকো, তাহ'লে জানবে যে ভগবানও তোমাকে বেছে নিয়েছেন।

এমনি ভাবের আস্পৃহা ও আন্তরিকতা থাকলেই মায়ের কৃপা একদিন নিশ্চয় মিলে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ জোর ক'রে বলেছেন যে এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, কারণ ভগবান কখনো কাউকে ঠকান না। প্রকৃত আস্পৃহা ও আন্তরিকতার ফল একদিন ফলবেই। হয়তো তাতে বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু ব্যর্থতা কিছুতেই নয়। আর কৃপা একবার যখন আসতে শুরু করবে তখন শেষ পর্যন্ত সে পরিপূর্ণভাবেই আসবে। হয়তো একদিন এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তা এসে পড়বে যে নিজেই তুমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকবে যে তখনও তার উপযুক্তই তুমি হতে পারোনি, যেন ভালো ক'রে প্রস্তুত হবার আগেই তা এসে গেছে।

কিন্তু মায়ের কৃপা একবার মিলে গেলেই যে তোমার সব-কিছু কাজ ফুরিয়ে গেল তা মোটেই নয়। তখন একেবারে নিরুদ্যম ও নিশ্চিন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে এ কথা বললে চলবেনা যে তোমার দিকের চেষ্টার পালা ফুরিয়ে গেছে, এর পর থেকে আর যা করবার তা মা-ই করবেন। কৃপার কাজও কখনো একতরফা হয় না, তোমার দিক থেকেও তাকে বরাবর লালন করা চাই, তার কাজকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্যে তোমার দিক থেকেও রীতিমত প্রয়াস থাকা চাই। অবশ্য যখন একেবারে পূর্ণ উপলব্ধি ও পূর্ণ সিদ্ধি মিলে যাবে তখন আর চেষ্টা করবার কিছুই থাকবে না, কিন্তু তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে তোমার আপন দিকের চেষ্টায় বরাবর লেগে থাকতে হবে।

এই চেষ্টা কথাটার সঠিক তাৎপর্য কি ? আমাকে তাহ'লে কি কি করতে হবে ? এই হলো এখানে প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাই প্রথমে সকলের মনে জাগে, মনে হয় বুঝি অনেক কঠোর তপস্যা ও নিয়ম-পালনের দরকার এবং তা খুবই জটিল ব্যাপার। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, সে-সব কিছুই নয়। তোমার দিক থেকে কেবল একটি জিনিস করবার আছে। মনকে সব দিক থেকে নীরব ও অচঞ্চল ক'রে এনে, মনের সব-কিছু আকর্ষণকে শিথিল ক'রে দিয়ে, তোমার অন্তরের চিন্তা-পাত্রটিকে একেবারে উজাড় ক'রে দিয়ে সেই শূন্য পাত্রটি মায়ের দিকে খুলে ধরা। তোমার চিত্ত তো একটি আধার মাত্র, দৈনন্দিন সুখ দুঃখ আসক্তি আকাঙক্ষা প্রভৃতির দরুণ নব নব চিন্তা এসে নিত্য সেই আধার-টিকে ভরে রেখেছে, একবারও সে আধার খালি হয় না। সেই আধারটিকে তোমায় খালি ক'রে ফেলতে হবে, প্রথমে কিছুক্ষণের জন্যে, তার পর অনেক ক্ষণের জন্যে। বাইরের মনে সব-কিছু চিন্তাই হয়তো আসা-যাওয়া করবে, কিন্তু ভিতরের আধারে কোনো-কিছুই স্থান পাবে না। এইভাবে তোমার চিত্তাধারকে খালি ক'রে রাখা ছাড়া আর কিছুই তোমার করবার নেই। এমনি শূন্য পাত্র পেলেই মা তখন তাকে ভরে দেবেন তাঁর কৃপা দিয়ে, আলো দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, শক্তি দিয়ে। তুমি শুধু নিজেকে মেলে দাও, নিজেকে খালি ক'রে দাও, ভিতরে নিজের জিনিস বলতে যা-কিছু আছে সব ঝেড়ে ফেলে দাও। শ্রীঅরবিন্দের যোগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসল মর্মই হলো তাই। তিনি বলেন, আকাশে চাঁদ রয়েছে বটে, কিন্তু তটিনীর বুক একেবারে নিস্তরঙ্গ না হলে চাঁদের সঠিক প্রতিবিম্ব তার উপরে প্রতিফলিত হয় না, তা ভেঙেচূরে খান খান হয়ে যায়। মনের তটিনী একেবারে নিথর নাই বা হলো, কিন্তু এই করতে হবে যাতে কোনো তরঙ্গ-বিক্ষোভ সেখানে না থাকে। চিন্তার প্রবাহ কিছু এলেও তা বাইরে বাইরে ভেসে চলে যাবে, নিজের ভিতরকার চেতনাতে তুমি থাকবে স্থির, প্রশান্ত, প্রভাবশূন্য। এই চিন্তারিক্ত স্থিরচিত্ততা নিজের মধ্যে এনে ফেলা চাই, আর সেই শান্ত চিত্তকে মায়ের দিকে উন্মীলিত ক'রে রাখা চাই। মনের সেলেটের উপর হিজিবিজি কাটা থাকলে চলবে না, সেলেটটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে মায়ের হাতে তুলে দিতে হবে, তবেই তাতে তিনি তোমাকে তাঁর অপূর্ব বর্ণপরিচয় লিখে দেবেন।

কথাটা শুনতে খুব কঠিন নয়, অন্ততপক্ষে বোঝা যাচ্ছে কী করতে হবে। কিন্তু মনের দিক থেকে বুঝতে পারা আর কাজের দিক থেকে হতে পারার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। মনকে এইভাবে চিন্তাশূন্য করব মনে করলেই তা করা যায় না, এটা রীতিমত অভ্যাসসাপেক্ষ, বহুকাল ধরে সাধনা করলে অভ্যাস করলে তবে এতে সফল হওয়া যায়। তবে মায়ের কৃপা যখন প্রকাশ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে তখন এই অবস্থাও তাড়াতাড়ি আপনা থেকে এসে যায়। যারা অশিক্ষিত সাধক অথচ ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে এই চিন্তাশূন্য অবস্থা আপনা থেকেই অদ্ভুত অনায়াসে এসে পড়ে।

এখানে অবশ্য আরো একটা কথা আছে। ভিতরের আসন শূন্য দেখলেই অনেক সময় অবিদ্যাশক্তি সেখানে এসে চেপে বসে। সে বিষয়ে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকা চাই এবং নিজের বিচারণা শক্তিকে সর্বদা সজাগ রাখা চাই। আর নিজের আস্পৃহাটিকে ভুলে গেলে চলবে না, সেই আস্পৃহাকে সর্বদাই জাগিয়ে রাখতে হবে। কোনোমতেই হতাশ হওয়া চলবে না, কৃপালাভের প্রত্যাশা সর্বদার জন্যেই থাকবে। হঠাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে কৃপা কখন যে এসে হাজির হবে, কখন যে তোমার ভাগ্য খুলে যাবে তার কোনোই ঠিক নেই। আস্পৃহার চারাগাছটিতে নিত্যই জল ঢালতে হবে, নিত্যই তার গোড়া খুঁড়ে দিতে হবে, সেখানে আগাছা জন্মালেই তৎক্ষণাৎ তাকে উপড়ে ফেলতে হবে, এইভাবে যত্ন নিতে নিতে হঠাৎ একদিন কৃপার শিশির তার উপর ঝরে পড়বে, আর রাত্রি প্রভাত হলেই তুমি চোখ মেলে চেয়ে দেখবে যে এত দিন পরে তোমার গাছে অপূর্ব ফুল ফুটেছে, তার পাপড়িতে পাপড়িতে জমে আছে কৃপার কত শত শত শিশির-বিন্দু।

কিন্তু এই ভগবৎ-কৃপা বা মায়ের কৃপা যথার্থই এসে পড়লে এবং তার দ্বারা ভগবৎ-উপলব্ধি ঘটলেই বা তাতে আমাদের কী লাভ আছে? লাভ আছে এই যে আত্মবিকাশের ক্রমবিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ খুবই তাড়াতাড়ি পার হয়ে আমরা আমাদের গন্তব্য মহাতীর্থের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারব। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো প্রত্যেকটি আত্মার ক্রমবিবর্তন, ক্রমবিকাশ। স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের প্রত্যেকেরই এই ক্রমবিবর্তন ঘটে চলেছে, কিন্তু তা খুবই ধীরে ধীরে, একটির পর একটি অবস্থাকে আমরা যুগে যুগে ক্রমোত্তরণ ক'রে চলেছি। আমরা একদিন যে মহাতীর্থ থেকে অন্ধকারের পথে চলে এসেছিলাম, এখন আবার সেই দিকেই ফিরে যাবার পালা। সকলেই শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে পৌঁছবো, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সেখানে পৌঁছতে আরো হয়তো অনেক যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর লেগে যাবে। কিন্তু মায়ের কৃপার এমনি গুণ যে এই বর্তমান জীবনেই অর্থাৎ ইহজন্মেই তা আমাদের সেখান পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কবির গানে যেমন আছে—"এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর," শ্রীঅরবিন্দও বাস্তবভাবে বলছেন ঠিক সেই কথা, মায়ের কৃপা তোমাকে এই জন্মেই জন্ম-জন্মান্তর পার করিয়ে দেবে। মনে করো স্বাভাবিক নিয়মে তুমি সেই মহাতীর্থের দিকে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটেই চলেছ। ইতিমধ্যে মা এসে তোমাকে কৃপা ক'রে তাঁর রেলগাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। তখন তোমাকে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগের পর যুগ ধরে হাঁটতেও হবে না, গন্তব্যে পৌঁছতে বিলম্বও হবে না, খুবই শীঘ্র তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এই কৃপালাভের সেখানেই শেষ কথা নয়। গন্তব্যে পৌঁছে দিব্যজীবন লাভ করেও তোমার কাজ ফুরোবে না। তার পরেও তোমাকে মায়ের কাজের সহায়ক হতে হবে, সেই দিব্যজীবনের ধারাকে নিচে নামিয়ে আনতে হবে যাতে আরো পাঁচজনে এমনি দিব্যজীবন লাভ করতে পারে। এই হলো শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের নূতন কথা।

ব্যক্তিগতভাবে মায়ের কৃপা পাওয়া খুব কঠিন নয়। তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই তিনি তোমার দিকে তাঁর কৃপার অঞ্চলটি বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তাই বলে এমন কথা মনে করা উচিত নয় যে তাতেই সব-কিছু হয়ে যাবে, তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে যত বেশি আসতে পারবে ততই তুমি জিতে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে কেবল ওতেই হয় না। সেই কৃপাকে নিজের মধ্যে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করা চাই, তাকে ভিতরকার দ্বার খুলে দেওয়া চাই, সেখানে তাকে তার কাজ করতে দেওয়া চাই। এমন অনেকে আছে যারা বাইরের দিক থেকে নিত্যই তাঁর কাছাকাছি থাকে, কিন্তু তবু এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু তাদের হয়নি। আবার এমনও অনেকে আছে যারা দূর থেকেই মাকে দেখছে, হয়তো বৎসরান্তে জন্মদিনটিতে একবার মাত্র মায়ের স্পর্শলাভ করছে, তাতেই তাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে। যারা দূরদূরান্তে থাকে, ক্বচিৎ কখনো মায়ের দর্শন লাভ করে, তারাও মায়ের কৃপার ফল পেতে পারে, দূর থেকেও মায়ের কৃপা কাজ করতে পারে। আসলে এ কৃপা তো বাইরের দিক থেকে পাবার জিনিস নয়, ভিতরের দিক থেকে পাবার জিনিস। তবে অবশ্য কোনো উপায়ে তাঁর সঙ্গে একটা সংস্পর্শ ঘটা চাই, তাঁর কৃপার আওতার মধ্যে প্রবেশ করা চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের চাকরি

সবই না হয় মানলাম, মা এখানে এসেছেন আমাদের আলো দিতে, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটিয়ে দিতে, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কী করবার আছে? আমাদের তরফের কাজ কী, আমরা কিসের জন্য এখানে এসেছি? আমাদের নিজেদের জীবনের সার্থকতা কী? আমাদের জন্মগ্রহণের কী দরকার আছে, আর পুনর্জন্ম যদি সত্য হয় তাহলে বারে বারে আমাদের এই পৃথিবীতে আসাযাওয়া করবারই বা কী দরকার আছে?

এর উত্তর জানতে হলে গোড়া থেকে কথাটা তলিয়ে দেখা দরকার। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? ভগবান এই জগতের সৃষ্টি করলেন কেন? এই হলো গোড়ার প্রশ্ন, আর এ বড়ো শক্ত প্রশ্ন। আমরা এ-প্রশ্নের উত্তর জানি না, আমাদের বিজ্ঞানও এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, এর উদ্দেশ্য হলো নিত্য নতুন ক'রে ফুটে ওঠা, ফুটিয়ে তোলা। যে-চেতনা জড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্ত করা, একেবারে অন্ধ ও অজ্ঞান জড় থেকে তাকে ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানময় মহাচেতনাতে বিকশিত ক'রে তোলা। এই ক্রম-বিকাশ, ক্রমোত্তরণই হলো সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায় যে পৃথিবী একটা অগ্নিপিণ্ডরূপে যখন সূর্যপিণ্ড থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হলো, তখন সেখানে প্রথমে সৃষ্ট হলো কেবল জড়-বস্তু, তার পরে ক্রমে ক্রমে সেই জড়ের মধ্যে এল জীব, তার পরে নানা-রকম জীবের মধ্যে দেখা দিল মানুষ, আর সেই মানুষের মধ্যে এল মন। এইভাবে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত চেতনার ক্রমবিকাশ ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে, এবং বলা বাহুল্য এটা কারো নিজের চেষ্টায় ঘটেনি, স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধাতাই এ পর্যন্ত এই বিবর্তন ঘটিয়েছেন। এতটা পর্যন্ত তিনি নিজের হাতেই ফুটিয়েছেন।

কিন্তু এই মন জিনিসটা আমাদের মধ্যে এসে পড়ার পর থেকে তিনি ঐ কাজের ভার খানিকটা যেন আমাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি যেন বলতে চান, এতটা পর্যন্ত তোমরা তো এগিয়েছ, কিছু সৃষ্টি-ক্ষমতা তোমাদের মধ্যেও এখন এসে গেছে, এবার আমার বাকি কাজটা তোমরাই সম্পূর্ণ ক'রে দাও, যে-মনটি তোমরা পেয়েছ তাকে তোমরাই মহাচেতনাতে ফুটিয়ে তোলো। আমি অবশ্য তোমাদের পিছনেই আছি, আমার নির্দেশ ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না তা জানি, কিন্তু আমি এবার থেকে একটু আড়ালে থাকব। আমার কাজে তোমরাই হাত লাগাও, আমার ইচ্ছাকে তোমরাই বাস্তবে পূরণ করো।

বলতে গেলে ভগবান তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধনা আমাদের ভিতর দিয়ে নিজেই ক'রে থাকেন, আমরা হই তাঁর সে-কাজের যন্ত্র মাত্র। ইচ্ছা করলে তিনি জোর ক'রেই আমাদের দিয়ে সব-কিছু করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তাহলে আমাদের নবচেতনাযুক্ত মনকে তার মর্যাদা দেওয়া হয় না, তার কাজের সুযোগ দেওয়া হয় না। সেটা আর তাহ'লে লীলা হয় না, সেটা হয় জবরদস্তি। তাঁর ইচ্ছাটা সেই ধরণের নয়। তিনি আমাদের হাতে এই কাজের চাকরি দিয়েছেন, আর মন বুদ্ধি প্রভৃতি অস্ত্রও দিয়েছেন, তার পর আমরা যতটা যা করতে পারি।

অতএব আমরা আসলে এখানে সেই ভগবানের চাকরি করতে, মায়ের চাকরি করতেই এসেছি। জন্ম থেকে জন্মান্তরে আমরা এই কাজের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে চলেছি। সে-কাজ কী? জড়ের মধ্যে জীবন্ত আত্মাকে, অচেতনের মধ্যে চেতনাকে ক্রমশ ফুটিয়ে তোলা। যে-চেতনা গুপ্ত হয়ে রয়েছে তাকে ফুটিয়ে তোলা, প্রথমে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা, তার পরে ক্রমশ নিতান্ত জড়বস্তুর মধ্যেও ফুটিয়ে তোলা। এ ছাড়া আমাদের জন্মগ্রহণের ও পুনর্জন্ম গ্রহণের কোনো মানে হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-কাজ আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অজ্ঞাতেও খানিকটা ক'রে থাকি। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি যে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে কতটা এগিয়ে গেলাম, এক বছর আগে যতটুকু ফুটেছিলাম, এক বছর পরে তার চেয়ে আরো কতটুকু ফুটলাম। ক্রম-বিকাশ সকলের মধ্যেই হয়ে চলেছে।

কিন্তু অজ্ঞান অবস্থাতে সেটুকু খুব সামান্যই হয়, তার চেয়ে আরো অনেক বেশি হওয়া চাই। তার জন্যে মায়ের চাকরি করছি ভেবে সজ্ঞানেই অগ্রসর হতে হবে। এই চাকরি ঠিকভাবে করতে হলে নিজের ইচ্ছা বলে কিছু স্বতন্ত্র জিনিস থাকলে চলবে না, নিজের ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে এক ক'রে ফেলতে হবে, আমার আমিত্বকে ভগবানে সমর্পণ ক'রে দিয়ে তাঁরই যন্ত্র হিসাবে তাঁরই প্রেরণাতে আমাকে চলতে হবে। যেন সবই করছি তাঁর হুকুমে, আমি স্বতন্ত্র কেউ নই,তাঁরই হাতের যন্ত্র মাত্র। তাতেই ভগবানের ইচ্ছা ও কার্যপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমার কাজ চলতে থাকবে। কেমন করে এ চাকরি করতে হবে, আমার মনোভাবটি কেমন হওয়া উচিত? তার দৃষ্টান্তস্বরূপ মায়েরই একটা প্রার্থনা এখানে কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিই—

মার্চ ১২, ১৯১৪

"হে প্রভু, আমি শুধু এই চাই যেন তোমাকে আরো ভালো ক'রে জানতে পারি, প্রত্যহ তোমার চাকরির কাজ যেন আরো ভালোভাবে ক'রে যেতে পারি। বাইরের সব ঘটনায় কিবা আসে যায়? নিত্যই তা আমার কাছে নিতান্ত অসার ও অলীক বলে মনে হয়, বাইরে কখন কি হচেছ আর না হচেছ সেদিকে আমি মোটে দৃষ্টিই দিই না; কেবল একটি জিনিসকেই সব চেয়ে প্রধান সব চেয়ে দরকারী বলে মনে করি--তোমাকে আরো ভালো ক'রে জানা, যাতে তোমার কাজগুলি আরো ঠিকভাবে করতে পারি। এই হবে একমাত্র লক্ষ্য, আর বাইরের সমস্ত ঘটনাও সেই দিকেই কেন্দ্রীভূত হওয়া দরকার; কিন্তু সেটা নির্ভর করে আমাদেরই মনোভাবের উপর। সকল কিছুর মধ্যেই নিরন্তর তোমার সন্ধান করতে থাকা, প্রত্যেকটি ঘটনার অন্তরালে তোমার প্রকাশ আরো স্পষ্টরূপে দেখবার ইচ্ছা করা, এই হওয়া চাই সমুচিত মনোভাব: এই মনোভাবের মধ্যেই মিলবে পরম তৃপ্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি, আনন্দ। এতেই আমাদের জীবন সম্যকরূপে ফুটতে পারে, বাড়তে পারে, নিজেকে বিস্তৃত ক'রে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তখন আর কোনো কিছু ঝড়ঝাপটাতেই তাকে বিচলিত করতে পারে না।"

অর্থাৎ আসল কথা, আমার কিসে প্রয়োজন তাই না-ভেবে ভগবানের কিসে প্রয়োজন তাই ভাবতে থাকা, আমার কাজ করছি না-ভেবে ভগবানের কাজ করতে থাকা। আমিও তাঁর, আমার কাজও তাঁর। মা বলছেন, যাতে এ-কথা কিছুতেই না ভুলে যাই, তারই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রস্বরূপ এই আদর্শগুলি নিত্য স্মরণ রাখতে হবে—

"...যা কিছুই আমি করি, তার উদ্দেশ্য যেন নিজের কোনো বাহাদুরী প্রকাশ করা না হয়।...যে-কাজ নিয়েছি তা যতই ছোটো হোক বা তুচ্ছ হোক, তাই হবে আমার ব্রতস্বরূপ।...সে-কাজ আমি করতে থাকবো সবিনয় চিত্তে ও সমস্ত অহংকারবর্জিত হয়ে, অপরের সকল মতামতকে উপেক্ষা ক'রে। সে-কাজ আমি এমন সহজে ক'রে যাব যেমন সহজে আমি শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে থাকি, যেমন সহজে ফুল তার সুগন্ধ ছড়ায়, কারণ তাই করা ছাড়া আমার পক্ষে অন্য কিছু করা অসম্ভব।"

পৃথিবীতে সকলকেই এক একটা কাজ নিয়ে থাকতে হয়। জন্মের সময় কেউই কোনো কাজ সঙ্গে নিয়ে আসে না, অবস্থাগতিকে ও ঘটনাচক্রে এক একটা নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে প্রত্যেকেই নিযুক্ত হয়ে পড়ে। মা বলছেন, আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই তার উপযুক্ত কাজটি ভগবান নির্দিষ্ট ক'রে রেখে দেন। এখানে এসে কোন্ ভূমিকা আমাকে গ্রহণ করতে হবে, তা যেন আগের থেকেই ঠিক করা আছে। আমার জন্যে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটি খালি করা আছে, আমি ছাড়া আর কেউই সে স্থান পূরণ করতে পারবে না।

এইভাবে কাজ করার দিকে শ্রীঅরবিন্দ ও মা দুজনেই সব চেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে ধ্যান-ধারণা করা না করা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু কাজের দিকটা অর্থাৎ কর্মযোগের দিকটা কিছুতেই বাদ দেওয়া চলবে না। শ্রীঅরবিন্দের যোগ যারা গ্রহণ করবে তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষে কাজ অর্থাৎ মায়ের কাজ করতেই হবে। আশ্রমের মধ্যে যারা থাকবে তাদের পক্ষেও এই কথা, আর আশ্রমের বাইরে যারা তাদের পক্ষেও এই কথা।

আশ্রমে থাকতে হলে কেমনভাবে মায়ের কাজে নিযুক্ত হতে হয় তার দুইরকম দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী ওঁদের কাছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি। পূর্ববঙ্গের কোনো খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর তিনি শিষ্য ছিলেন, বাল্যকাল থেকেই তাঁর নির্দেশমত যোগ-সাধনা করতেন। তাঁর সেই গুরু দেহরক্ষা করবার পরে ইনি পণ্ডিচেরীতে আসেন এবং শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে এই আশ্রমে থাকতে চান। শ্রীঅনিলবরণ রায়ের মারফতে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানান। শ্রীঅরবিন্দ তখন শ্রীঅনিলবরণকে প্রত্যুত্তরে একখানি চিঠিতে এঁর সম্বন্ধে লেখেন—

"অনিলবরণ,

তুমি যোগানন্দের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে বলবে যে এই আশ্রম অন্যান্য আশ্রমের মতো নয়। এখানকার কেউ সন্ন্যাসী নয়, সন্ন্যাসীর মতো হয়ে কেউ এখানে থাকেও না: এখানকার সকলেরই লক্ষ্য অন্যরকম; এখানকার যোগের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ নয়। এখানে যা করা হয় তা এক বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুতি —সে এমন কাজ যার ভিত্তিতে থাকবে যৌগিক চেতনা ও যোগশক্তি, এই দুটি জিনিস সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে তবেই সে-কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। কিন্তু ততকাল পর্যন্ত এখানে প্রত্যেককেই তারই প্রস্তুতি হিসাবে কিছু একটা কাজে নিযুক্ত হতে হয়, এই নিয়ম—আর সে-কাজ অনেক সময় খুবই সাধারণ ও নিতান্ত একঘেয়ে রকমের হতে পারে। এখানকার সাধকরা কেবল ধ্যান-ধারণা কিংবা ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা নিয়েই সময় কাটায় না। সুতরাং এখানকার জীবনধারা যোগানন্দের আগেকার জীবনধারার থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, হয়তো সেটা তার খুবই খারাপ লাগবে। এসব কথা না জেনেশুনে তার এখানে থাকা উচিত নয়। এখানে থেকে সে যে তার আগেকার জীবন ও যোগসাধনারই অনুসরণ করতে থাকবে, এই যদি তার মনে হয় তাহ'লে এখানে তার আসাই উচিত নয়। কিন্তু সব-কিছু জেনেশুনেও যদি সে এই স্বতন্ত্র রকমের পরিবেশের মধ্যে এখানকার নিয়ম অনুসারে থাকতে রাজি হয় তাহ'লে অবশ্য এখানে সে আসতে পারে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযোগানন্দ ওতেই সানন্দে রাজি হলেন, এবং তার পর থেকে সামান্য একটা কাজের ভার নিয়ে এখনও আশ্রমেই আছেন।

অপরপক্ষে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার আদৌ সন্ন্যাসী নন, তিনি রীতিমত একজন গৃহী মানুষ। আগেকার কালে হাসির গান গাওয়া সম্বন্ধে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল, আর সাহিত্যের আসরেও তাঁর বিশেষ একটা স্থান ছিল। তিনিও এখন মায়ের আশ্রমে স্থান পেয়েছেন, সংসার ছেড়ে নয়, সপরিবারেই তিনি আশ্রমে বাস করছেন আর সপরিবারেই মায়ের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এরূপ বহু পরিবার আশ্রমে থেকে মায়ের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। কাজই এখানকার মুখ্য সাধনা। ধ্যানধারণা তুমি নিজের ইচ্ছামত করতে পারো কিন্তু "মায়ের কাজ" সকলকেই করতে হবে। মা নিজেই বলেছেন যে সকলকে যে ধ্যানেই বসতে হবে এর কোনো মানে নেই, কেবলই কর্মের ভিতর দিয়ে সাধনা করাও চলতে পারে। কিন্তু কর্মকে বাদ দিলে চলবে না।

এ তো গেল আশ্রমবাসীর সম্বন্ধে, কিন্তু বাইরের সকলের সম্বন্ধেও এই কথা। কর্মযোগ সকলেরই জন্যে, "মায়ের কাজ" সকলকেই করতে হবে।

তাহ'লে "মায়ের কাজ" বলে কি আলাদা কিছু নতুন ধরণের কাজ বেছে নিয়ে তাই করতে হবে? তা নয়। কাজ মাত্রই মায়ের কাজ হতে পারে। একটু ভেবে দেখলে, তুমি সাধারণত যা কিছুই কাজ করো সমস্তই মায়ের কাজ। জগতে কাজের সৃষ্টিও করেছেন তিনি, আর তোমাকে দিয়ে তা করিয়ে নিচ্ছেনও তিনি। তুমি চাষ করো, জমি কর্ষণ ক'রে সেখানে বীজ বপন করো, কিন্তু ফসলটা ফলাচ্ছে তাঁরই প্রাকৃতিক নিয়ম। সে-নিয়মের এই ব্যবস্থা যে তুমি কর্ষণাদির কাজ না করলে তোমার ক্ষেতে ফসল হবে না। তোমাকে দিয়ে খানিকটা কাজ করিয়ে নেবার জন্যেই এ ব্যবস্থা, সে-কাজ মায়েরই কাজ, তুমি তার মজুর মাত্র। তুমি কেরানিগিরি, দোকানদারী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেশাদারী বা ব্যবসাদারী করছ তোমার সংসার-প্রতিপালনের জন্যে, কিন্তু সে-সংসার তোমার ঘাড়ে চাপালে কে? সে মায়েরই গড়া সংসার, অতএব সেখানেও তুমি তাঁরই কাজ করছ। আবার হয়তো তুমি অনেক চেষ্টা করেও সংসার পাততে পারলে না, জগতে তুমি একাই রইলে। সেখানে তোমাকে দিয়ে মায়ের অন্য কাজ আছে, সেই কাজই তোমায় করতে হবে। তুমি হয়তো বৈজ্ঞানিক, কোনো একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার ক'রে ভাবছ এ আমারই আবিষ্কার। কিন্তু যা তুমি আবিষ্কার করেছ তা মায়েরই একটা সত্য, এতকাল তিনি তা গোপনে রেখেছিলেন, হঠাৎ তোমার মাথায় তার একটা কল্পনার সূত্র ধরিয়ে দিলেন, তোমাকে দিয়ে সেই আবিষ্কারের কাজ করিয়ে নেবেন বলে। তুমি হয়তো মস্ত ধনী কারবারী, দু'চার হাজার লোক তোমার কাজে খাটছে, তুমি ভাবছ তুমিই তাদের মালিক। কিন্তু আসলে তা নয়, কারবারটা তাঁরই ব্যবস্থামত দাঁড়িয়েছে, তুমি সেখানে ম্যানেজার মাত্র। তুমি হয়তো একজন দেশনেতা, দেশের লোকের উপকার করছ, কিন্তু সেও করছ মায়েরই কাজ। তুমি যা কিছুই করো তা যে নিজের কাজ বলে মনে করো, সেটাই তোমার অজ্ঞানতা। সেটাই তোমার মনের ভুল। কবি লিখছে কাব্য, কিন্তু কবির কলমের কালি যদি বলে ও-লোকটা কেউ নয়, চোখেই দেখ না লিখছি তো আমি, তা'হলে তার যে ভুল কথা বলা হয়, তোমার মনও সেই ভুল কথা বলছে। এই ভুলটি সংশোধন করে নাও, তাহ'লেই হবে। মা বলেছেন—"If people could stop speaking of the work as their work, it would put an end to a lot of trouble," অর্থাৎ তোমরা যদি কাজগুলিকে নিজের কাজ বলতে থাকা ছেড়ে দাও তাহ'লে তোমরা অনেক-কিছুই দুঃখ বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচে যাও।

অর্থ উপার্জন করা সম্বন্ধেও ঐ কথা। যাদের ভগবানের দিকে মন যায় তাদের অর্থের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আসে, মনে করে অর্থ উপার্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা মানেই স্বার্থপরতাকে পোষণ করা। কিন্তু সেটা তাদের ভুল, শ্রীঅরবিন্দ এ-কথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। তিনি বলেন যে, অর্থের সম্বন্ধে অবশ্য আসক্তি কিছুতেই করবে না, কিন্তু নিরাসক্ত হবারও দরকার নেই। অর্থ উপার্জন করছ মায়ের কাজের জন্যে, তোমার নিজের জন্যে নয়, এইটুকু মনে রাখলেই হবে। যখন অর্থ আসবে তখন তা গ্রহণ করবে, তার নিখুঁত হিসাব রাখবে, আর খুব হিসাবের সঙ্গেই তার সদ্ব্যবহার করবে। রামপ্রসাদ যেমন গেয়েছেন—

"আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী"

এই হলো সমুচিত মনোভাব। তুমি মায়ের তবিলদার হিসাবেই অর্থ নেবে, এবং এমনভাবে তা কাজে লাগাবে যাতে মায়ের কাছে নিমক-হারামী করা না হয়। মনকে রাখবে সদাসতর্ক সাক্ষীপুরুষ ক'রে, তাহ'লেই পয়সাকড়ির লেনদেনের ব্যাপারে তুমি নিমকহারামী করতেই পারবে না। বাড়ি করবে, বাগান করবে, তাও মায়েরই কাজ, তাতে তুমি মায়েরই সংসারের শোভাসমৃদ্ধি বাড়াচ্ছ বলে মনে করবে, নিজের মালিকানা বাড়ছে বলে কখনই যেন ভাববে না। এইভাবে মনের সংশোধন ক'রে নিতে পারলে কোনো কাজই মায়ের কাজের তালিকা থেকে বাদ যায় না।

রণজিৎ সিং অজেয় যোদ্ধা ছিলেন। নিজের বাহুবলে তিনি উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো কালেই বলতেন না যে সে তাঁর নিজের সাম্রাজ্য। তিনি বলতেন এ-তাঁর গুরুর সাম্রাজ্য (গুরু নানক), তিনি তাঁর গুরুর একজন "সরকার" মাত্র। নিজেকে তিনি রাজা বা মহারাজা কখনই বলতেন না, এবং কাউকে তা বলতেও দিতেন না। সকলেই তাঁকে "সরকার" বলে সম্বোধন করত। এই কারণে তাঁর মৃত্যুভয়ও কোনো কালে ছিল না, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে গুরুর আদেশে যখন তিনি লড়ছেন তখন তাঁর মৃত্যু কিংবা পরাজয় কখনই হতে পারে না। মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই ছিলেন। তিনিও গুরুর সেবক হিসাবেই রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন, গুরুর "গৈরিক পতাকা" নিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন, সেই কারণেই তিনিও ঐরূপ মৃত্যুভয়শূন্য দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হতে পেরেছিলেন।

কথাটা তো ঠিকই। কোনো কাজই তোমার আমার কাজ নয়, গোড়ায় যিনি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এখানকার সব-কিছু কাজই সেই জগন্মাতার কাজ, মায়ের কাজ। আমরা সে-কথা ভেবে দেখি না বলেই প্রত্যেকেই নিজেকে কর্মকর্তা ভেবে নিজের নিজের অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। কিন্তু আসলে আশ্রমেও যা সর্বত্রই ঠিক তাই, মা-ই প্রত্যেককে নির্দিষ্ট রকমের সুযোগ দিয়ে তার দ্বারা নির্দিষ্ট রকমের কাজটি করিয়ে নেন, এটুকু আমরা জানি না এবং মানি না বলেই এত গণ্ডগোল বাধে। পরস্পরের আমিত্বের সঙ্গে আমিত্বের ঠোকাঠুকি লাগে, আর সংসারে নানা রকমের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আসল উপলব্ধিটা এনে "মায়ের কাজ" করছি ভেবে কাজগুলি করতে থাকলেই ঐ আমিত্বের অহংকারটা আর আসতে পারে না, ক্রমে ক্রমে আমিত্ব-বোধটা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। এ শুধু মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, গড়ে তোলা অভ্যাসের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অহংবুদ্ধি ও অহংকার ছেলেবেলা থেকে আমাদের অভ্যাসবশতই জন্মেছে, তার পরে নিজেরা প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তাকে আরো বেশি উঁচিয়ে তুলেছি। সব-কিছুতেই ভাবছি এটা আমার কাজ, আমি করলাম, আমারই এতে লাভ হলো, আমি জিতলাম। এই অহংবুদ্ধি খুব বেশি বাড়তে পেতো না যদি ছেলেবেলা থেকে কেউ আমাদের সাবধান ক'রে দিত, যদি এই কথা শিখিয়ে দিত যে, সব কাজই মায়ের কাজ, আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি যে-কাজটি করছি তা তিনিই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন, এর ফলাফলও তিনিই পাচ্ছেন। পণ্ডিচেরীতে মায়ের কাছে যেসব ছেলেমেয়েরা আশ্রমে থেকে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা গোড়া থেকেই এই জিনিসটা শিখছে, তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যতে যে নতুন রকমের মানুষ হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরাও যদি গোড়া থেকে এই মনোভাবটিকে আয়ত্ত করতে শিখতাম তাহ'লে আমাদেরও জীবন অন্য রকমের হয়ে যেতো।

যাই হোক, আমাদের সে-ভুল সংশোধন ক'রে নেবার এখনও সময় আছে, সব সময়েই তা আছে। যা-কিছু কাজ করছি তা মায়েরই কাজ করছি, এই ভাবটি যদি সব সময় মনের মধ্যে আনতে শুরু করা যায়, তাহ'লে কিছুকাল পরে এটা অনেকটা অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন এ বিষয়ে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ও এসে যাবে। তখন আপনিই দেখতে পাওয়া যাবে যে যথার্থই তো আমি মায়েরই কাজ ক'রে চলেছি, আর ভিতর থেকে তখন মায়ের নির্দেশও পাওয়া যেতে থাকবে। তবে একটা কথা আছে। এ বিষয়ে প্রথমত চাই অভ্যাস, দ্বিতীয়ত চাই বিচারণা। মায়ের কাজ করছি ভেবে আমরা অনেক সময় তার সঙ্গে যত কিছু স্বার্থের কাজ, নিজের লাভের কাজ, লোভের কাজ, কামনা-বাসনার কাজও মিশিয়ে ফেলতে পারি। সে-বিষয়ে খুবই সাবধান হতে হবে, নিজের মনকে সেখানে সদাজাগ্রত প্রহরী ক'রে রাখতে হবে। এও একটা অভ্যাসের ব্যাপার। এমনিভাবে বিচারণা ক'রে চলতে চলতে ক্রমশ আপনা থেকে কেবল অভ্রান্ত ও সমুচিত প্রেরণাই আসতে থাকবে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

"কেবল এটি স্মরণ রাখলেই চলবে না যে, কাজটা মায়ের আর তার ফলাফলও মায়ের। বস্তুত মায়ের শক্তিই যে তোমার পিছনে রয়েছে এটা অনুভব করতে শিখতে হবে, এবং তাঁরই কাছ থেকে সকল বিষয়ে প্রেরণা ও নির্দেশ পাবার জন্য নিজেকে তাঁর দিকে সর্বদা উন্মীলিত ক'রে রাখতে হবে। মনের চেষ্টার সাহায্যে এ-কথা সব সময় স্মরণ রাখা খুবই কঠিন কথা বটে; কিন্তু মায়ের শক্তি সব সময়েই তোমার মধ্যে উপস্থিত থেকে ক্রিয়া করছে কিংবা তোমাকে সমর্থন ক'রে আছে, এই বাস্তব চেতনার মধ্যে একবার যদি নিজেকে উত্তীর্ণ ক'রে আনতে পারো তাহ'লে তাই হবে ঠিক জিনিস।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দ আরো বলছেন—

"এই ভাব নিয়ে যদি সকল কাজ করতে থাকো, আর যদি সব সময়েই এটা বাস্তবিকপক্ষে অনুভব করতে শুরু করো যে, মায়ের শক্তিই তোমার মধ্যে উপস্থিত থেকে কাজগুলো করিয়ে যাচ্ছে আর তুমি কেবল তার নিমিত্ত বা যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সব কিছু ক'রে যাচ্ছ, তাহ'লে সেই স্মৃতির বদলে কাজের ভিতর দিয়ে যোগের ও দিব্য মিলনের একটা নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধি আপনা থেকেই তোমার মধ্যে দেখা দিতে শুরু করবে।"

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে কাজ করিয়ে নেওয়ার ভিতর দিয়ে সকলকে মা হাতেকলমে এই জিনিসটারই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেখানে সকলকেই কিছু-না-কিছু একটা নির্দিষ্ট কাজে লেগে থাকতে হয়। তারা দেখে যে এটা বাস্তবিকই মায়ের কাজ, তিনি যা নির্দেশ দিচ্ছেন আমরা তাই করছি, কারো নিজের মন থেকে কিছু করছি না। এখানে "আমি আমার নিজের অমুক কাজটা করছি, আমার তাতে নিজের স্বার্থ রয়েছে, অমুক লাভ তাতে আমার হবে" এ ভাবটা আসতে পারছে না। সবাই ভাবছে মায়েরই কাজ ক'রে যাচ্ছি, মায়েরই উদ্দেশ্য তাতে সিদ্ধ হচ্ছে। আমি এখানে যন্ত্রমাত্র, নিমিত্তমাত্র। যেন বাস্তবিকই চাকরি করার মতো। এই এক রকমের সাধনা। এতেই আসবে উপলব্ধি।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

"যারা এইভাবে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে মায়ের কাজ ক'রে যায়, তারা সেই কাজের দ্বারাই দিব্য চেতনাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। তারা যদি কখনো ধ্যানে না বসে কিংবা যোগসাধনের কোনো নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ না করে, তাতেও কিছু যায় আসে না। তোমার নিজের মধ্যে ও তোমার কাজের মধ্যে সব সময়েই যদি একটা আন্তরিকতা থাকে, আর যদি নিজেকে তুমি মায়ের দিকে সর্বদা উন্মীলিত ক'রে রাখো, তাহ'লে আর যা-কিছু আসা দরকার তা আপনা থেকেই এসে যাবে, কেমন ক'রে ধ্যান করতে হয় সে-কথা তোমাকে শেখাতেই হবে না।"

কিন্তু আশ্রমবাসীরা ছাড়াও বাইরের সকলেই মাকে নিজেদের মনের চোখের সামনে রেখে এইভাবে তাদের আপন আপন কাজগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে এমনি অভ্যাস শুরু ক'রে দিতে পারে। বস্তুত কাজের অদলবদলের কোনোই দরকার হয় না, দরকার হয় কেবল মনের অদলবদলের।

"মায়ের কাজ" করছি এই ভাবটা এনে ফেলতে পারলে বাস্তবের দিক থেকেও অনেক রকমের লাভ আছে।

প্রথমত—ওতে রেষারেষি, হিংসাহিংসি, আক্রোশ, অভিমান, দ্বন্দ্ব বিরোধ, পরশ্রীকাতরতা, এগুলো খুবই কমে যাবে, কারণ সকলেই যদি এইভাবে চলে তাহ'লে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের দিকটা কিছুই আর থাকবে না। অর্থাৎ তুমিও মায়ের কাজ করছ, আমিও মায়ের কাজ করছি, অতএব দুজনের মধ্যে কোনো বিরোধই নেই।

দ্বিতীয়ত—এর মধ্যে সাফল্যের মত্ততাও আসে না, পরাজয়ের ব্যর্থতাও আসে না। নিজের সাধ্যমত কাজটা ক'রে যাবো, মায়ের কাজ ভেবে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না, তাতে সাফল্য হলেও মা বুঝবেন, ব্যর্থতা হলেও মা বুঝবেন। এই দিক দিয়ে সেখানে জয়েও সার্থকতা আছে, পরাজয়েও সার্থকতা আছে। নিজের জন্যে নয় ভাবলেই তার ফলাফলের দিক দিয়ে আমি নিরাসক্ত, অথচ মায়ের কাজ করছি ভেবে সর্বদাই নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট।

তৃতীয়ত—অনেক রকমের অন্যায় কাজ করতে থাকা এতে আপনা হতেই ঘুচে যাবে। অন্তত চুরি জুয়াচুরি করতে আমার বাধবে, তখনই মনে হবে এ তো মায়ের কাজ হচেছ না। মিথ্যা বলা, কাউকে ঠকানো কিংবা ফাঁকি দেওয়া, গোঁজামিল দেওয়া, এগুলো নিশ্চয়ই মায়ের কাজ নয় ভেবে আপনা থেকে বর্জিত হয়ে যাবে।

চতুর্থত—জীবন-ধারণের একটা সোজা মানে খুঁজে পাওয়া যাবে। এ বড়ো কম কথা নয়। আমরা অনেক সময় কাজ করতে মনে মনে বেজার হই, মনে করি ভূতের বেগার খাটছি, নিজের সুখশান্তির দিকে না চেয়ে কেবল পরের জন্যে পরিশ্রম করছি, "খেটে খেটে খেটে জন্ম গেল কেটে" ইত্যাদি। আবার অনেক সময় ভাবি কী বা জগতে এসে করলাম, দিনগত কতকগুলো বাজে কাজ করতেই জীবনটা কাটল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি। কিন্তু যেমনি জানব যে মায়ের কাজই করতে এসেছি, মায়ের কাজই করছি, অমনি ওসব অশান্তি ঘুচে যাবে, জীবনে একটা সার্থকতা-বোধ আসবে। ঠিক পথেই চলেছি ভেবে মনে একটা প্রসন্নতা আসবে।

পঞ্চমত—এতে হতাশা আর মৃত্যুভয় ঘুচে যায়। মায়ের কাজ করছি মায়েরই শক্তিতে, সেখানে নিজের অক্ষমতা বা হতাশার কোনো প্রশ্নই আসে না। মা যতটুকু শক্তি দিয়েছেন ততটুকুই তো করব, আমার তাহ'লে ভাববার কি আছে? আর মৃত্যুভয় এবং মৃত্যুচিন্তাও মনে আসতে পারে না এই কারণে যে, মায়ের কাজের জন্যে যতকাল প্রয়োজন ততকাল তিনি নিশ্চয় আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, যখন আর দরকার নেই তখনই সরিয়ে নেবেন, তার আগে নয়। এই বিশ্বাসটা মনে এতই দৃঢ় হয়ে উঠবে যে মন ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে। উদ্দেশ্যহীনতার দরুণ আজকাল যে সংবেদনশীল নার্ভাস্‌নেস লোকের মধ্যে অতিরিক্ত প্রবল হয়ে উঠেছে, সামান্যতেই নানারূপ স্নায়ুবিকার ঘটছে, সে দোষটাও এতে ঘুচে যাবে। আর রোগে ভোগার ভয় করা, মন খুঁৎখুৎ করা, এগুলোও যেন অনেক কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

তবে এ বিষয়ে সাফল্য আনতে হলে এই মনোভাবটিকে নিজের অন্তরের মধ্যে সত্য ক'রে গড়ে তুলতে হবে। কথাটা সাধারণ-ভাবে কেবল ভেবে রাখলেই চলবে না। এ কথা বারে বারে স্মরণ করতে হবে, বারে বারে আবৃত্তি করতে হবে, সাময়িকভাবে ভুলে গেলে আবার সে-ভুল সংশোধন ক'রে নিতে হবে, মায়ের উপস্থিতির কথা নিত্য চেষ্টার দ্বারা স্মরণ রাখতে হবে, তবেই জিনিসটা তোমার মধ্যে ক্রমশঃ সত্য হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে বিশেষ করে বলছেন—

"এ-বিষয়ে কেবল একটা সাধারণ মনোভাব নিয়ে থাকলেই চলবে না, কিন্তু প্রত্যেক কাজটিকে বারে বারে মায়ের কাছে নিবেদন করতে থাকতে হবে, তবেই এ-মনোভাবটি সব সময় জীবন্ত হয়ে থাকবে।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যাঁকে তুমি কর্ম নিবেদন করছ তাঁর কথাটি সব সময় মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান রাখতে হবে।...তখন এই অবস্থা দাঁড়াবে যে তোমার ভিতরের মনে সব সময়েই দেখা যাচেছ তাঁর দিব্য উপস্থিতি, আর বাইরের মন দিয়েও তুমি তাঁরই কাজগুলি ক'রে যাচছ।"

এ-ভাব আনতে অবশ্য অনেককাল সময় লাগতে পারে। কিন্তু নিত্য নিত্য স্মরণ করতে করতেই অন্তরের মধ্যে মায়ের উপস্থিতিবোধ এসে যাবে, সংকল্প করতে করতেই নিজের হাতের কাজকে মায়ের কাজ বলে মনে হতে থাকবে। তখন উপলব্ধি হবে যে মায়ের কাজ করতেই আমি তো এখানে এসেছি।

আদ্যাশক্তি জগন্মাতা হিসাবেই বল, আর ব্যক্তিরূপিণী ঐ মা হিসাবেই বল, তিনি নিজেও তো তাই করছেন, ভগবানের কাজ অর্থাৎ নিজেরই কাজ নিত্যই এইভাবে ক'রে যাচেছন। এই তো তাঁর একমাত্র কাজ, জড় থেকে জীবনকে জাগানো, মূক থেকে বাচালকে, অচেতন থেকে চেতনকে, অসম্ভব থেকে সম্ভবকে, মানুষ থেকে দেবতাকে ক্রমশ ফুটিয়ে তোলা। এ-কাজে তাঁর ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই, বিরতি নেই। অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত এই তাঁর কাজ। আর জগতে যত-কিছু কাজের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্যই একমাত্র তাই, চেতনার ফুটে ওঠা, চেতনাকে ফুটিয়ে তোলা। যুগ যুগ ধরে অনেকই ফুটেছে, আরো যুগ যুগ ধরে অনেকই ফুটবে। সব-কিছু কাজের শেষ গতি ঐখানে। আমরা যদি আমাদের কর্মের দ্বারা সজ্ঞানে তারই সমর্থন ক'রে যেতে পারি, যদি মায়ের নিরবচিছন্ন কর্মস্রোতের সঙ্গে আমাদের কর্মস্রোতের সঙ্গতি রেখে চলতে পারি, তাহ'লে তাতেই মায়ের সঙ্গে আমাদের মিল হয়ে যাবে, অতিমানসের দিব্যজ্ঞান আমরা লাভ করতে পারব, মানুষের জন্যে উদ্দিষ্ট যে চরম পরিণতির স্তর সেখানে গিয়ে আমরা পৌঁছতে পারব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের বাণী

ভক্তেরা কোনো প্রশ্ন করলে কিংবা বিশেষ কোনো উপলক্ষ ঘটলে মা তাঁদের কাছে অনেক বাণী দিয়ে থাকেন, কখনো মুখে কখনো বা লিখে। তাঁরা সেগুলি সংগ্রহ ক'রে রাখেন ও মাঝে মাঝে তা প্রকাশ করেন। এখানে তার ভিতর থেকে কয়েকটি ছোটো ছোটো বাণী তুলে দেওয়া হলো।

খুবই স্থির হয়ে থাকো। তাহ'লেই দেখতে পাবে, ভগবানের শক্তি ও সাহায্য ও আশ্রয় সর্বদাই তোমাকে ঘিরে আছে।

*

তোমার ডাক যদি আন্তরিক হয়, সে-ডাক ঠিক জায়গাতে গিয়ে পৌঁছবেই, আর তার জবাব একটা মিলবেই।

*

দীনতা ও আন্তরিকতা, এই দুটি হলো রক্ষাকবচ। এগুলি না থাকলে প্রতিটি পদক্ষেপই বিপদজনক; এগুলি থাকলে সাফল্য সুনিশ্চিত।

*

এক দিনেই নিজের প্রকৃতিকে বদলানো যায় না। কিন্তু ধৈর্য ধরে. দৃঢ়-সংকল্পের সঙ্গে লেগে থাকলে এ-বিষয়ে সাফল্য নিশ্চয়ই মিলবে।

*

চারিদিকে যখন দেখছ যে বিশ্বাসঘাতকতার তুফান বইছে, তখনই তোমার নিজের দিক থেকে অটলরূপে বিশ্বাসভাজন থাকার উপযুক্ত সময়।

*

ভালো যে বাসতে জানে সেই ভালোবাসা চিনতে জানে। ঐকান্তিক ভালোবাসায় যারা নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে না, তারা কোনোখানেই ভালোবাসাকে দেখতে পায় না। ভালোবাসা যতই নিঃস্বার্থ অর্থাৎ দিব্যভাবের হবে, ততই সে-ভালোবাসাকে চেনা তাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের কাছে শুধু কৃপাই চাও—যদি বিচার চাও তাহ'লে ভুল করবে, কারণ খুব কম লোকই তাঁর বিচারের সম্মুখীন হতে পারবে।

*

মনের সংকীর্ণতা ও হৃদয়ের দুর্বলতা থাকলেই তার থেকে ঈর্ষা এসে পড়ে। জগতে এত লোকের মধ্যে যে ঈর্ষা জন্মায় এটা খুবই দুঃখের কথা।

*

অন্যে কিছু করলে বা বললে বা মনে করলে তোমার যদি তাতে আঘাত লেগে যায়, তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে তোমার সমগ্র সত্তা তাহ'লে এখনো ভগবানের দিকে সম্পূর্ণ ফেরেনি, এখনো সে কেবল ভগবানের ভাবেই ভাবিত নয়।

*

মানুষ যখন সত্যই তার চেতনার পরিবর্তন চায়, তখনই তার কাজের ধারাও বদলাতে শুরু করে।

*

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কি সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে থাকে না?

*

পরিষ্কার রকমে দেখা ও বোঝা আর সঠিক রকমে কাজ করার জন্য মাথাটি একেবারেই ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

*

ভগবানের সাহায্য ছাড়া সাধনার কাজ কেউই করতে পারে না, কিন্তু সে সাহায্য তো সব সময়েই হাজির রয়েছে।

*

এদিকে সাহায্যও চাইবে আর ওদিকে অবিশ্বাসও করতে থাকবে, তাতে কোনো কাজ হয় না; বিশ্বাসটি থাকলে সব-কিছুই জলের মতো সহজ হয়ে যায়।

*

সম্পূর্ণভাবে অচঞ্চল হয়ে নির্ভয়ে যদি থাকতে পারো তাহ'লে মারাত্মক রকমের বিপদ কোনো-কিছু আসতেই পারে না।

*

সকল রকমের পরামর্শদাতার মধ্যে ঐ ভয় লোকটাই সব চেয়ে খারাপ।

*

আন্তরিকভাবে আত্মনিবেদন ক'রে ফেলতে পারলেই আমরা সকল রকমের গণ্ডগোল ও বিপত্তির হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় আমার নিশ্চয় হবে, এই দৃঢ়বিশ্বাসটি মনে আনতে পারলেই আমরা ধৈর্যের সঙ্গে যে-কোন মিথ্যা ভয় ও বিরুদ্ধ আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারি।

*

যে ভগবানকে ভালোবাসতে পারলে সে অত্যন্তই ভাগ্যবান, কারণ ভগবান সব সময়েই তার কাছে কাছে রইলেন।

*

মানুষের প্রেমে একটু কিছু তিক্ততা থাকবেই—কেবল ভগবানেরই প্রেমে কিছুমাত্র ব্যর্থতা নেই।

*

তোমার নিজের মন্দিরগুহার সব চেয়ে গভীরে চলে যাও, সেখানেই তুমি আমার দেখা পাবে।

*

একেবারে স্থির ও শান্ত হয়ে যেতে পারলে তুমি নিজেই জানতে পারবে যে কোনটা করা সব চেয়ে ভালো।

*

সকল প্রার্থনাই সফল হয় যদি তোমার ধৈর্য ও অধ্যবসায় থাকে।

*

ভগবানের কৃপার উপরে নির্ভর করো, তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর কাজের উপরে পূর্ণ আস্থা রাখো, তাহ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

*

আধ্যাত্মিক বিষয়ে যার তার পরামর্শ না শোনাই ভালো। প্রত্যেকেই চলবে তার আপন পথে, অন্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

*

অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়ায়, তবু উৎকণ্ঠার দ্বারা তার কোনোই সুরাহা হয় না। স্থিরভাবে একটা আস্থা নিয়ে থাকলেই বরং তাতে অনেকটা জোর পাওয়া যায়।

*

ভগবানকে বাদ দিলে সারা জীবনটাই এক বিড়ম্বনা, আর ভগবানকে জড়িয়ে থাকলে সব-কিছুই আনন্দময়।

*

ভগবানের দিকে ফেরো, তাহ'লে সব দুঃখই ঘুচে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুপচাপ নিজের মনের আনন্দ নিয়ে থাকা, এর চেয়ে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কোনো উৎকৃষ্টতর উপায় নেই।

*

ভগবান যখন যা দিচেছন তা খুশি হয়ে নেবে।

*

বিপদ এলেও যদি হাসতে পারো, তাহ'লে সূর্য উঠলে মেঘের যে দুর্দশা হয় ঠিক তাই হবে,—সব মেঘ তোমার কেটে যাবে।

*

সুখী হবার জন্যে চেষ্টা করতে গেলে নিশ্চয়ই তুমি অসুখী হবে।

*

সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। সাধারণ জীবনের লক্ষ্য আপন কর্তব্য ক'রে যাওয়া; আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য ভগবানকে পাওয়া।

*

শত্রুর কাছে হাসতে পারলেই সে শক্তিহীন হয়ে গেল।

*

স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য এখনও জগতের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, অতএব যাতে ওর বিপরীত জিনিসগুলো না এসে পড়ে তার জন্যে আমাদের সাবধান থাকতেই হবে।

*

বেচারা ভগবান! কতই না বিচিত্র রকমের দোষে তাঁকে দোষী করা হয়। এই সব দোষ যদি সত্যই তাঁর থাকতো তাহ'লে তাঁকে তো ভগবান না বলে রাক্ষস বলাই উচিত ছিল। অথচ আসলে তিনি সব দিক থেকেই অপার করুণাময়।

*

ভগবানের জন্যে কোনো কাজ করা মানেই দেহের পরিশ্রম দিয়ে তাঁর পূজা করা।

*

কেবল ভগবানের চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরিই আমাদের করবার নেই।

*

ভগবানের কৃপার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে এবং সকল অবস্থাতে তাঁরই সাহায্য আকিঞ্চন করতে শেখা চাই; তাহ'লে দেখবে তাঁর কৃপায় কত অঘটন ঘটবে।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের কৃপাদৃষ্টির সামনে কেই বা উপযুক্ত আর কেই বা অনুপযুক্ত ? সকলেই এখানে এক মায়ের সন্তান। সকলের উপরেই তাঁর সমান স্নেহ। কিন্তু যার যেমন প্রকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা সেই অনুসারেই তাঁকে কৃপা বণ্টন করতে হয়।

*

পাহাড়ের পথে দুটি মাত্র দিক থাকে, উপরে ওঠবার দিক আর নিচে নামবার দিক ; তুমি কোন দিকটাকে তোমার পিছনে রেখে চলছ তার উপরেই সব-কিছু নির্ভর করছে।

*

কামনাকে খুশি করার চেয়ে তাকে জয় করাতেই বেশি আনন্দ।

*

লোক-দেখানোর ইচ্ছা যাতে এসে পড়ে এমন সব-কিছু জিনিসকেই আমাদের যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে।

*

নিজের ভিতর থেকে রাগকে তাড়ালেই ভয়ও আপনা থেকে সরে যাবে।

*

সব চেয়ে বেশি সাহসের কাজ হলো নিজের দোষ স্বীকার করা।

*

হিংসা ও তার সঙ্গে কুৎসা করে কেবল তারাই যারা নিজেরা অতি দুর্বল ও ক্ষুদ্র। তাদের উপর কোনো রাগ না ক'রে বরং করুণা করাই উচিত। ও-সব জিনিসকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না ক'রে আমাদের কৃত-নিশ্চয়তার আনন্দকে অব্যাহত রাখতে হবে।

*

সুরুচিবোধ থাকাই কলাবিদ্যার কৌলীন্য।

*

ভগবান সৌন্দর্যরূপে দেহে, জ্ঞানরূপে মনে, শক্তিরূপে প্রাণে, আর প্রেমরূপে চৈত্য হৃদয়ে নিজেকেই অভিব্যক্ত করেন। যখন আমরা খুব উপরে উঠে যাবো তখন দেখতে পাবো যে এই চারটি জিনিসে মিলে তিনি এক হয়ে আছেন, একই সুন্দর, জ্যোতির্ময়, শক্তিময়, প্রেমময় মহাচেতনা। কেবল বিশ্বলীলার ক্ষেত্রেই সেই এক চেতনা বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য জিনিসের কোনো শেষ নেই। নিজেদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাবো, ততই সেই সব পরমাশ্চর্য জিনিস আমাদের চোখে পড়তে থাকবে।

*

আমিত্বকে ছাড়িয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। বাস্তব চেতনার ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিলেও আবার একবার সে বড়ো হয়ে দেখা দেয় আধ্যাত্মিক চেতনারও রাজ্যে।

*

ধ্যানে বসলে প্রত্যেক বারেই নতুন কিছু মিলে যায়, কারণ তার মধ্যে প্রত্যেক বারেই নতুন কিছু ঘটে।

*

মানুষ যাকে ভালোবাসে তারই ছাঁচে ঢালাই হয়ে সে বেড়ে ওঠে।

*

আমরা যা-কিছু ভাবি তাই আমাদের সব সময় ঘিরে থাকে।

*

আমাদের চেতনাটি যেন এক পাখির বাচ্ছার মতো। তাকে ক্রমশ ডানা মেলে উড়তে শিখতে হবে।

*

ঐকান্তিকতার মধ্যেই রয়েছে জয়ের নিশ্চয়তা। ঐকান্তিকতা! ঐকান্তিকতা! তুমি যার মধ্যে আছো তা কতই নির্মল, কতই মধুর।

*

সরলতার মধ্যে বিশেষ এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য আছে।

*

ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজই করতে নেই।

*

দুজন মানুষে যখন ঝগড়া করে, তখন দুজনেরই মধ্যে ভুল থাকে।

*

স্থির প্রশান্ত হয়ে থাকাতে কারো কখনো ক্ষতি হয়নি।

*

অনাবশ্যক কথা শুনে শুনে জগতের কান ঝালাপালা।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে কতখানি মহৎ সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা থেকেই বোঝা যায়।

*

নীরবতার মধ্যেই তুমি তোমার ভুল শোধরাতে পারো ; নীরব হয়েই তুমি অন্যকে সাহায্য দিতে পারো।

যদি তুমি সত্যের সন্ধান পেয়ে থাকো, কিংবা নিজের কোনো ভুল শুধরে থাকো, কিংবা নিজের কিছু উন্নতি এনে থাকো, সে-কথা গুরুকে ছাড়া আর কাউকে বললে কিংবা লিখে জানালে তাতে তার গুণটুকু নষ্ট হয়ে যায়।

*

প্রকৃত আত্মসমর্পণে তোমাকে আরো বাড়িয়ে দেবে ; তোমার সামর্থ্য আরো বেশি বেড়ে যাবে ; প্রকারে ও পরিমাণে তুমি এত বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে যা তোমার নিজের চেষ্টায় কখনই হতে পারতো না।

*

ভগবানের কৃপা সকলেরই জন্যে ; কিন্তু প্রত্যেকে নিজের নিজের আন্তরিকতা অনুসারেই তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বাইরের কোনো-কিছুর উপরেই সেটা নির্ভর করে না, নির্ভর করে কেবল তোমার আন্তরিক আস্পৃহা ও উন্মীলনের উপর।

*

বিশ্বাসে এমন এক নিশ্চয়তা থাকে যা কোনোরকম অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের উপরে আদৌ নির্ভর করে না।

*

নিজের মধ্যে যা রয়েছে তাই দেখি আমরা অপরের মধ্যে। যদি চারিদিকে আমরা শুধু পঙ্কিলতাই দেখতে থাকি, তার মানে আমাদের নিজেদেরই মধ্যে কোনো এক স্থানে পঙ্কিলতা রয়েছে।

*

নিজেকে একেবারে দিয়ে ফেল—নিজেকে আবিষ্কারের এই সব চেয়ে সেরা উপায়।

*

তুমি নিজে যখন সত্যসত্যই বদলে যাবে, তখনই দেখতে পাবে যে তোমার চতুর্দিকের সব-কিছুই বদলে গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান অবশ্য তোমার দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তোমার দিক থেকে তাঁকে বুঝতে হলে আর তাঁকে পেতে হলে তোমার নিজেকেও তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

*

কোন শক্তি তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ নিয়ে ব্যবহার করতে থাকবে সেটা তোমার নিজেকেই বেছে নিতে হবে। আর এই বাছাইয়ের কাজ তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্তেই করবার দরকার হবে।

*

আত্মজয়ই সব চেয়ে বড়ো জয়, জীবনে সুখী হওয়ার এই গোড়ার কথা।

*

ভারত যখন স্বাধীন হলো, তখন মা ভারতমাতাকে উদ্দেশ ক'রে এই প্রাথনা জানিয়েছিলেন (১৫ অগষ্ট, ১৯৪৭)—

"ওগো ভারত-আত্মা, ভারতমাতা, তোমাকে আজ আমরা প্রণাম করি। অন্ধকারময় ঘোর দুর্দিনেও তোমার সন্তানদের কখনো তুমি পরিত্যাগ করোনি। এমন কি যখন তারা তোমার দিকে চায়নি, তোমার কথায় কর্ণপাত করেনি, যখন তোমাকে ছেড়ে তারা অন্যের দাসত্ব করেছিল, তখনও তুমি তাদের রক্ষা ক'রে এসেছ। এখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, দাসত্বমুক্তির এই শুভ প্রভাতে তোমার মুখে এক দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠেছে, এই মহা সন্ধিক্ষণে তোমাকে আমরা আমাদের প্রণাম জানাই। এবার আমাদের তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আমাদের সম্মুখে এই যে মুক্তির দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে, এ যেন প্রকৃত মহত্ত্বেরও উদার দিগন্ত রূপে প্রতিভাত হয়, জগতের সর্বজাতির সম্মেলনে যেন এর দ্বারা তোমার প্রকৃত মহিমা বিকীর্ণ হয়ে ওঠে। পথ দেখিয়ে আমাদের তুমি নিয়ে চল, যেন আমরা সকল সময়েই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের পক্ষ গ্রহণ করতে পারি, জগতের সকল লোকের সামনে যেন আমরা তোমার প্রকৃত মুখচ্ছবি উদ্ঘাটিত ক'রে দিতে পারি, জগতের সকল মানুষের বন্ধু ও সহায় হয়ে যেন আমরা আত্মার অগ্রগতির পথে তাদের পথপ্রদর্শক হতে পারি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের হস্তাক্ষর

Let the Dawn of
the New Year be
for us also the
Dawn of a new
and better life.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

c/o Upen Sarkar

Garfa Road
near light post
134/19
Jadabpur
Cal 32

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi